CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

সিস্টার মসলা
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 9 June, 2020 ■ আগরতলা, ৯ জুন, ২০২০ ইং ■ ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

গন্ডছড়ায় ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব, টিএসআর জওয়ানসহ আক্রান্ত ৩

গন্ডাছড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগী। ছবি নিজস্ব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৮ জুন।। ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়ে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি তিন জন। এর মধ্যে দলপতি এডিসি ভিলেজের হাতি মাথা এলাকার বাসিন্দা চন্দ্র মোহন ত্রিপুরার পরিবারের দুই জন এবং টিএসআর ১২ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের নব কুমার পাড়া ক্যাম্পের এক জওয়ান রয়েছে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, তারা সবাই গত শনিবার জ্বর নিয়ে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে আসে এবং পরে রক্ত পরীক্ষার পর তাদের শরীরে ম্যালেরিয়া জীবাণু ধরা পড়ে। সাথে সাথে তাদের গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। বর্তমানে তারা সবাই মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। আক্রান্তরা হলেন মর্মপ্রিয়া ত্রিপুরা(১৪), কর্ণসেন ত্রিপুরা(৮) এবং জি সুরেশ(৩৫)।

প্রসঙ্গত, প্রতিবছর এই মরশুমে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব লক্ষ করা যায়। বহু লোকের অকাল মৃত্যু ঘটে। যদিও এবছর ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বিগত বছরগুলির তুলনায় কিছুটা কম। তারপরও জনমনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। ধলাই জেলার গন্ডাছড়া, রইস্যাবাড়ি, ছাওমনু প্রভৃতি এলাকায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ লক্ষ করা যয়। সরকারীভাবে এইসব এলাকায় প্রতিবছর প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির করা হয়ে থাকে। কিন্তু, এবছর করোনার দরুন এই ধরনের কোন শিবির করা হয়নি। তাই বিভিন্ন মহল থেকে দাবী জানানো হয়েছে, ম্যালেরিয়া প্রবন এলাকাগুলিতে আগাম সতর্কতা হিসেবে প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির সংগঠিত করার।

এদিকে সোমবার ৪৪ রাইমাভ্যালি ব্লক যুব কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল ম্যালেরিয়া আক্রান্তদের চিকিৎসার বিষয়ে খোঁজ খবর নিতে মহকুমা হাসপাতালে ছুটে যান। যুব কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা আক্রান্তদের চিকিৎসার খোঁজ খবর নেবার পাশাপাশি মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকের সাথেও ম্যালেরিয়া এবং সর্বশেষ স্বাস্থ্য বিষয়ক সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। এদিন যুব কংগ্রেসের তরফ থেকে চন্দ্র মোহন ত্রিপুরার হাতে কিছু আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হয়। পরে রাইমাভ্যালি ব্লক যুব কংগ্রেস সভাপতি বাদল সরকার সাংবাদিকদের জানান প্রত্যেক বছর এই সময় গোটা গন্ডাছড়া মহকুমা এলাকা জুড়ে বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় ম্যালেরিয়ার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এতে করে প্রতি বছর একাধিক লোকের মৃত্যু ঘটে। এরপরও স্বাস্থ্য দপ্তর আগাম কোন সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৭৫ জন স্নাতক ৬৫ জন স্নাতকোত্তর শিক্ষক পদে নিয়োগ করা হবে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। শিক্ষাদপ্তরে ১৭৫ জন স্নাতক শিক্ষক এবং ৬৫ জন স্নাতকোত্তর শিক্ষক পদে নিয়োগ করা হবে। এজন্য মধ্যশিক্ষা দপ্তর থেকে টিআরবিটিকে অনুরোধ পত্র পাঠানো হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ এই সংবাদ জানিয়েছেন। তিনি আরও জানান, প্রাথমিক শিক্ষার জন্যও ৪২ জন অস্নাতক এবং ১৫ জন স্নাতক শিক্ষক পদে নিয়োগ করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য টিআরবিটি আগে যে টেট পরীক্ষা নিয়েছিল সেই অপেক্ষমান তালিকা থেকেক নাম পাঠানোর জন্য টিআরবিটি'র কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে। নামের তালিকা পেলেই শিক্ষাদপ্তর তাদের নিয়োগের উদ্যোগ নেবে।

শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, রাজ্য সরকার ৪০ জন সহকারী অধ্যাপক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কিস্তি সংগ্রহ করতে গিয়ে ঘেরাও হলেন বন্ধন ব্যাঙ্ক কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। কিস্তির টাকা দিতে চাপ দেওয়ায় চরিলাম বন্ধন ব্যাংকের অফিসার ঊষা রঞ্জন সাহাকে আটক করে রাখে মহিলারা। শেষ পর্যন্ত চরিলাম বন্ধন ব্যাংক এর ডি এস সি-র ম্যানেজার উত্তম সরকার গিয়ে অফিসার ঊষা রঞ্জন সাহাকে ঘেরাও মুক্ত করে চরিলাম বন্ধন ব্যাঙ্ক অফিসে নিয়ে আসেন। কিছুদিন পূর্বেই চরিলাম বন্ধন ব্যাংকের অফিসার ঊষা রঞ্জন সাহা গীতাঞ্জলি গ্রুপের মহিলাদের বলে এসেছিলেন এই সোমবার থেকে যেভাবেই হোক কিস্তির টাকা দিতে হবে।

সেই অনুযায়ী সোমবার সকালে প্রবল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে উত্তর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে করোনা সংক্রমণের তালিকায় শীর্ষে সিপাহীজলা জেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। চেন্নাই থেকে রাজ্যে ফিরে আসা আরও ৩৮ জনের দেহে করোনার সন্ধান মিলেছে। সোমবার মোট ১৪৮০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ৩৮ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। আক্রান্তরা সবাই সিপাহীজলা জেলার বাসিন্দা। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ঘোষণা দিয়েছেন। এই জেলাতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩০। এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ৫ জন। জেলার সোনামড়া মহকুমায় আক্রান্তের সংখ্যা সর্বাধিক।

এদিকে, এখনও পর্যন্ত রাজ্যে মোট আক্রান্ত হয়েছেন ৮৪১ জন। তার মধ্যে সক্রিয় আছেন ৬৪৯ জন। সুস্থ হয়েছেন ১৯২ জন। জেলা ভিত্তিক হিসেবে দেখা

চেন্নাই ফেরত আরও ৩৮ জনের দেহে করোনার সন্ধান

গিয়েছে, পশ্চিম জেলায় আক্রান্ত ৬২ জন, সুস্থ হয়েছেন ১ জন এবং অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়ে ১ জনের। সিপাহীজলা জেলায় আক্রান্ত ৩৩০ জন, সুস্থ হয়েছেন ৫ জন, খোয়াই জেলায় আক্রান্ত ২৬ জন, সুস্থ হয়েছেন ৪ জন। গোমতী জেলায় আক্রান্ত ৯২ জন, সুস্থ হয়েছেন ৫ জন এবং বহিঃরাজ্যে আছেন ১ জন। দক্ষিণ জেলায় আক্রান্ত ৬৮ জন, সুস্থ হয়েছেন ২ জন, ধলাই জেলায় আক্রান্ত ১৯৯ জন, সুস্থ হয়েছেন ১৬৪ জন, ঊণকোটি জেলায় আক্রান্ত ৫০ জন, সুস্থ হয়েছেন ১ জন এবং উত্তর জেলায় আক্রান্ত ১৪জন, সুস্থ হয়েছেন ৪ জন ও বহিঃরাজ্যে আছেন ১ জন।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের মধ্যে সিপাহীজলা জেলায় রয়েছে এক তৃতীয়াংশেরও বেশী। তারমধ্যে বেশী সোনামুড়া মহকুমার। কোভিড ১৯ করোনা ভাইরাস সংক্রমণে অতি স্পর্শকাতর এলাকায় পরিণত হলো সোনামুড়া। রাজ্যের ৮৪১ এর মধ্যে ৩৩১ জনই সিপাহীজলা জেলার। এর মধ্যে দুশো ষাট জনেরও বেশী সোনামুড়ার লোক। রাজ্যের প্রায় ত্রিশ শতাংশ এবং জেলার আটাত্তর শতাংশ পজিটিভ করোনা রোগীর সন্ধান পাওয়া যায় এই প্রান্তিক মহকুমায়। তেরটি হাসপাতালের মধ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বক্সনগর সীমান্তে বেড়া নির্মাণে বাধা, ফের সফর করলেন প্রশাসনের আধিকারীকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৮ জুন।। ফের সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া হল। ঘটনা বক্সনগরে। সমস্যা নিরসনের জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে।

সংবাদে প্রকাশ, ইন্দো-বাংলা ত্রিপুরা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নিমার্ণের ক্ষেত্রে অসামাপ্ত কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই মোতাবেক রাজ্য প্রশাসন তৎপর হয়েছে। মে-জুন মাসের মধ্যে কাজ শেষ করার লক্ষমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সিপাহীজলা জেলায় বিভিন্ন এলাকায় মোট ৮.৮ কিলোমিটার কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এই অসমাপ্ত কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সিপাহীজলা জেলা শাসক সি কে জমাতিয়া সহ এক প্রতিনিধি দল গত ১৩ মে বক্সনগর সীমান্ত পরিদর্শন করে ও বাকি যে ৩৫২ মিটার কলসীমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন রয়েছে তা সম্পন্ন করার নির্দেশ দেয়। সেই মোতাবেক কাজ শুরু হয়। কাজ শুরু হতেই বাধা দেওয়া হয় এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে। এই সমস্যা নিরসনে সোমবার আবারও জেলা শাসকের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল এলাকাটি সফর করেছেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন, এসডিপিও, এসডিএম, এডিএম, বিডিও, বিএসএফ ৭৪ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডেন্ট। প্রতিনিধি দলটি বক্সনগর ব্লকে একটি বৈঠকে মিলিত হন। তারপর এলাকা সফর করেছেন। এদিকে, স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ছিলেন বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস, ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান বাহারুল ইসলাম মজুমদার, জেলা সভাপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত প্রমুখ। প্রতিনিধিরা স্থানীয় জনগণের সাথে কথা বলেছেন এবং তারা আশাবাদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই বেড়া নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হবে।

আগরতলা আইসিপিতে কাজকর্ম স্বাভাবিক হতে আরও ২-৩ দিন প্রয়োজন, জানালেন দপ্তর সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট (আইসিপি) দিয়ে আমদানি-রফতানি এবং যাত্রীদের যাতায়াত স্বাভাবিক হতে আরও ২ থেকে ৩ দিন সময়ের প্রয়োজন। কারণ, আইসিপি জীবাণুমুক্ত করার পর সেখানে কর্মরত সকলের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট আসলে তবেই পুনরায় কাজকর্ম চালু করা হবে। আজ সোমবার এ-কথা জানিয়েছেন রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের সচিব গিত্তে কিরণকুমার দিনকর রাও। আগরতলা আইসিপি-তে চিকিৎসক এবং বিএসএফ জওয়ান সহ ৯ জন করোনা আক্রান্তের ঘটনায় নিয়ম মেনে স্থলবন্দর বন্ধ রাখা হয়েছে।

ত্রিপুরায় করোনা সংক্রমণ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এদের মধ্যে বাংলাদেশ ফেরত ত্রিপুরার নাগরিকও রয়েছেন। তাদের সংস্পর্শে গিয়ে আগরতলা আইসিপি-তে ৬ জন বিএসএফ, ১ জন চিকিৎসক, একজন ল্যান্ড পোর্ট অব ইন্ডিয়া-র কর্মী এবং একজন ত্রিপুরা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের আধিকারিক আক্রান্ত হয়েছেন। ওই ঘটনায় আগরতলা আইসিপি গতকাল থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এ-বিষয়ে ত্রিপুরার শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের সচিব বলেন, কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা মেনে আগরতলা আইসিপি বন্ধ করা হয়েছে। আজ আগরতলা পুর নিগমের কর্মীরা আইসিপি জীবাণুমুক্ত করা শুরু করেছেন। আগামীকাল আইসিপি-র সমস্ত কর্মীদের নমুনা সংগ্রহ করা হবে। তাঁর কথায়, নমুনা-র রিপোর্ট আসার পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে কারোর দেহে সংক্রমণ পাওয়া গেলে তাঁকে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে বাকিদের নিয়ে আইসিপি-র কাজকর্ম শুরু করা হবে। তাতে ২ থেকে ৩ দিন সময় লাগবে।

আত্মনির্ভর প্রকল্পের সুযোগ নিলে সমৃদ্ধ হবে রাজ্যের অর্থনীতি, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। আত্মনির্ভর প্রকল্পের সুযোগ নিতে পারলে সমৃদ্ধ হবে ত্রিপুরার অর্থনীতির ভিত্তি। জোর গলায় এই দাবি করেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর আহ্বান, করোনা সংক্রমণ মোকাবিলায় লকডাউনজনিত পরিস্থিতিতে দেশের প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত আত্মনির্ভর ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র, ছোট এবং মাঝারি (এমএসএমই) শিল্পোদ্যোগী ও ব্যবসায়ীদের স্বনির্ভর ত্রিপুরা তথা স্বনির্ভর ভারত গড়ার জন্য উদ্যোগী হোন।

আজ সোমবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১ নম্বর হল-এ শিল্প ও বাণিজ্য দফতর আয়োজিত আত্মনির্ভর ভারত অভিযান প্রকল্পের অন্তর্গত ক্ষুদ্র, লঘু ও মধ্যম উদ্যোগ এবং ব্যবসার জন্য ঋণদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, আত্মনির্ভর ভারত প্রকল্পের সুফল আমরা নিতে পারলে রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ যেমন সৃষ্টি হবে তেমনি সমৃদ্ধ হবে ত্রিপুরার অর্থনীতির ভিত। তাঁর দাবি, ত্রিপুরার শিল্পোদ্যোগীদের ব্যবসায় উন্নতির জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ব্যবসার টার্নওভার বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়ে ব্যবসায়ীদের কাজ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী গ্রাম স্বরাজ এবং ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতি চেয়েছিলেন। এর বাস্তবায়নে দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী গ্রাম স্বরাজের লক্ষ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির হাতে ৮০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করার সংস্থান রেখেছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৮ জেলায় ২৯টি কনটেইনমেন্ট জোন নিয়ম ভঙ্গের অপরাধে গ্রেপ্তার এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। করোনা-র প্রকোপে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা (কন্টেনমেন্ট জোন) ঘোষণা করা হচ্ছে। এছাড়া সোমবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার চাচুবাজারে করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় লকডাউন নিয়মভঙ্গের দায়ে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ জেলাশাসক এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে ওই ব্যক্তিকে নিয়মভঙ্গের অপরাধে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক ড় সন্দীপ এন মাহাত্মে দাবি করেন, করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সমস্ত সরকারি নিয়ম কঠোরভাবে পালন করা হচ্ছে। ত্রিপুরায় বর্তমানে ৮ জেলায় ২৯ টি করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে।

এ-বিষয়ে পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক ড় সন্দীপ এন মাহাত্মে বলেন, পশ্চিম জেলার মতিনগরে ২টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং চাচুবাজারে তিনটি স্থানকে করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে সরকারি সমস্ত নিয়ম কঠোরভাবে পালন করার ব্যবস্থা হয়েছে। পুলিশি টহলদারি জারি রয়েছে। তিনি বলেন, আশাকর্মী, এএনএম এবং এমপিডব্লিউ কর্মীরা করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিচ্ছেন। এখন পর্যন্ত ৫০০টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। আরও নমুনা সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তিনি জানান, ওই নমুনার রিপোর্ট আসার পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এদিন তিনি বলেন, আজ করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সরকারি নিয়মভঙ্গের দায়ে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে ওই অব্যবস্থা দেখে তাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছিলাম।

রাজ্যের ৮টি জেলার ২৯টি এলাকাকে কনটেইনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই কনটেইনমেন্ট জোনগুলি রয়েছে পশ্চিম ত্রিপুরা, সিপাহীজলা, ধলাই জেলা, দক্ষিণ ত্রিপুরা, উত্তর ত্রিপুরা জেলা এবং গোমতী জেলায়। জরুরি পরিষেবা ছাড়া কেউ এই কনটেইনমেন্ট জোনে ঢুকতে পারবেন না। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা জানান।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, আজ চুড়াইবাড়ি চেকপোস্ট দিয়ে রাজ্যে প্রবেশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আনলক ১.০ ঃ খুলেছে মন্দির শপিংমল ও হোটেল-রেস্তোরাঁ

সোমবার খুলে দেওয়া হয়েছে আগরতলায় জগন্নাথ বাড়ি। ছবি নিজস্ব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। আনলক ১.০-এর শর্ত মেনে সোমবার থেকে দেশের সর্বত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, হোটেল-রেস্তোরাঁ, শপিংমল খুলেছে। তেমনি, ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও খুলেছে আজ। লোকনাথ মন্দির, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি মন্দির, জগন্নাথ বাড়ি সহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হয়েছে। তবে বনমালীপুরের রামঠাকুর আশ্রম আজ ভক্তদের জন্য দরজা খুলেনি। আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত আশ্রম বন্ধ রাখা হবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মেনে সোমবার থেকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি খুলে দেওয়ার পর পরই ভক্তকুল ধর্মীয় স্থানে যেতে শুরু করেছেন। তবে ধর্মীয় স্থানে যাতায়াতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শর্ত বেঁধে দেওয়া হয়েছে। শর্ত অনুযায়ী, ধর্মীয় স্থানে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রত্যেককে মাস্ক ও সেনিটাইজার ব্যবহার করতে হবে এবং ৬ ফুট দূরত্ব মানতে হবে। নির্দেশিত নিয়ম না মানলে ধর্মীয় স্থানে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে না। সাথে শর্ত রয়েছে, বিভিন্ন ধর্মীয় স্থান খোলা হলেও ব্যাপক জনসমাগম করতে দেওয়া হবে না। সেখানে প্রসাদ বিতরণেরও কোনও ব্যবস্থা থাকবে না।

এদিকে, গোমতি জেলার উদয়পুরে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরও সোমবার সকাল থেকে খুলে দেওয়া হয়েছে। সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির খোলা থাকবে। সোমবার সকালে মন্দির খোলার পর থেকেই ভক্তদের সমাগম বাড়তে শুরু করেছে। লকডাউন-এর জন্য টানা ৭৬ দিন পর ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির ভক্তদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির খুলে দেওয়া হলেও ভক্তদের ভিড় এড়াতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মিজোরামে দুই সপ্তাহের সম্পূর্ণ লকডাউন

আইজল, ৮ জুন (হি.স.)।। মিজোরামে আজ সোমবার মধ্যরাত থেকে দুই সপ্তাহের জন্য সম্পূর্ণ লকডাউন লাগু হচ্ছে। মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বৈঠকে পুনরায় লকডাউন-এর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। করোনা মোকাবিলায় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মিজোরামের তথ্য ও জনসংযোগ দফতর এক টুইটবার্তায় জানিয়েছে।

সারা দেশে এখন আনলক ১.০ চলছে। এই মুহূর্তে স্রোতের সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে মিজোরাম সরকার সারা রাজ্যে আজ মধ্যরাত থেকে আগামী দুই সপ্তাহের জন্য সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করেছে। তথ্য ও জনসংযোগ দফতরের টুইট বার্তা অনুযায়ী লকডাউন-এর নির্দেশিকা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিচারের অপেক্ষায় বাংলাদেশি যুবতী ফের তদন্তে নেমেছে মহিলা কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। ত্রিপুরায় বিচারের অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছেন বাংলাদেশি যুবতী। তাকে বিচার পাইয়ে দেওয়ার জন্য ত্রিপুরা মহিলা কমিশন ফের তদন্তে নেমেছে। ত্রিপুরায় এসে ওই যুবতী এক যুবকের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পর তাঁদের দাম্পত্য জীবনে ছেদ পড়ে। কারণ, ওই যুবক বাংলাদেশি যুবতীকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে। তাই বর্তমানে আগরতলায় একটি হোমে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন। এ-বিষয়ে ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বলেন, তাঁর অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। শুধু তাই নয়, প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রতি আমরা দায়বদ্ধও।

বর্ণালী গোস্বামীর কথায়, বাংলাদেশের ঢাকার বাসিন্দা ওই যুবতী ফেসবুকে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন আগরতলার এয়ারপোর্ট এলাকার বাসিন্দা সুমন দাসের সাথে। ২০১৮ সালে ওই যুবতী বৈধ পাসপোর্ট ও ভিসা নিয়ে ত্রিপুরায় এসে সুমনের সাথে থাকতে শুরু করেন। তিনি বলেন, এরই মধ্যে পুরোহিত ডেকে সামাজিক রীতি মেনে তাঁরা বিয়ে সেরে নেন। কিন্তু, নববধূকে নিয়ে সুমন বাড়িতে যায়নি। তাঁরা অন্যত্র সংসার পাতেন। শুধু তা-ই নয়, ওই যুবতী গর্ভবতীও হয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন সংসার করার পর সুমন তাঁকে রেখে পালিয়ে যায়। এর পর নববধূ সুমনের বাড়িতে থাকতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সুমনের বাবা-মা তাঁকে নির্যাতন করে বাংলাদেশ পাঠানোর চেষ্টা করেছিলেন, অভিযোগ তুলেছেন নববধূ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এয়ারপোর্ট থানায় এফআইআর করেছিলেন।

মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বলেন, সম্প্রতি ওই যুবতীর মা মেয়েকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর আর্জি জানিয়েছেন। কিন্তু আদালতের নির্দেশে তিনি বর্তমানে হোমে রয়েছেন। তাই মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত দেশে ফেরত পাঠানো যাচ্ছে না। তাঁর কথায়, সম্প্রতি সুমন মামলা প্রত্যাহার করার জন্য বার বার তার স্ত্রীকে চাপ দিচ্ছে। অবশ্য, ওই যুবতী পুনরায় সুমনের সাথে সংসার শুরু করতে চাইছেন। কিন্তু মামলা তুলে নিলে হিতে বিপরীত না-হয়ে যায়, সেই চিন্তায় ভুগছেন তিনি।

বর্ণালী গোস্বামীর কথায়, আজ মহিলা কমিশনের এক দলকে সঙ্গে নিয়ে তারানগর হোম পরিদর্শন করেছি। ওই যুবতীর খোঁজ নিয়েছি। তাঁকে সুবিচার পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা শুরু করেছি। তিনি বলেন, এক বছর ধরে যুবতীটি বিচারের অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছেন। আদালতের নির্দেশে তিনি হোমে ঠাঁই পেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া মহিলা কমিশনের দায়িত্ব। শুধু তা-ই নয়, প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রতি আমরা দায়বদ্ধও, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২৩৬ ▫ ৯ জুন ২০২০ ইং ▫ ২৬ জ্যৈষ্ঠ ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

এডিসিতে ভোট রাজনীতি

ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ এখন রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীন। করোনা মোকাবেলায় লক ডাউনের কারণে সময় মতো নির্বাচন সম্পন্ন না হওয়ায় এডিসির পরিচালন কমিটি ভাঙ্গিয়া দেয় রাজ্য সরকার। ক্ষমতার দন্ড যায় রাজ্যপালের হাতে। রাজ্য সরকার সেখানে প্রশাসক বসাইয়া দেয়। যতটুকু সংবাদ, রাজ্য সরকারের পরিচালনীধীন এডিসি চলিতেছে শম্বুক গতিতে। এডিসির সদর কার্য্যালয় খুমুলুঙে কর্মচারীরা অলস ভাবে দিন কাটায়। অফিস টাইমে কর্মচারীদের অফিসে পাত্তা মিলে না। কখনও কর্মচারীদের লুড্ডু ইত্যাদি খেলিতেও দেখা যায়। এডিসির খুমুলুঙ সদর দপ্তরে যাওয়া আসার পরিবহণ ব্যয় মারাত্মক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এডিসির সদর দপ্তরে যদি কর্মচাঞ্চল্য না থাকে তাহা হইলে এডিসির জোন্যাল সাব জোন্যাল ও অন্যান্য অফিসগুলির হাল অবস্থা কি সহজেই অনুমেয়। লক ডাউনের কল্যাণে এডিসি এলাকা তো কার্য্যত অবরুদ্ধ হইয়াছিল বলা যায়। এই অবস্থায় এডিসি এলাকার উন্নয়ন কর্মসূচী মুখ থুবরাইয়া আছে। এডিসির পাহাড়ি জনপদ নানা সমস্যায় আক্রান্ত। পানীয় জলের সমস্যা তো লাগিয়াই আছে।

নির্বাচিত পরিচালন কমিটি এডিসি এলাকা সফর করিতে বাধ্য হইতেন। কারণ তাঁহাদের নির্বাচনের তাগিদ আছে। পাহাড়ি জনপদে জন সংযোগ না থাকিলে ক্ষমতাসীন দলের পায়ের তলার মাটিই সরিয়া যাইবে। এখন এডিসি এলাকায় সিপিএম জন সংযোগ চালু রাখিয়াছে। এডিসিতে সবচাইতে বেশী জনসংযোগ রাখিতে সচেষ্ট আইপিএফটি। তাহারা এডিসি দখলের স্বপ্নে মরিয়া। পৃথক রাজ্যের দাবীতে এই দল এখন আর কোমড় দোলাইয়া শ্লোগান দেয় না। কারণ, তাঁহারা বুঝিয়া গিয়াছেন সাধারণ উপজাতি অংশের মানুষও জানিতে পারিয়াছেন যে, পৃথক রাজ্যের দাবী অবাস্তব। বরং এডিসির আরও বেশী ক্ষমতার দাবীতে লড়াই করা যায়। কেন্দ্র এডিসিকে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের মর্যাদা দিয়াছে। এক সময় প্রচার হইয়াছিল যে, কেন্দ্র এডিসিকে সরাসরি টাকা দিবে। কিন্তু, এইসব মনমোহনী সিদ্ধান্ত এখন আর শোনা যায় না। আসলে উপজাতিদের নিয়া রাজনীতি করিতে গিয়া নানা লোভনীয় সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। এইভাবে দিনের পর দিন উপজাতিদের প্রতারণা করা হয়েছে। পৃথক রাজ্যের দাবী তুলিয়া আইপিএফটি ভয়ংকর প্রতারণার আশ্রয় নিয়াছিল। এখন আর উপজাতিরা নেতাদের কথা বিশ্বাস করে না। তাঁহারা পরখ করিয়া তবেই আগাইতে চায়। আসলে ত্রিপুরার উপজাতি অংশের মানুষ এখন অনেক বেশী সচেতন হইয়াছেন।

এডিসি নির্বাচন কবে হইবে, কবে সেখানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হইবে তাহা বলা মুশকিল। এডিসির ক্ষমতা হইতে সিপিএমকে হঠাইয়া বিজেপি কি নতুন স্বপ্ন দেখিতেছে? পাহাড়ে উপজাতি মহল্লায় বিজেপি কি সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু করিয়াছে? উপজাতিদের কাছে টানিতে নতুন আকর্ষণীয় বার্তা দিয়াছে বিজেপি? ত্রিপুরায় কংগ্রেস তো আছে সাইনবোর্ড নিয়াই। দল বিরোধী কাজের জন্য বহিস্কারই এখন কংগ্রেসের একমাত্র কাজ। কংগ্রেস ভাঙ্গাইয়া বিজেপির ঘর মজবুত করিতে তৎপরতা চলিতেছে। কংগ্রেসের তো এই শহর আগরতলাতেই কিছুটা নড়ন চড়ন আছে। রাজ্যের গ্রাম ত্রিপুরায় বাতি দিবার জন্য কংগ্রেস কর্মী খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। কারণ গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব কংগ্রেসের রক্তেই আছে। দৌড়ঝাপ করিয়া সংগঠন বিস্তারে সুবল ভৌমিককে বেশী তৎপর দেখা গিয়াছে। এখন তিনি প্রায় ঘর বৈঠা। কংগ্রেসের তিনবারের বিধায়ক প্রাক্তন সভাপতি গোপাল রায়ের বাড়ীতে যখন বিশাল পুলিশ বাহিনী হানা দিল তখন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এক চক্কর চুপি দিয়া বাড়িতে সুখে নিদ্রাযাপন করিয়াছেন। এই যদি অবস্থা হয় তাহা হইলে কংগ্রেস জাগিতে পারে? পোড় খাওয়া আইনজীবী কংগ্রেস দলকে সেই তিমিরেই ঠেলিয়া দিলেন। তিনি আইনের ব্যবসায় নিয়া ব্যস্ত। সংগঠনের কাজ করিবার ফুরসৎ কোথায়? বিনা পয়সায় কোনও দুঃস্থ কংগ্রেস কর্মীকে তিনি আইনী সহায়তা দিয়াছেন এমন একটি নজীর আছে কিনা সন্দেহ। সুতরাং এই রাজ্যে কংগ্রেস দলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। পুত্রকে যুবরাজ্যে অভিষেক করিয়া পিতা ত্রিপুরার কংগ্রেসের অধিশ্বর হইয়া দলকে শ্মশানে তুলিয়া দিয়াছেন।

এডিসিতে এখন ত্রিমুখী লড়াই'র সম্ভাবনা আছে। বিজেপি, সিপিএম ও আইপিএফটি। কিন্তু, প্রশ্ন এডিসি নির্বাচন কবে সম্পন্ন হইতে পারে? লকডাউন, করোনা সংগ্রাম সহসাই শিথিল হইবে এমন বলা যাইবে না। একথা বলা অসংগত হইবে না যে, নির্বাচন বিলম্বিত হইলে উপজাতি এলাকায় অশান্তির আগুন জ্বলিতে পারে। রাজ্যের উপজাতি এলাকায় শান্তি ও স্বস্তির স্বার্থে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এডিসির নির্বাচন করা উচিত। নির্বাচিত কমিটির হাতে এডিসির ক্ষমতা তুলিয়া না দিলে অশান্তির আগুন জ্বলিবার সম্ভাবনা উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

কাঁকসায় কারখানার ভেতর শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যু

দুর্গাপুর, ৮ জুন (হি. স.) : কারখানার ভেতর শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যু। সোমবার ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসার বাঁশকোপা শিল্পতালুকে একাটি বেসরকারি কারখানায়। মৃতের নাম ধর্মেন্দ্র যাদব (৩৩)। তাঁর বাড়ি আসানসোল কুলটি নেহ্রেু পার্ক এলাকায়।

জানা গেছে, ধর্মেন্দ্রবাবু কর্মরত অবস্থায় এদিন ভোরে কারখানার চত্বরে প্রস্রাবাগারে গিয়েছিলেন। সেখানেই ধর্মেন্দ্রবাবু অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে ছিলেন। সহকর্মীদের দাবি, ওই প্রস্রাবাগারের সামনে দিয়ে কারখানার ব্লাস্ট ফার্নেসের বিষাক্ত গ্যাসের পাইপলাইন গিয়েছে। ওই পাইপলাইন থেকে বিষাক্ত গ্যাস লিক হয়েছিল।ওই বিষাক্ত গ্যাসে অসুস্থ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ভোর ৫ টা নাগাদ অচৈতন্য অবস্থায় ধর্মেন্দ্রবাবু''কে উদ্ধার করে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তারপর ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় মৃতদেহ। সহকর্মীরা ও মৃতের দাদা সুজিত কুমার যাদব ও ভিম যাদব বলেন,' কারখানার বিষাক্ত গ্যাসে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতা পান্না ঘোষ বলেন, কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে মৃতের পরিবারের ক্ষতিপূরণের দাবি জানানো হয়েছে।' বিএমএসের আসানসোল জেলা সম্পাদক অসীম প্রমানিক বলেন,'লকডাউনে দীর্ঘদিন কারখানা বন্ধ ছিল। সম্প্রতি কারখানাগুলি খুলতে শুরু করেছে। অনুমান গ্যাস পাইপলাইন ঠিকমতো খতিয়ে না দেখে চালু করার মাশুল। কর্তৃপক্ষের চুড়ান্ত গাফিলাতি রয়েছে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর কারখানার মেশিনারি, যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে চালু করা উচিত। এবিষয় কারখানা পরিদর্শকের কাছে অভিযোগ জানাবো।' অভিযোগ অস্বীকার করে কারখানা কর্তৃপক্ষ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কারখানার আধিকারিক ইন্দ্রজিৎ ঘোষ বলেন, 'বিষাক্ত কোনও গ্যাস কারখায় নির্গত হয়নি। তাহলে আরও অনেক কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়তো। অক্সিজেন প্ল্যান্টের কাছে পড়েছিল। সাধরনত সেখানে কেউ যায় না। কিভাবে ওই শ্রমিক গেল ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মৃতের পরিবারের লোকজন''কে কারখানার নিয়মবিধি মেনে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।' পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।'

রাজ্যে এখনও ১১ লাখের মতো পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরা বাকি: মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা,৮ জুন (হি স):করোনা সংক্রমণ এড়াতে দেশজুড়ে শুরু হয় লকডাউন। এই লকডাউনের জেরে বিভিন্ন প্রান্তে আটকে পরে বহু পরিযায়ী শ্রমিক। ধীরে ধীরে ফেরানো হচ্ছে তাদের। এরই মাঝে সোমবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান ''রাজ্যে এখনও ১১ লাখের মতো পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরা বাকি''।

এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '' অনেক রাজ্যের শ্রমিকরা যারা বাংলায় এসে কাজ করছেন তাঁরা ফিরে যেতে চাননি। বাংলা সবাইকে ভালোবাসে। সবাইকে আপন করে নেয়। তবে, রাজ্যে এখনও ১১ লাখের মতো পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরা বাকি।

চাকরি হারিয়ে চিন্তিত হবেন না

আর কে সিনহা

করোনার এই সংকটকাল কবে শেষ হবে তা জানা নেই। এই ব্যাধি গোটা বিশ্বকে সংকটে ফেলে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ চাকরি হারিয়েছে। প্রতিদিন খবর আসছে যে নামী সংস্থাগুলো কর্মী ছাঁটাই করে চলেছে। বর্তমানে সরকারী চাকুরি বাদে অন্যান্য চাকরিতে সংকটের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। কে কোন পদে কাজ করছে সেটা এখন বড় নয় ।চাকরি হারানোর ভয় সবার মধ্যে কাজ করছে।এটি অবশ্যই আজ একটি দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি। আসলে করোনা দেশ এবং দুনিয়াকে বদলে দিয়েছে। কোন পাপে এমনটা হল তা মাঝে মধ্যেই ভাবি। এর নেতিবাচক প্রভাবে বিশ্বের প্রতিটি মানুষই জেরবার। সবাইকে এক সঙ্গে লড়াই করতে হবে। ভ্যাকসিন না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের এর সঙ্গেই বাঁচতে হবে। এ ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই।

মনে রাখবেন সঙ্কট আমাদের সুযোগও তৈরি করে দেয় ।স্বাভাবিক এবং উন্নত পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তি আরামদায়ক জীবনযাপন করেন। কিন্তু যখন পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়, তখন ব্যক্তি হাত — পা ছুড়তে থাকে। করোনার কারণে যাদের কাজ হারিয়ে গেছে তাদের আতঙ্কিত হওয়ার কোনও বিশেষ প্রয়োজন নেই। অযথা চিন্তা করে কিছুই হবে না। তাদের এখন কিছু ছোট ব্যবসা, কাজ শুরু করার কথা ভাবতে হবে।

যাইহোক, এই সময়কাল শুধু চাকরি করেই জীবনযাপন করা যায় না ।কমপক্ষে দুটি কাজ করলে আপনি যে কোনও ধরণের ধাক্কা সামলাতে পারবেন। শুধুমাত্র চাকরি ভরসায় থাকার উপর যারা বেঁচে থাকার কথা ভাবছেন। তাদের বলি সেই সময় আর নেই। নিজেকে বদলাতে হবে ।নিজের চারপাশে চেয়ে দেখুন ।আপনার বন্ধু এবং আত্মীয়দের দেখুন। আপনি দেখতে পাবেন যে বেশিরভাগ লোকেরা কোনও নিয়মিত কাজ করছেন না। নিজের কিছু কাজ করে পরিবারকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে দেশে আয়কর ফাইল রিটার্ন ৫. ৪২ কোটি মানুষ দিয়েছিল। সর্বাধিক প্রদেয় আয়কর রিটার্ন দিয়েছিল চাকরিজীবীরা। প্রায় ৭০ শতাংশ চাকরিজীবী এর মধ্যে ছিল। সুতরাং বুঝতে হবে যে ১৩০ কোটির জনসংখ্যার দেশে খুব কম লোকই তাদের কাজ করে। বেশিরভাগই কোনও কাজ বা ব্যবসা করেন না।

করোনার জেরে যারা চাকরি হারিয়েছেন। তাদের খুব তাড়াতাড়ি অন্য কাজের সন্ধান করতে হবে। বর্তমানে আগামী কয়েক বছরে বাজারে খুব কম চাকরি হবে। আপনি কি কাজ জানেন তা আপনাকে দেখতে হবে। এই ক্ষেত্রে আপনার জন্য সুযোগ সন্ধান করুন। দেখুন যে করোনার সময়কালের সংক্রমণ এড়াতে মাস্ক, স্যানিটাইজার এবং অন্যান্য করোনা রোধী প্রয়োজনীয় জিনিসের বিক্রি ভাল হচ্ছে। তাদের চাহিদা প্রতিটি স্তরে বেড়েছে। আপনি কি এইগুলির উতাদনের মধ্যে সুযোগ দেখছেন? এই পণ্যগুলি তৈরি ও বিক্রয় করার কাজে অনেক লোক জড়িত। যারা তৈরি করতে পারছেন না তারা বিক্রি শুরু করেছেন।

আমরা যদি ফিরে তাকাই তবে ২০২০-২১ সালের সাধারণ বাজেটে দেশে সর্বাধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। এটিও সময়ের দাবি ছিল বাজেটের প্রস্তাবগুলিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল ।বাজেটের প্রস্তাবগুলিও শিক্ষা, পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য, পর্যটন ইত্যাদি ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টির আশা জাগিয়ে তোলা হয়েছিল। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণও বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলেন, শিক্ষা ও নার্সিংয়ের ক্ষেত্রে সর্বাধিক কাজ আসবে ।স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কয়েক লক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে। এমনকি এই করোনা কালে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কারো কোনও চাকরি যায়নি। যদি দেখা যায় তবে প্রতিটি সাধারণ বাজেটে যুবকদের আরও উন্নত কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়ার দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে ।কিন্তু করোনা সরকারের সমস্ত পরিকল্পনা অবরুদ্ধ করেছে ।এখন সরকারের প্রথম লক্ষ্য করোনাকে পরাস্ত করা। তবে দু''একদিনে এই কাজ করা হবে না। কয়েক বছরের কঠোর পরিশ্রম লাগবে।

করোনার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশের পর্যটন শিল্প। এতে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকত। তবে কেউ কোথায় লকডাউনে যায়। সর্বত্রই ভয়ের পরিবেশ রয়েছে ।গত বাজেটে পর্যটন খাতের উন্নয়নের জন্য ২৫, ০০০ কোটি টাকা রাখা হয়েছিল ।ভারতে আগত পর্যটকদের সংখ্যাও ক্রমাগত বাড়ছিল ।কর্মসংস্থানও বাড়ছিল। তবে এখন এই সেক্টরকে নতুন করে দাঁড় করাতে হবে।

করোনার কারণে বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। চাকরি ও জীবিকা এবং কৃষিকাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পুঁজিপতিদের মূলধনও কমতে শুরু করেছে। তারাও সংকটে রয়েছে। লকডাউনের পরেও বাজারগুলি খোলা হচ্ছে, সুতরাং সেখানে কোনও গ্রাহক নেই ।তবে এটি ধীরে ধীরে আসতে শুরু করবে। বিষয়গুলি আরও ভাল হতে শুরু করবে।

এখন যারা চাকরি হারিয়েছেন তাদের কেবল নতুন চাকরির সন্ধান করা উচিত নয়। তাদের কেরিয়ারের বিকল্পগুলি খোলা রাখতে হবে। ঈশ্বরের দোহাই তারা যেন শুধু চাকরি না খুঁজে বেড়ায়। তাদের কিছুটা ছোট ব্যবসা করা উচিত ।একবার এই দিকে ভেবে দেখা দরকার। যুবকদের তাদের যে কোনও কাজ শুরু করার জন্য সরকার এখন মুদ্রা লোন দেয় ।এখন পর্যন্ত ১৯ কোটি যুবককে মুদ্রা ঋণ দেওয়া হয়েছে এবং সরকারের লক্ষ্য ৩০ কোটি মানুষকে ঋণ প্রদান করা যাতে কর্মসংস্থান বাড়ানো যায়। এই মুদ্রা ঋণ দেশের তরুণ ও তরুণদের চিন্তাভাবনা এবং ভাগ্য বদলে দিতে পারে। যে ব্যক্তি একবার ব্যবসা শুরু করার জন্য ঋণ নিয়েছে, সে ব্যক্তি আর চাকরির দিকে দৌড়াবে না। সে কেবল ব্যবসা করবে। বিশ্বাস করুন যে এই নতুন শিল্পগুলির ব্যবসা যদি কিছুটা চলতে শুরু করে তবে তারা কমপক্ষে একজন বা দু''জনকে কর্মসংস্থানও দেবে ।অর্থাত দেশের বেকারত্বও এক ধাক্কায় শেষ হবে এবং করোনার বড় ধাক্কা থেকে দেশটিও সেরে উঠবে।

(লেখক বরিষ্ঠ সম্পাদক, কলম্নিস্ট এবং রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

লকডাউন, পরিযায়ী শ্রমিক ও জ্যোতিকুমারী

নন্দগোপাল পাত্র

আমাদের স্মরণকালে এ রকম আর কোনও ঘটনা ঘটেনি, একমাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাদে, যাতে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একই সমস্যায় আক্রান্ত, একই আতঙ্কে বিপর্যস্ত, একই অনিশ্চয়তায় বিষণ্ণ। যুদ্ধ, মহাযুদ্ধ আগেও হয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যেভাবে বিশ্বকে গ্রাস করেছিল তেমন কখনও ঘটেনি এই গ্রহের ইতিহাসে। বিশ্বযুদ্ধের সময়ে অন্ততপক্ষে শত্রু ও মিত্র দু'জন দু'জনকে চিনত। জানত, লড়াইটা ছিল নিজেদের মধ্যে। কিন্তু একরত্তি কোভিড-১৯ সর্দ-কাশি শ্রেণির নভেল করোনা ভাইরাস নামক শত্রুর ভিতর বাহিরের অনেক কিছু এখন ও আমাদের অজানা । সেই অপরিচিতেরভয় আমাদেরকে গ্রাস করছে। তাই আমরা স্বনির্বাসনে, স্বজন বন্ধু, প্রতিবেশী কারও কাছাকাছি যাচ্ছি না, মুখোশ ঢেকে রেখেছে আমাদের মুখ 'হাতের উপর হাত রাখা' এখন নিষিদ্ধ। আর এ ভাবে বিচ্ছিন্ন হতে হতে এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি, যখন অবরোদের দিনলিপি তার নতুনত্ব হারিয়ে দৈনন্দিনে পরিণত হচ্ছে আর বিরক্ত হওয়ার উৎসাহটুকু হারিয়ে ফেলে আমরা একা হওয়া থেকে ক্রমশ সামগ্রিক নিঃসঙ্গতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

২১ মার্চ করোনা পরিস্থিতির জেরে রাজ্যের সব সরকারি ও বেসরকারি স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের নির্দেশ দিল রাজ্য সরকার। ২২ মার্চ, ২০২০ চলছিল একদিনের জন্য জনতা কার্ফু । তারমধ্যেই জানা গেল, রাত ১২টা থেকে এক সপ্তাহের জন্য টেরন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হবে। আমাদের দেশের ট্রেনই হলো লাইফ লাইন। ট্রেন বন্ধ তো সব বন্ধ। এখানকার মানুষ এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি কখনও হয়নি। তারপরদিনই আবার ঘোষণা হল, ২১ দিন ধরে চলবে লকডাউন। শুরুতে লকডাউন ব্যাপারটা গুরুত্ব অতটা বোঝা যায়নি। এমনকি বড়রাও অনেক বুঝতে পারেননি। মনে হয়েছিল নিছক কাজকর্ম বন্ধ থাকবে। ঘোরা, বেড়ানো, আমোদ আহ্লাদ সবই চলবে। কিন্তু ব্যাপারটা যে সেরকম নয়, সেটা মানুষ টের পেল কয়েকদিন পর। আমরা অনেকেই শুরুর দিকে আশায় ছিলাম এই ভেবে যে এ পৃথিবীর কত কিছু সহ্য করেছে এ আর এমন কী, কিন্তু দেখতে দেখতে ক'দিনের মধ্যে গোটা পৃথিবীই যে বন্দি অবস্থায় অনিশ্চত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় প্রহর গুনবে, এমন ধারণা আমাদের অনেকেরই ছিল না। বাড়তে বাড়তে এখন চলছে লকডাউনের চতুর্থ দফা। লকডাউন জারির পর দেশের বিভিন্ন রাজ্যে অটকে পড়ে পরিযায়ী শ্রমিকরা। যে পরিযায়ী শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত আমাদের চোখের সামনে কাজ করেন এবং মনের আড়ালে বাসকরেন। আমরা তাঁদের দেখেও দেখি না। লকডাউন পর্বে দেখতে বাধ্য হয়েছিলাম, কারণ তাঁরা নিজেদের অজান্তেই নিজেদের 'স্পেকট্যাকল'-এ পরিণত করেছিলেন। রুটিরুজি বন্ধ। আবার কবে রোজগার মিলবে, জানা নেই। গ্রামে ফেরার ট্রেন-বাস নেই। বাড়ি ছেড়ে হাজার হাজার মাইল দূরে জীবন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে থাকা

মানুষগুলি দিনকয়েক ধরে বেঁচে থাকার আর্তি জানিয়েছেন বারবার। খাবার চেয়েছেন, বাসস্থানের নিরাপত্তা চেয়েছেন। কোন কিছুই পাননি। ঘরে ফেরাতে বিশেষ ট্রেন চালানোর আগে মরিয়া শ্রমিকদের অনেকে হাজার হাজার কিলোমিটার রাস্তাত হেঁটে, সাইকেল ঘরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। সাইকেলে মহারাষ্ট্র থেকে উত্তরপ্রদেশের গ্রামের বাড়িতে ফিরতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছিল তাবরেক আনসারির। চিকিটের টাকা জোগাড় হবে কি না তা ভেবে একদল শ্রমিক রেললাইন ধরে হাঁটছিলেন বাড়ি ফিরবেন বলে। তাঁরা হাঁটছিলেন, ক্ষুধা তেষ্টা নিয়ে। যখন ক্লান্ত শরীরগুলি শুয়ে পড়েছিল, লাানির উপরে একটি ট্রেন পিষে দিয়েছে ওঁদের। প্রশাসনের কর্তাদের অন্তত একাংশ তাঁদের মানুষ বলে আদৌ গণ্য করেন কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠল,যখন দেখা গেল যে মালবাহী যানবাগন জীবাণুমুক্ত করার রাসায়নিক দ্রবণ দিয়ে তাঁদের মাটে বসিয়ে চান করোনা হচ্ছে। জালিয়ানওয়ালাবাগের 'ক্রসিং অ্যালি' বা 'হামাগুড়ি গলিকে' লজ্জা দিয়ে তার একশো বছর পর ঘরে ফিরতে চাওয়া শ্রমিকদের পিঠে ভারী ব্যাগ নিয়ে হাইওয়েতে ব্যাং দৌড় করানো হল। এত অপমান, অত্যাচার সহ্য করেও যাঁরা এসে পৌঁছতে পারলেন তাঁদের লক্ষে, তাঁদের ক'জন শরণ পেলেন নিজেদের গ্রামে, নিজেদের পাড়ায়, নিজেদের পরিবারে? করোনা বাহক সন্দেহের সিলমোহর তো ততক্ষণে লেগে গিয়েছে তাঁদের কপালে।

লকডাউনের ব্যাপ্তি যত প্রসারিত হয়েছে তত বিপর্যস্ত হয়েছে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক জোগান শৃঙ্খল। আমদানি - রপ্তানি বাদ দিলেও, দেশজুড়ে দীর্ঘয়িত লকডাউনের নিদারুণ ধাক্কায় কমেছে বাজারে দ্রব্য-সামগ্রীর জোগান। কমছে উৎপাদনের প্রয়োজনে ব্যবহারযোগ্য উপাদানের জোগান। ফলত, কমেছে, কর্মসংস্থান, উৎপাদন। পরিণতি মুদ্রাস্ফীতি। লকডাউনে থমকে গিযেছে আর্থিক কর্মকাণ্ড। অর্থনীতির অবস্থা ঠিক কতটা ভযানক হয়েছে, তা নিয়ে জল্পনা ও হিসেব নিকেশের শেষ নেই। এই অবস্থায় টলোমলো করে হলেও অর্থনীতিকে ফের নতুন করে চলতে শেখানো কথাই কেন্দ্রকে সব থেকে আগে ভারতে হবে বলে পরামর্শ দিয়েছেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজন।

এরই মাঝে সংবাদপত্রের পাতায় দেখতে পাই নিজের অসুস্থ বাবাকে সাইকেলে চাপিয়ে হরিয়ানার সিকন্দরপুর থেকে বিহারের শিরহুলি ১২০০ কিমি পথ সাইকেলে পাড়ি দিয়ে ঘরে ফিরল জ্যোতিকুমারারী। জ্যোতির বয়স ১৫ বছর। অষ্টম শ্রেণির পর গত জানুয়ারিতে দুর্ঘটনায় অসুস্থ রিক্সা চালক বাবা মোহন পাশোয়ানের পাশে থাকার জন্য দেশের বাড়ি ছেছে হরিয়ানা যায়। এর পরের ঘটনা সবার জানা। রাতারাতি প্রচারের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন জ্যোতিকুমারী। নিউইর্য়ক টাইমসের শিরোনামে দু-বার এসেছেন জ্যোতিকুমারী পাশোয়ান। (সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

মোদি ফেরার বর্ষপূর্তি ও 'মৃত্তিকায় ঘ্রাণ'

গৌতম রায়

সাজেদ কামালের কাব্যগ্রন্থের নাম 'মৃত্তিকার ঘ্রাণ'। কবিতার বিন্যাসে, মাটির স্তরের সুবাস যেভাবে একটি কৃষকের মধ্যোলোককে তাঁর শ্রেণিচিন্তার নিগড়ে আলোড়িত করে, সাজেদ কামাল নিবিড় মনস্তাত্ত্বিক আঙ্গিকে তা দেখিয়েছিলেন। সেই নিবিড়তার সংকল্পিত মৌতাতেই যেন মনে হয় ঠিক এক বছর আগে মোদির রাজ্যপাটে প্রত্যাবর্তন, আর সেই ফেরার তাগিদ এবং শেষ পর্যন্ত ফিরে আসাকে কেন্দ্র করে 'মৃত্তিকার ঘ্রাণে'র লেবাসটুকু ভারতবাসীর নাসিকারন্ধ্র দিয়ে বলপূর্বক প্রবেশের আসুরিক চেষ্টা আর এই কোভিড-১৯ কে ঘিরে আর্থ সামাজিক সংকটের ভয়াবহ আবর্তে কতগুলি দামাল ছেলের কিছু মানুষকে উপোষ করে মরতে দেব না এই সংকল্পের ভিতর দিয়ে অতিমারীর আশঙ্কায় ঘরে বসে বড় বড় বকুনি না ঝেড়ে, নিজেরা মাঠে নেমে কাজ করে, অন্যদের নামার তাগিদকে উস্কে দেওয়া---এই ক্রান্তিকালে নিঃস্বার্থে সেবার এমন নজরি গড়া, যাকে এককথায় বাংলার সামাজিক ইতিহাসে অতীতের নজিরের একটা উজ্জ্বল উদ্বার বলা যেতে পারে।

মোদির প্রত্যাবর্তনের এক বছরে যতটুকু সময় তিনি আর তাঁর দল পেয়েছেন, ব্যস্ত থেকেছেন ধর্ম থেকে কর্ম, জীবনচর্চার এবং চর্যার প্রতিটি স্তরে মানুষকে কী করে মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। তাই এই কোভিড-১৯ এর সংকটে লকডাউনের প্রেক্ষিতে মোদি এবং তার বাহিনীর মুখ থেকে উচ্চারিত হয় 'সামাজিক দূরত্ব'। অতিমারীর সংকটকেও আমাদের শাসকরা মানুষের সঙ্গে মানুষের মনোলোরে ব্যবধান ঘটনানোর কাজে ব্যবহার করেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের দূরত্ব রচনাই যাঁদের শাসন-কৌশলের একমাত্র উপরকরণ, অতিমারীর কালকে সেই দূরত্ব তৈরির পিছনে একটি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের তকমা সেঁটে দিতে মোদির যেমন দেরি হয় না, তেমনই দেরি হয় না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও। অতিমারীতে মানুষের সামাজিক দূরত্ব কতখানি সভ্যতার অভিশাল হিসেবে নেমে আসতে পারে আগামী দিনগুলির জন্য, এটা নিয়ে গত এক বছরের ভিতর প্রায় দশ মাস এনআরসি, সিএএ, দিল্লি গণহত্যা ইত্যাদি বিষয়ের ভিতর দিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের দূরত্ব তৈরিতে বিশেষ মনোযোগী মোদি এবং তাঁর সতীর্থরা সবথেকে বেশি ব্যস্ত থেকেছেন। অতিমারীর কালে মানুষের ভিতর বিভাজনের ধারাপাতটিকে মসৃণ করতে মমতা ও সামাজি দূরত্বের প্রতিই নিজের পক্ষপাতিত্বের কথা বার বার বলেছেন।

মোদি নিজেকে, 'আমি তোমাদেরই লোক' বলতে ভালোবাসেন। তেমনটা অভ্যাস মমতারও। এই মাটির গন্ধ পেতে মোদিকে কোদাল হাতে শুটিং পর্যন্ত করতে হয়েছে। আজ পর্যন্ত এমন শুটিং দেশের অন্য কোনও প্রধানমন্ত্রীকে করতে হয়নি। তেমনই নিজেকে জনতা জনার্দনের খাস আদমি প্রমাণ করতে লকডাউনের শুরুতে মমতাকেও আমরা দেখেছি ক্যামেরার সামনে লাল ইট দিয়ে সাদা গোল কাটতে। দুই শাসকের এই নিরন্তর 'সেবকে'র ভূমিকার ভিতরেই ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে সংবিদানের ৩৭০ নম্বর ধারার অবলুপ্তি, ৩৫ এ ধারার অবলুপ্তি, তীব্র আর্থিক সংকট, বেকারিকে। ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে আসা ট্রেনকে চরম উপহাস করে করোনা এক্সপ্রেস হিসেবে চিহ্নিত করার বিষটাকেও।

প্রবীর মজুমদারের লেখায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের কণ্ঠে মাটি আর রক্তের আশ্চর্য সমন্বয়ের সেই কাকুতি আজকের প্রজন্মের কাছে এই করোনা সংকট, অতিমারিজনিত সমস্যা, দুর্ভক্ষের হাতছানির ভিতরেই একটা নব নব রূপে এলো প্রাণে'র আর্তিত মিশিয়ে দিতে পেরেছেন সুদীপ, কৌস্তভ, সুব্রতরা। এঁরা প্রত্যেকেই কৃতী ছাত্র। কারও কারও পিএইচডি ডিগ্রি পর্যন্ত আছে। ইচ্ছে করলে এঁরা অনেকেই মাসে এখ লক্ষ টাকার বেশিও উপার্জন করতে পারতেন। সে পথে না গিয়ে এঁরা রাজনীতি করেন। বামপন্থী রাজনীতি। রাজনীতিকে ক্যারিয়ার করতে চাওয়া একাংশের কাছে যখন শাসকের অনুগ্রহ জীবন বদলের সোপান হিসেবে বিবেচিত হয়,তখন এই দামাল ছেলের দলই সংকল্পে দৃঢ় হয়, লকডাউনে আমার পাড়ার যতজন গরিব মানুষকে পারি পেট ভরে খাওয়াব—এই সংকল্পে।

বর্ষপূতির ভরসাপূতিতে নরেন্দ্র মোদি ব্যস্ত থাকেন ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার দৌড়কে সংহত করতে। তাই চিঠিটা দিয়ে রুটি কাপড়াকে ভোলাবার চেষ্টা করেন। মন্দির খোলার কৃতিত্ব যাতে মোদি না পান, সেজন্য আগেভাবে স্কুল নয়, মন্দির খোলা নিয়ে সচেষ্ট থাকেন মমতা। সুদীপ -কৌস্তভরা কিন্তু এই সময়েই দিনরাত এক করে ফেলে সকলের ঘরে ঘরে ভিক্ষা করে আজ যে ১০০ রুটি তাঁরা জোগাড় করেছেন, সেই ১০০ রুটিকে কাল ২০০তে পরিণত করতে ভিক্ষার হাতকে আরও কাঙালের অশ্রুতে, রক্তের আখের রাঙাতে। সুরসাগর হিমাংশু দত্তের সুরে, গীতশ্রী সাবিত্রী ঘোষের সেই কালজয়ী গান, 'কাঙালের অশ্রুতে যেও ভগবান, ভগবান রক্ত ঝরে দেখেও তুমি দেখা না।

মন্দিরের পাথরের ভগবানকে নিয়ে ব্যস্ততার প্রতিযোগিতায় মত্ত থাকেন মোদি আর মমতা। দু'জনেরই চিন্তা, ভগবানের সোল প্রোপ্রাইটরশিপ সাতে হাতছাড়া না হয়ে যায় আর সুদীপদের চিন্তা, মানুষের ভগবানকে অন্ত যেন একটা বেলা পেট ভরে খাওয়াতে পারি। মাংস, বিরিয়ানি, পোলাও, কালিয়া নয়। ভাক, সব্জি, পুষ্টিরজন্য একটু সোয়াবিন, চেয়েচিন্তে পাওয়া একটু মাছ বা ডিম। রাতের জন্য যেভাবে বাড়ি বাড়ি একদম ভিক্ষে করে এঁরা রুটি জোগাড় করেছেন, এই কার্যক্রম দেখলে মনে হয় আমরা যেন পাঁচের,ছয়ের দশকে বামপন্তীদের সেই চিরকল্যাণময়ী মূর্তিতেই আাবর দেখতে পাচ্ছি। যে বামপন্থীদের চিন্তা নেই ভোটবাক্স ঘিরে। যে বামপন্থীদের কাছে শ্রেণিচেতনার তাত্ত্বিক দূরহতায় তাৎক্ষণিক সমস্যা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে না। যে বামপন্থী দামাল ছেলেটাকে একেবারে বিপরীত রাজনৈতিক এবং অবশ্যই শ্রেণি অবস্থানে থাকা এক দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতার মা, নিজের হেঁশেলে বসিয়ে নিজের ভাতের থালাটাই এগিয়ে দিয়ে চরম স্নেহে তালপাতার পাখাটা দিয়ে আস্তে আস্তে বাতাস করে চলেছেন।

মোদি তাঁর বর্ষপূর্তির ভরসাজ্ঞাপনে, এই অতিমারির সংকটকালেও একটি বারেরজন্যও ভোলেননি ৩৭০ ৩৫-এ অবলুপ্তির রেশে রাজনৈতিক হিন্দু সেন্টিমেন্টকে উস্কে দেওয়ার বিষয়টি। একবারের জন্যেও বেচাল হয়নি তাঁর এই সব কর্মকাণ্ডের ভিতরদিয়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি এই অতিমারীর কালে ও ভয়ঙ্কর রকমের প্রচ্ছন্ন হুমকি রাষ্ট্রীয় যন্ত্রটিকে বজায় রাখবার বিষয়টি। বহুত্ববাদী ভারতকে ধ্বংস করে রাজনৈতিক হিন্দু ভারত নির্মাণের ভিতর দিয়ে হিটলার, মুসোলিনির ফ্যাসিবাদিকে যে একটা একুশ শতকীয় চরিত্র দিতে নিজেকে নয়া কিল্ক অবতার হিসেবে তিনি তুলে ধরার সবরকম চেষ্টা করে চলেছেন, 'মন কি বাতে' সে কথা তিনি দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

মোদির এই প্রচেষ্ঠাকে ঘিরে মমতার যে কর্মতৎপরতা, সেই প্রবহমানতাকে একটা নিজস্ব আকার দিতে যে সব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ভিতর সামাজিক প্রযুক্তির প্রভাব

ছয়ের পাতায়

সোমবার সিপিএম এর উদ্যোগে আগরতলায় এক মানব শৃঙ্খল তৈরী করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

ভারতের ঋণ শোধ হওয়ার নয় বাংলাদেশের নৌ-পরিবহন প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ৮ জুন (হি.স.): ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বহমান নদ-নদী ড্রেজিং করে অতিবৃষ্টির কারণে সৃষ্ট বন্যা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা, পণ্যবাহী জাহাজের পাশাপাশি ক্রুজ ভ্যাসেল চলাচল বৃদ্ধি করে, বৃটিশ ভারতের সেই সময়ের ন্যায় নৌ-পথে অসম ও কলকাতার মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের সংযোগ গড়ে তোলার মাধ্যমে উভয় দেশের জনগণের মধ্যে ”পিপলসটু পিপলসরিলেশন” বৃদ্ধিতে জোর দিলেন বাংলাদেশের নৌ-পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী। বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর সাংবাদিক কিশোর কুমার সরকারের সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাতকারে একটু আবেগপ্রবণ হয়ে বাংলাদেশের নৌ-পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ”ভারতের রক্তের ঋণ কখনও শোধ হওয়ার নয়। ভারতের সঙ্গে আমাদের শুধু রক্তের নয় আত্মারও সম্পর্ক রয়েছে বলে আমরা মনে করি।” বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক নিয়ে একটি প্রশ্নের উত্তরে খালিদ মাহমুদ বলেন, ”আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে মিত্রবাহীনির ১৮ হাজার ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়েছে। বিশ্বের ইতিহাসের অন্য দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এটাই সর্বোচ্চ বলিদান। এই রক্তের ঋণ শোধ করা যায় না।”

তিনি বলেন, বিশ্বের বহু দেশ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহযোগিতা করেছে। কিন্তু ভারত আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আশ্রয় দিয়ে, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে সহযোগিতা করেছে, বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কুটনৈতিক প্রয়াস চালিয়েছেন। কিন্তু যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে না, তারা ভারতের অবদানের কথা অস্বীকার করে, ভারতবিরোধী মিথ্যা প্রচার করে দেশের মানুষকে ভুল বোঝানোর রাজনীতি করেন।

হিন্দুস্থান সমাচার : নৌ যোগাযোগের মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধিতে কীভাবে কাজ করা যায়?

নৌ-প্রতিমন্ত্রী : বৃটিশ ভারতের সময় অসমের আপার ও লোয়ার অংশ ও ত্রিপুরা মেঘালয়ের সঙ্গে কলকাতা বন্দরের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল স্টিমার। ১৮৪০ সালের দিকে এই স্টিমার সার্ভিস চালু হয়েছিল। তখন অসম থেকে গোয়ালন্দ ও হার্ডিঞ্জ ব্রিজের পশ্চিম তীরে স্টিমারে এবং সেখান থেকে রেলে কলকাতা। এছাড়া নারয়ণগঞ্জ থেকে চাঁদপুর বরিশাল সুন্দরবন হয়ে কলকাতা স্টিমার সার্ভিস ছিল। এ রুটে মেঘালয় ও ত্রিপুরার মানুষ যাতায়াত করতো। দ্য ইন্ডিয়ান জেনারেল ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানি প্রথমে এ স্টিমার সার্ভিস চালু করেছিল। পরবর্তীতে রিভার স্টিম নেভিগেশন (আরএসএন) নামে আরেকটি ১৮৬২ সালে, ‘ইস্ট বেঙ্গল রিভার স্টিমার’ নামে ভাগ্যকূল জমিদারদের একটি কোম্পানির কথাও জানা যায়। ইস্টার্ন বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স ১৯০৭ সালে তাঁরা নৌ ব্যবসায় যুক্ত হন। রণদাপ্রসাদ সাহার প্রতিষ্ঠিত ‘দ্য বেঙ্গল রিভার সার্ভিস’ কোম্পানিটি নৌপথে সংযুক্ত হয় ১৯৩৩ সালে। তবে এখন পর্যটক ছাড়া অসম থেকে দীর্ঘসময় নিয়ে কেউ আর কলকাতা যাবেন না। তাই পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে এবং সেই ইতিহাস ঐতিহ্যকে ধরে রাখতেই উভয় দেশের পক্ষ থেকে গতবছর (২০১৯) অসম থেকে কলকাতা যাত্রীবাহী ক্রুজ ভ্যাসেল চালু করা হয়েছে। এতে উভয় দেশের পর্যটন খাত আরও সমৃদ্ধ হবে। দু-দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। আর ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে পিপলস টু পিপলস রিলেশনে নৌ যোগাযোগ বড় ভুমিকা রাখতে পারবে বলে আমরা আশা রাখি।

হিন্দুস্থান সমাচার : স্বাধীনতার পর থেকে পণ্য পরিবহনে সাশ্রয়ী হওয়ার জন্য কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ?

নৌ-প্রতিমন্ত্রী : পণ্য পরিবহনে নৌ-পথে সব চেয়ে কম খরচ হয়। সে দিক বিবেচনা করেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীনের পরেই ১৯৭২ সালে দুই-দেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ অতিক্রম ও বাণিজ্য চুক্তি সাক্ষর করেছিলেন। দুই দেশের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক উন্নতির শিখরে পৌঁছলেও, ৭৫ সালের নারকীয় হত্যাকান্ডের পরে তা ব্যাহত হয়। বাংলাদেশের মানুষের কাছে ভারতকে আগ্রাসি শত্রু রাষ্ট্র হিসেবে দেখানোর অপচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে সম্পর্ক বৃদ্ধির ব্যাপারে উভয় দেশ কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে সড়ক ও রেলপথ ছাড়াও বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে বিদ্যমান প্রটোকল অন ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট এন্ড ট্রেড (পিআইডব্লিউটিটি)-এর আওতায় প্রতিটি দেশের আগের ছয়টি ‘পোর্টস অব কল’র সঙ্গে আরও পাঁচটি করে নতুন ‘পোর্টস অব কল’, দু’টি করে এক্সটেন্ডেড ‘পোর্টস অব কল’ এবং আগের আটটি নৌ প্রটোকল রুটের সাথে দাউদকান্দি-সোনামুড়া ও সোনামুড়া-দাউদকান্দি রুট দু’টি সংযোজিত হয়েছে।

হিন্দুস্থান সমাচার : বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দর ব্যবহারের বিষয় ভারতের আগ্রহের বিষয়কে কোন ভাবে দেখছেন?

নৌ-প্রতিমন্ত্রী : ভারত চট্টগ্রাম, পায়রা ও মোংলা সমুদ্র বন্দর আধুনিকায়ন ও ব্যবহারের ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছে। আমরাও এ ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছি। ভারত আমাদের বন্দর ব্যবহার করলে আমরাও অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হব। এছাড়া পায়রা বন্দরের জেটি নির্মানের জন্য ভারত লাইন অব কেডিটের আওতায় অর্থ দিচ্ছে। আমাদেরকেও হলদিয়া এবং মুম্বই বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে আমরা সিঙ্গাপুরে মাদার ভ্যাসেলে মালামাল এনে সেখান থেকে একটু ছোট জাহাজে চট্টগ্রাম বন্দরে আনি। এক্ষেত্রে আমরা ভারতের বন্দরও ব্যবহার করতে পারব। এতে পণ্য পরিবহনে খরচ আরও কমবে।

হিন্দুস্থান সমাচার : ভারত-বাংলাদেশের নদ-নদী ড্রেজিং করে অতিবৃষ্টির কারণে সৃষ্ট বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা কি সম্ভব ?

নৌ-প্রতিমন্ত্রী : বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ভারতের ৫২টি নদ-নদী প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু যে-সব নদ-নদী দিয়ে একসময় স্টিমার চলাচল করতো পলিমাটি পড়ে এখন শুষ্ক মরসুমে ছোট জাহাজও চলাচল সম্ভব হয় না। আমরা বর্তমানে প্রটোকল চুক্তির আওতায় যমুনা ও ব্রক্ষ্মপুত্র এবং কুশিয়ারা নদীর ড্রেজিং কাজ করছি। ড্রেজিংয়ের খরচ ৮০ ভাগ ভারত এবং ২০ ভাগ বাংলাদেশ বহন করছে। এছাড়া ‘আত্রাই’ নদী বাংলাদেশের দিনাজপুর থেকে ভারতের মধ্যে ৪০ কিলোমিটার ঘুরে আবার বাংলাদেশের নওগাঁয়ে এসে মিলিত হয়েছে। আমরা এ নদীটিকেও ড্রেজিংয়ের পরিকল্পনা করছি। শুধু জাহাজ চলাচল নয় উভয় দেশের মধ্যে বহমান নদ-নদী ড্রেজিং করতে পারলে অতিবৃষ্টির কারণে সৃষ্ট বন্যা ও নদী ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা পাবো। এজন্য আপার ও লোয়ার পোর্সন উভয় অংশের ড্রেজিং করতে হবে। এ জন্যই ভারতের সঙ্গে আমাদের শুধু রক্তের নয় আত্মারও সম্পর্ক রয়েছে বলে আমরা মনে করি।

২৪ জুন বারইগ্রামে রাধারমণজিউর তিরোধান উৎসবের দিন খুলবে আশ্রমের কপাট, ২৮ জুন থেকে প্রতি রবিবার খুলবে মন্দিরের দরজা

বারইগ্রাম (অসম), ৮ জুন (হি.স.) : আজ ৮ জুন নয়, আগামী ২৪ জুন প্রভুপাদ শ্রীশ্রী রাধারমণ গোস্বামী জিউর তিরধান উৎসবের দিন খুলবে আশ্রমের মূল কপাট। এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ককিমগঞ্জ জেলার বারইগ্রামে অবস্থিত ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্রীশ্রী রাধারমণ গোস্বামী জিউ আশ্রম পরিচালন সমিতির কর্মকর্তারা।

আশ্রমের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সুনীল পাল এই খবর দিয়ে জানান, কেন্দ্রীষ সরকার ৮ জুন থেকে মন্দির খোলার অনুমতি দিয়েছে এবং রাজ্য সরকার মন্দিরে কুড়ি জনের বেশি প্রবেশ করতে পারবেন না বলে নির্দেশ জারি করেছে। তবে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আশ্রম খুলবে আগামী ২৪ জুন। বেশ কিছু নিয়ম নীতির মাধ্যমে প্রভুপাদের তিরোধান উৎসবের দিন। তিনি জানান, উৎসব উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় কমিটি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এগুলির মধ্যে ২৪ জুন আশ্রমে যেহেতু প্রভুপাদের ৫০ তম আবির্ভাব উৎসব, সুতরাং এদিন ভক্তরা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে, হাত সাবান বা হেন্ড সেনিটাইজার দিয়ে ধোয়ার পর প্রভুর মন্দির দর্শন করে খুব কম সময়ের মধ্যে বেরিয়ে যাবেন। এর জন্য একদিকে প্রবেশ অন্যদিকে বাহির হওয়ার রাস্তা থাকবে। প্রসাদ বা চরণামৃত দেওয়া হবে না। তবে যেহেতু তিন মাস পর আশ্রমে ভক্তরা আসবেন তাই তাঁদের জন্য নকুল বাতাসা সহ একটি শুকনো প্রসাদের প্যাকেট দেওয়া হবে। এছাড়া যাঁরা আশ্রমে গুরুদেবকে দর্শন করতে আসবেন তাঁরা প্রভুর মন্দির ছাড়া আশ্রমের ভিতরে প্রবেশ করতে পারবেন না। তবে আশ্রমের ভিতরে নিয়ম মেনে প্রভুর উৎসব নানা কার্যসূচির মাধ্যমে পালিত হবে। কিন্তু অষ্টপ্রহর হরিনাম কীর্তন বাতিল করে যান্ত্রিক নামকীর্তন বাজানো হবে।

সভাপতি সুনীল পাল বলেন, কোভিড-১৯ করোনা মহামারির আতঙ্ক দেখা দেওয়ার পর লকডাউন শুরু হতেই বারইগ্রামে শ্রীশ্রী গোপাল জিউ, শ্রীশ্রী রাধাবিনোদ জিউ ও শ্রীশ্রী রাধারমণ গোস্বমী জিউ আশ্রম পরিচালন সমিতি আশ্রমে তালা ঝুলিয়ে দেয়। এতদিন তালাবন্ধ আশ্রমের ভিতরে প্রতিটি মন্দিরে নিত্যপূজার সঙ্গে ৪০ জনের বেশি ভক্ত সেবা কাজ চালিয়ে গেছেন। আর্থিক সংকটকে উপেক্ষা করে লকডাউনের সব নিয়ম নীতি মেনে চলা হচ্ছে। বিশেষ করে আশ্রমের বৈষ্ণব বৈষ্ণবী এবং কর্মীদের সুরক্ষার কথা চিন্তা করে আগামী ২৭ জুন পর্যন্ত তালা লাগানো থাকবে। তবে শুধু প্রভুর তিরোধান উৎসব উপলক্ষ্যে ২৪ জুন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত খোলা রাখা হবে মন্দিরের মূল কপাট।

সুনীল পাল আরও জানান, আশ্রম পরিচালন কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আগামী ২৮ জুন থেকে সপ্তাহে একদিন প্রতি রবিবার ছয় ঘণ্টার জন্য আশ্রমে মন্দিরের তালা খুলে দেওয়া হবে। ওইদিন সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত আশ্রমে ভক্তরা প্রবেশ করতে পারবেন। কিন্তু ১০ বছরের নীচে এবং ৬৫ বছরের ওপর কেউ প্রবেশ করতে পারবেন না। সভাপতি বলেন, আশ্রমে বিয়ে, অন্নপ্রাশন সহ অন্যান্য অনুষ্ঠানে সীমিত সংখ্যায় লোক নিয়ে আসতে হবে সরকারি নিয়মনীতি মেনে।

দক্ষিণ শালমারা এবং সীমান্তবর্তী মেঘালয়ের গারোপাহাড় জেলা প্লাবিত, নষ্ট হয়েছে জমির ফসল

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ৮ জুন (হি.স.) : আমফান থেকে শুরু, তার পরও বেশ কিছুদিন ধরে লাগাতার বৃষ্টিপাতের ফলে নিম্ন অসমের দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলা প্লাবিত হয়ে গেছে বন্যার জনে। পার্শবর্তী রাজ্য মেঘালয়ের গারোপাহাড় থেকে জলের স্রোত নেমে এসে মানকাচরের অর্ধশতাধিক গ্রামের চাষের জমি নষ্ট হয়েছে। পাশাপাশি অসমের সীমান্তবর্তী মেঘালয়ের শতাধিক গ্রামেরও চাষের জমি জল থই থই। ফলে এলাকার কৃষকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে।

উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই মেঘালয়ের গারোপাহাড় থেকে নেমে আসা জলে কালাপানি নদীর জলের স্তর আরও বেড়ে গেছে। ফলে মানকাচরের কালাপানি এবং ফেকামারি জেলা পরিষদ এলাকার অর্ধ শতাধিক চাষের জমি জলে প্লাবিত হয়েছে। কৃষকদের বুক অবধি জলে নেমে ধান কাটতে হচ্ছে। একইভাবে অসমের সীমান্তবর্তী মেঘালয়ের পশ্চিম গারোপাহাড় জেলার রাজাবালা, শেলশেলা নামাবিলা, শিলকাটা কাইশাবাড়ি, ভাইটবাড়ি সমেত প্রায় শতাধিক গ্রামের চাষের জমির ফসল জলে নষ্ট হয়ে গেছে। বিশেষ করে পাট এবং ধানের বিস্তর ক্ষতি হয়েছে। গত প্রায় ১০ থেকে ১২ দিন ধরে খেতের ফসলে জল জমে যাওয়ায় বহুমূল্যের ধান ও পাট পঁচে দুর্গন্ধ বেরোতে শুরু করেছে।

ফলে অসমের পাশাপাশি মেঘালয়ের কৃষকরাও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফসলগুলো কেটে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। এঁদের মধ্যে একাংশ কৃষক ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ফসল ফলিয়েছিলেন। এবার জলে ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে ব্যাঙ্কের ঋণ কীভাবে শোধ করবেন তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন তাঁরা। কৃষকরা রাজ্য সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্যের দাবি করেছেন।

দিনহাটায় করোনা আক্রান্ত আরও ৫

কোচবিহার, ৮ জুন (হি. স.) : কোচবিহার জেলায় সোমবার আরও ৫ জনের শরীরে ধরা পড়ল করোনা সংক্রমণ। এই নিয়ে জেলাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, আক্রান্তরা প্রত্যেকেই দিনহাটার বাসিন্দা। এই বিষয়ে জেলাশাসক পবন কাদিয়ান জানিয়েছেন, ‘এদিন ৫ জনের করোনা পজিটিভ রিপোর্ট জেলায় এসে পৌঁছেছে। প্রত্যেকেই জেলার বাইরে থেকে ফিরেছেন। কারও রোগের উপসর্গ ছিল না।’

প্রসঙ্গত, কোচবিহার জেলায় সংক্রামিতের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। রবিবার মোট ৫৪ জনের শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়েছিল। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই ফের পাঁচজনের করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত কোচবিহার জেলায় মোট সংক্রামিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২০৪ জন। তার মধ্যে দু’জন বাংলাদেশি নাগরিক। দিনহাটা মহকুমার ১৩০ জন রয়েছেন। জেলার

ছয়ের পাতায়

গড়বেতায় স্ত্রীকে খুন করে আত্মঘাতী স্বামী

গড়বেতা, ৮ জুন (হি. স.) : স্বামী-স্ত্রীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানার বিহারীশোল গ্রামে। দুইয়ের মাঝে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েছিল তাঁদের কন্যাসন্তানও। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটে। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান স্ত্রীকে খুন করেই আত্মঘাতী হয়েছে স্বামী। সেই সঙ্গে মেয়েকেও খুন করার চেষ্টা করেন তিনি। যদিও মেয়েটি এখনও জীবিত। চলছে তাঁর চিকিৎসা।

জানা গিয়েছে, মালতি হেমব্রম(২৪) ও তার স্বামী কাঞ্চন হেমব্রম(২৮) আদতে শালবনীর বাসিন্দা। জামাই ষষ্ঠীতে তাঁরা এসেছিলেন বিহারীশোল গ্রামে। সঙ্গে ছিল তাঁদের ৩ বছরের মেয়েও। সোমবার ভোররাতে মালতির চিৎকার শুনে ঘুম ভাঙে তাঁর বাপের বাড়ির সদস্যদের। তবে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকার কারণে দীর্ঘক্ষণ চেষ্টা করে ছাদের কার্নিশ টপকে ঘরের ভেতরে ঢোকেন তাঁরা। সেখানেই স্বামী-স্ত্রীকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। মায়ের কোলেই ছুরির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত শিশুটি কাতরাচ্ছিল। গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে শিশুকন্যাকে নিয়ে যাওয়া হয় দ্বাড়িগেড়িয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। পরে তার অবস্থার অবনতি হলে তাকে স্থানান্তরিত করা হয় মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে চন্দ্রকোনা রোড বিট হাউসের পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ছুরি জাতীয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে প্রথমে মালতিকে খুন করার পর কোলের শিশুকেও ছুরি মারে কাঞ্চন। এরপরই আত্মঘাতী হয় সে নিজে। দেহ দুটি ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য।

জনসংবাদের জন্য রাজনীতি করে বিজেপি, দাবি অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ৮ জুন (হি. স.): শুধু ক্ষমতায় আসার জন্য নয়।জনসংবাদের জন্য রাজনীতি করে চলেছে বিজেপি বলে সোমবার দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। জনগণের সমস্যা জানার চেষ্টা করে চলেছে বিজেপি। জনস্বার্থে জড়িত ইস্যুগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে তা সমাধানে সচেষ্ট দল। সামাজিক দূরত্বের মধ্যেও জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়নি বিজেপির বলে দাবি করেছেন তিনি। সোমবার ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে ওডিশা জনসংবাদ ভার্চুয়াল র‍্যালিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, ’আমি ওডিশার ভূমি এবং পুরীর জগন্নাথ দেবকে শ্রদ্ধা জানাই। পরম্পরাগতভাবে আত্মস্বাধীনতাকে সর্বদা ওডিশাবাসী গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। জনসংবাদ করার যে পথ বিজেপি সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা দেখিয়েছেন তা বিশ্ব রাজনীতির পক্ষে শিক্ষণীয়। এমন পরিস্থিতিতে দেশের গণতন্ত্রকে জোরদার করে চলেছে বিজেপি।’

লকডাউন পরিস্থিতিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রসঙ্গ টেনে এনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, লকডাউন পরিস্থিতিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি পাঠানোর সম্ভব ছিল না। সেই সময় এই সকল শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল বিজেপির কার্যকর্তা। তাদের বাসস্থান এবং খাদ্য দিয়ে সহায়তা করা হয়েছিল। বিজেপি কার্যকর্তারা ১১ কোটি মানুষের হাতে খাবার তুলে দিয়েছিল। ওডিশাবাসীর প্রতি নিজের কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করে অমিত শাহ জানিয়েছেন, ওডিশাবাসীর আশীর্বাদ বিজেপির পক্ষে রয়েছে। ৯১ লাখের বেশি মা, বোন, ভাইদের আশীর্বাদ মোদী সরকারের পাশে রয়েছে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দেগে অমিত শাহ জানিয়েছেন, দারিদ্রতা হঠানোর শুধুমাত্র স্লোগান দিয়ে গেছে কংগ্রেস।পরিবারতন্ত্র, তোষণের রাজনীতি করে গিয়েছে কংগ্রেস।প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা থেকে উপকৃত হয়েছেন ৯১ কোটি মানুষ।

গড়াল না জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি বাসের চাকা

জলপাইগুড়ি, ৮ জুন (হি. স.) : আনলকের দিনেও চাকা গড়াল না এই রাজ্যের উত্তরবঙ্গের অন্যতম লোকাল বাস লাইনের জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির মধ্যেকার বাসের চাকা। বকেয়া মাইনে, পিপিই সহ অন্যান্য ব্যাক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রীর দাবী তুলে এদিন কাজই বন্ধ করে দিল জলপাইগুড়ি - শিলিগুড়ি রুটের বাস কর্মীরা। এই রুটের ২২টি বাসের চাকাই গড়ালো না এদিন।

সোমবার সকাল থেকেই দেশজুড়ে শুরু হয়েছে আনলক পর্ব। যদিও সরকারি ভাবে এখনও খাতায়কলমে চলেছে লকডাউন ৫। তবে এদিন থেকেই দেশজুড়ে দেওয়া হচ্ছে বেশ কিছু ছাড়। মূলত অর্থনীতির চাকা গড়াবার জন্যই এই সব ছাড় দিয়ে এদিন থেকে সব মল, রেস্তোরাঁ, সরকারি-বেসরকারি অফিস খুলে দেওয়া হয়েছে।

করোনা আতঙ্ককে দুরে সরিয়ে রেখে গোটা রাজ্যের সঙ্গেই স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি শহর। এদিন সরকারী বাসের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি জেলার সমস্ত রুটেই চলেছে প্রাইভেট বাস। কিন্তু বকেয়া মাইনে ও অন্যান্য দাবী জানিয়ে বাস চালায়নি জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি রুটের বাস কর্মীরা। ওই বাসকর্মীদের বক্তব্য, ‘জলপাইগুড়িতে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা রোগীর সংখ্যা। আমরা বাস চালাবো কিন্তু আমাদের সুরক্ষা সামগ্রী কোথায়। আড়াই মাসের বেশি সময় ধরে চলেছে লকডাউন। লকডাউন চলাকালীন আমরা মাত্র ৫০০/- মালিকদের কাছ থেকে পেয়েছি। তা দিয়ে চাল কিনব না পিপিই কিনব? তাই আমাদের দাবি লকডাউনের বকেয়া মাইনে আমাদের দিতে হবে। পাশাপাশি আমাদের করোনা মোকাবিলা করে বাস চালাবার জন্য ব্যাক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী দিতে হবে। তবেই আমরা বাস চালাবো।

প্রথম ভারতীয় হিসাবে রিচার্ড ডকিন্স পুরস্কার পাচ্ছেন গীতিকার জাভেদ আখতার

মুম্বাই, ৮ জুন (হি. স.) : প্রথম ভারতীয় হিসাবে রিচার্ড ডকিন্স পুরস্কার পাচ্ছেন প্রবীণ লেখক ও গীতিকার জাভেদ আখতারের মুকুটে নতুন পালক।। তাঁর চিন্তাধারা, ধর্মীয় মতাদর্শ, মানবিক অগ্রগতি এবং মূল্যবোধের জন্য তাঁকে এই সম্মানে ভূষিত করা হবে।

গীতিকার জানিয়েছেন, যেদিন তিনি রিচার্ড ডকিন্সের বই ‘দ্য সেলফিশ জিন’ পড়েছেন, তবে থেকে তিনি এই লেখক ও জীব বিবর্তনের বিজ্ঞানীর ভক্ত। তাই তাঁর নামাঙ্কিত পুরস্কার পেয়ে তিনি গর্বিত। তার উপর প্রথম ভারতীয় হিসেবে এই পুরস্কারের অধিকারী হওয়াটাও তাঁর কাছে কম গর্বের নয়। তিনি আরও বলেছেন, রিচার্ড ডকিন্সের থেকে তিনি ই-মেল পান। সেখানে জানানো হয় রিচার্ড ডকিন্স ফাউন্ডেশনের তরফে তাঁকে এ বছর পুরস্কার দেওয়ার জন্য মনোনীত করা হয়েছে। প্রতি বছর, এই পুরষ্কার বিজ্ঞান, স্কলারশিপ, শিক্ষা বা বিনোদন জগতের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেওয়া হয়। যিনি প্রকাশ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং যৌক্তিকতার মূল্যবোধকে সমর্থন করেন, পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক সত্যকেও স্বীকার করেন, তেমন ব্যক্তিদের মধ্যে থেকেই পুরস্কার প্রাপকের নাম বেছে নেয় রিচার্ড ডকিন্স ফাউন্ডেশন। এ বছর তারা জাভেদ আখতারকে বেছে নিয়েছে। গত বছর এই পুরস্কার পেয়েছিলেন ব্রিটিশ অভিনেতা ও কমেডিয়ান রিকি গ্রেভিস।

চলতি বছরে জম্মু-কাশ্মীরে ৮৮ জন সন্ত্রাসবাদীকে খতম করেছে নিরাপত্তাবাহিনী

শ্রীনগর, ৮ জুন (হি.স.) : জম্মু-কাশ্মীরের জঙ্গি দমন অব্যাহত। চলতি বছরে ৮৮ জন সন্ত্রাসবাদীকে খতম করেছে নিরাপত্তাবাহিনী। সোমবার এই কথা জানালেন জম্মু-কাশ্মীরের পুলিশের ডিজিপি দিলবাগ সিং। পাশাপাশি ২৪০জন হিজবুলের কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে কাজ করত।

জঙ্গি দমনে গত ২৪ ঘটনায় অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় হিজবুলের নয় জন সন্ত্রাসবাদীও মারা গিয়েছে বলে সোমবার জানালেন জম্মু-কাশ্মীরের পুলিশের ডিজিপি দিলবাগ সিং। চলতি বছর সব মিলিয়ে ৮৮ জন সন্ত্রাসবাদীকে খতম করেছে নিরাপত্তাবাহিনী। তিনি বলেন, গত দুই মাসেই নয়টি অপারেশনে ২২ জন সন্ত্রাসবাদীর মৃত্যু হয়েছে ।

তিনি বলেন যে এরা কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের দক্ষিণভাগে দীর্ঘদিন ধরে মানুষের ওপর অত্যাচার করে এসেছে। এদের মৃত্যুতে মানুষ কিছুটা স্বস্তি পাবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। হিজবুলের ছয়জন কম্যান্ডারকেও নিরাপত্তা বাহিনী হত্যা করছে। শুধু দক্ষিণ কাশ্মীরেই ১৮জন সন্ত্রাসবাদী মারা গিয়েছে বলে জানান ডিজিপি। গত ২৪ ঘণ্টায় হিজবুলের মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে নয়জন সন্ত্রাসবাদীর মৃত্যুর সঙ্গে, জানান পুলিশের বড়কর্তা। ২৪০জন হিজবুলের কর্মী যারা সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে কাজ করত, তাদেরও গ্রেফতার করা গয়েছে।

তিনি বলেন পাক সেনা এখনও জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাসে মদত দিয়ে চলেছে।

কীভাবে পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি লংঘন করে সন্ত্রাসবাদী বর্ডারের এপারে পাঠাচ্ছে, সেই তথ্যও তুলে ধরেন তিনি। বর্তমানে জম্মু-কাশ্মীরে ২৩০ জন জঙ্গি উপস্থিত, পুলিশের হিসাব অনুযায়ী। তবে সীমান্তের ওপারে প্রায় ১৫০ জঙ্গি ভারতে ঢুকে নাশকতা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

মাস্ক পরেই হবে সেনা অ্যাকাডেমির পাসিং আউট প্যারেডে

নয়াদিল্লি, ৮ জুন (হি.স.) : এই প্রথম ফেসমাস্ক পরে ভারতীয় সেনা অ্যাকাডেমির পাসিং আউট প্যারেড-এ অংশগ্রহণ করতে চলেছে জেন্টলম্যান ক্যাডেটস বাহিনী। করোনা অতিমারির কারনে আগামী ১৩ জুনের ওই অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য নিরাপত্তার কারণেই এবার এই নিয়ম চালু হল বলে সোমবার জানিয়েছেন আইএমএ কর্তারা।

আইএমএ-র জনসংযোগ আদিকারিক লেফটেন্যান্ট কর্নেল অমিত ডাগর জানিয়েছেন, ‘কভিড ১৯ অতিমারির কারণে এবারের পাসিং আউট প্যারেডে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য বিভাগের নির্দেশিকা অনুসারে বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছে আইএমএ। এর মধ্যে প্যারেডে অংশগ্রহণকারী জেন্টলম্যান ক্যাডেটদের ফেসমাস্ক ব্যবহার আবশ্যিক করা হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রচলিত রীতি ছেড়ে আগের চেয়ে নিজেদের মধ্যে শর্তাবলী মেনে বেশি ব্যবধান তাঁরা বজায় রাখবেন।’ তবে সমগ্র অনুষ্ঠান সংবাদমাধ্যমে যেন সম্প্রচার করা হয়, এই অনুরোধও জানিয়েছেন আইএমএ আধিকারিক।

আগামী ১৩ জুন আইএমএ আয়োজিত পাসিং আউট প্যারেড-এ মোট ৪২৩ জন উত্তীর্ণ জেন্টলম্যান ক্যাডেট অংশগ্রহণ করবেন। এঁদের মধ্যে ৩৩৩ জন ভারতীয় এবং ৯০ জন বিদেশি ক্যাডেট।

প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই অ্যাকাডেমির তরফে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, জেন্টলম্যান ক্যাডেট ও সেনা অ্যাকাডেমি কর্মীদের নিরাপত্তার স্বার্থে চলতি বছরের পাসিং আউট প্যারেড-এ অভিভাবক ও প্রিয়জনদের উপস্থিতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ছাত্রবৃত্তির টাকা আত্মসাতের অভিযোগে হাইলাকান্দিতে এফআইআর

হাইলাকান্দি (অসম), ৮ জুন (হি.স.) : হাইলাকান্দিতে সংখ্যালঘু ছাত্রবৃত্তির প্রায় ২০ কোটি টাকার কেলেঙ্কারির মামলা থানা পর্যন্ত গড়াল। এ ব্যাপারে সোমবার কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি এবং ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতির পক্ষ থেকে হাইলাকান্দি সদর থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এফআইআর করেছেন কৃষক মুক্তির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জহির উদ্দিন লস্কর। তাঁর এফআইআর-এ অভিযুক্ত করা হয়েছে স্কুল পরিদর্শক রাজীব কুমার ঝা, রাজেশ পাল সহ বিভিন্ন ব্যাংকের সিএসপি, বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি এবং ভেঞ্চার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকগণ।

এদিন কৃষক মুক্তির হাইলাকান্দি জেলা সভাপতি শরিফ উদ্দিন মাঝারভুইয়াঁ, ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতির কেন্দ্রীয় সহকারী সম্পাদক ফরিদ উদ্দিন লস্কর, খাইরুল ইসলাম প্রমুখদের সঙ্গে নিয়ে এফআইআর দায়ের করে কৃষক মুক্তির নেতা জহির উদ্দিন লস্কর জানান, সংখ্যালঘু ছাত্রবৃত্তির খাতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বরাদ্দ প্রায় ২০ কোটি টাকার কেলেঙ্কারি সংগঠিত হলেও এ নিয়ে হাইলাকান্দি প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। প্রাশাসনের এই নির্লিপ্ততাকে শ্রমিক নেতারা দুর্ভাগ্যজনক বলে আখ্যা দিয়েছেন। প্রশাসনের এহেন ভূমিকার জন্য তাঁরা বাধ্য হয়ে মামলা দায়ের করেছেন বলে জানান।

এফআইআর দায়ের করে কৃষক নেতা জহির উদ্দিন, শরিফ উদ্দিন, ছাত্রনেতা ফরিদ উদ্দিন-রা জানান, উপযুক্ত তদন্ত করে কেলেঙ্কারিতে জড়িত প্রত্যেককে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে। তা না হলে তাঁরা আন্দোলনমুখী হতে বাধ্য হবেন বলেও জানিয়ে দিয়েছেন।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ঘনিষ্ঠ দৃশ্য নেই, শুটিংয়ে স্বস্তি

ঘনিষ্ঠ হওয়ার কোনো দৃশ্য নেই নাটকে, সেটাই এক বিরাট স্বস্তির ব্যাপার। তাই এই করোনাকালের শুটিংয়ে কোনো অসুবিধা হয়নি মৌসুমী হামিদের। প্রায় আড়াই মাস পর ঘর থেকে বেরিয়ে নিরাপদেই কাটছে তাঁর শুটিংয়ের দিন।

করোনা মহামারির কারণে চিত্রনাট্যে পরিবর্তন আনা হয়েছে। বাদ দেওয়া হয়েছে রোম্যান্টিক দৃশ্য। নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে ক্যামেরার সামনে সংলাপ বলে যাচ্ছেন অভিনয়শিল্পীরা। অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করতে গিয়ে মৌসুমী জানান, 'সময়ের গল্প' নাটকে পাশাপাশি দাঁড়ানোর মতো কোনো দৃশ্য বা ঘনিষ্ঠ হওয়ার দৃশ্য নেই। নাটকটি দেখানো হয় আরটিভিতে। তার ধারাবাহিকতার পর্বগুলোর জন্য উত্তরার আপনঘর শুটিংবাড়িতে পুনরায় শুরু হয়েছে দৃশ্য ধারণ।

শুটিং স্পট থেকে মৌসুমী হামিদ বলেন, 'নাটকটা অত বেশি প্রেম-পিরীতির না। আমাদের গল্পের বেশির ভাগ অংশজুড়েই থাকে ক্রাইম। যে কারণে খুব কাছাকাছি বসে থাকার দৃশ্য নেই। নির্দিষ্ট একটা দূরত্ব মেনটেইন করেই শুটিং করছি।' সচেতনতার

ফিরিস্তি জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমাদের সেট বানিয়েছেন তপু খান। তিনি ইউনিটের সবাইকে পিপিই দিয়েছেন। সবাইকে মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার দেওয়া হয়েছে। শুটিং শুরু করার আগে পুরা হাউস ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ধোয়া হয়েছে। শুটিংয়ের আগেই গাড়িসহ আমাদের সব শিল্পীকে জীবাণুনাশক স্প্রে করা হয়েছে। তাপমাত্রা মাপা হয়েছে।

করোনা নেই নিশ্চিত হয়েই সবাইকে শুটিং সেটে ঢুকতে দেওয়া হয়েছে।'

পুবাইলের আরেকটি শুটিং সেট থেকে অভিনেতা মাজনুন মিজান বলেন, 'তিন মাস ঘরে থাকার পর কাজ শুরু করেছি। এই অবস্থায় একটু ঝুঁকি নিয়েই কাজ করতে হচ্ছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিজেকে সব সময় নিরাপদ রেখেই শুটিং করছি। আমাদের নাটকের গল্পে ক্লোজার বা ইন্টিমেট কোনো দৃশ্য নেই। করোনার সময়টা মাথায় নিয়ে সেভাবেই গল্প লিখেছেন চিত্রনাট্যকার।'

তবে নিজেদের শুটিংয়ের কোনো তথ্য যথাযথভাবে ভাগাভাগি করতে রাজি হচ্ছিলেন না কেউই। আন্তসংগঠনের নির্দেশনা অনুসারে পয়লা জুন থেকে শুটিংয়ে কোনো বাধা থাকার কথা নয়। তবু শুটিং স্পটের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করতে চান না কেন? জানতে চাইলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক অভিনেতা বলেন, 'বাইরে থেকে চকচকে মনে হয়, কিন্তু অনেক তারকা, নির্মাতা, প্রযোজক আছেন, জীবন ধারণ করতে হলে কাজে তাদের নামতেই হবে। যার বাড়ি, গাড়ি আছে, সে সারা বছর শুটিং না করলেও কোনো ক্রাইসিসে পড়বে না। কিন্তু অনেকেরই বেঁচে থাকার জন্য কাজ করতে হচ্ছে, আবার সামাজিক সম্মানের কথা ভেবে নামও প্রকাশ করতে চায় না। তখন সচেতনতার প্রশ্নে সবাই তাঁকে দোষারোপ করবে। বেঁচে থাকার জন্য কোনটা আগে?'

এই মুহূর্তে সবাই ঘরে শুটিং করলেও, অভিনেতা রাশেদ মামুন অপুকে দেখা যায় বাইরে, ক্যামেরার সামনে। এই অভিনেতা বলেন, 'আমরা যথেষ্ট নিরাপত্তা নিয়ে "তোলপাড়" নামের একটি ধারাবাহিকের শুটিং করছি। অল্প কিছু কাজে হাউসের নিচে গেলেও সবাই সতর্ক ছিলাম। আমাদের সবার জন্য হাউসের ডাইনিং টেবিলে লেবু, আদা, গরম পানি ও চায়ের ব্যবস্থা ছিল।' এ নাটকে আরও অভিনয় করেন ডা. এজাজ, মিলন ভট্ট, নুসরাত জাহান প্রমুখ। নিরাপত্তার সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল বলে নিশ্চিত করেন নির্মাতা মুসাফির রনি।

মারা গেছেন দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় অভিনেতা চিরঞ্জীবী

মারা গেছেন ভারতের কন্নড় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় অভিনেতা চিরঞ্জীবী সারজা। 'চিরু', 'সিঙ্গরা', 'আম্মা আই লাভ ইউ', 'আটাগারা'-র মতো অসংখ্য ছবিতে কাজ করেছেন তিনি। গতকাল রোববার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন এই অভিনেতা। তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৯ বছর।জানা গেছে, শনিবার শ্বাসকষ্ট এবং বুকে ব্যথা নিয়ে বেঙ্গালুরুর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। চিকিৎসকেরা তাঁকে বাঁচানোর বহু চেষ্টা করেছিলেন বলে জানা গেছে। কিন্তু তা কাজে এল না শেষ পর্যন্ত। রোববার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে পৃথিবীর বাতাসে শেষবারের মতো নিশ্বাস ছাড়েন দুপুরে। চলে যান না ফেরার দেশে।

ভারত সরকারের নির্দেশমতো কোভিড—১৯ পরীক্ষার জন্য নমুনা নেওয়া হয়েছে। তবে করোনাভাইরাসের আক্রমণ শরীরে হয়েছিল কি না, তা এখনো জানা যায়নি। কন্নড় অভিনেতা অর্জুন সারজার নিকট আত্মীয় ছিলেন চিরঞ্জীবী। প্রবীণ অভিনেতা শক্তি প্রসাদের নাতি ছিলেন তিনি।

বেঙ্গালুরুর বল্ডউইন স্কুলে পড়াশোনা করেছিলেন চিরঞ্জীবী। পরে বিজয়া কলেজে পড়াশোনা করেন। অর্জুন সারজার সঙ্গে সহকারী পরিচালক হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেন কন্নড় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে। প্রায় ৪ বছর পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন তিনি। ২০০৯ সালে 'বায়ুপুত্র' ছবি দিয়ে অভিনয়ের ক্যারিয়ার শুরু করেন তিনি।

এরপর একাধিক ছবিতে কাজ করেছেন তিনি। বড় বাজেটের ছবি 'রাজা মারঠান্ডা'-র কাজ বাকি থাকতেই চলে গেলেন তিনি। তিনটি ছবি মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। কন্নড় ইন্ডাস্ট্রিতে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন এই অভিনেতা। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন সহকর্মীরা।অল্লু শিরিশসহ বহু অভিনেতা তাঁর অকালমৃত্যুতে টুইটারে শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি লেখেন, 'হঠাৎ চিরঞ্জীবী সরজার চলে যাওয়াটা মেনে নিতে পারছি না। তাঁর পরিবারের প্রতি আমি সমব্যথী।' সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার অনিল কুম্বলেও টুইটারে লিখেছেন, 'চিরঞ্জীবী সরজার অকালপ্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত। আশা করি তাঁর পরিবার এই পরিস্থিতি থেকে সামলে উঠবে।'কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েরিউরাপ্পাও তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন।

গ্লিসারিন ছাড়াই কেঁদেছেন সুস্মিতা

সেই ১৯৯৬ সালে দস্তক সিনেমা দিয়ে শুরু হলো সুস্মিতা সেনের যাত্রা, তারপর সেই পথচলায় ছেদ পড়ল ২০১০ সালে, দুলহা মিল গ্যায়া সিনেমার মাধ্যমে। দীর্ঘদিন পর আবার তিনি ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছেন, আরিয়া হয়ে। হ্যাঁ, ডিজনি হটস্টারের এই ফ্যামিলি ক্রাইম ড্রামা ধাঁচের ওয়েব সিরিজের নামও আরিয়া।

দীর্ঘদিন পর সুস্মিতা সেনকে আরও একবার পর্দায় দেখতে হলে ১৯ জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সেদিনই মুক্তি পাবে এই সিরিজ। এই সিরিজ দিয়েই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পা রাখবেন ৪৪ বছর বয়সী সুস্মিতা।

ডেকান ক্রনিকল—এ প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে, সাবেক বিশ্বসুন্দরী এই অভিনয়শিল্পী বলেন, "আরিয়া এমন একটি চরিত্র, যেটা একজন অভিনয়শিল্পীর বছরের পর বছর ধরে জমিয়ে রাখা ক্ষুধা মেটায়। এই চরিত্র যদি পরিচালক আমার কাছে নিয়ে না আসত, আমি নিজে গিয়ে পরিচালকের কাছে এই চরিত্রটি ভিক্ষা চাইতাম। চিত্রনাট্য পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি "আরিয়া"র প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। আর মনে—প্রাণে আরিয়া হতে চাইছিলাম।

আমি আমার ২৪ বছরের ক্যারিয়ারে এই ধরনের চরিত্র করিনি। আমার মনে হয়েছে, এ রকম একটা চরিত্রের জন্যই ১০ বছর অপেক্ষা করেছি। সেটে গ্লিসারিন ছাড়া কেঁদেছি। আরিয়ার দুঃখ অনুভব করে আমার চোখ দিয়ে পানি পড়েছে। আরিয়া একজন মা। যেকোনো মূল্যে সে তাঁর সন্তানদের বাঁচাতে চায়। আরিয়া আর আমি কোথায় যেন মিলে গেছি।"

ভয় কেটে গেছে কঙ্গনার

নায়িকা, প্রযোজক, কবিতিনি তো সবই। তিনি বলিউডের 'কুইন' কঙ্গনা রনৌত। চাঁছাছোলা কথা বলার জন্য বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে তাঁর বন্ধুর চেয়ে শত্রুর সংখ্যা বেশি। তবে শত্রুরাও একবাক্যে স্বীকার করবেন যে এই নারী অভিনেত্রী হিসেবে প্রথম শ্রেণির আর মেরুদণ্ডে তাঁর ঢের জোর আছে। 'মনিকর্ণিকা: দ্য কুইন অব ঝাঁসি' ছবির পর আবারও পরিচালনায় নামবেন তিনটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ও চারটি ফিল্মফেয়ার জয়ী এই অভিনয়শিল্পী। ৩৩ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী অভিনয়ের পাশাপাশি প্রযোজনা ও লেখালেখিতেও মন দেন। আর 'মনিকর্ণিকা'র মাধ্যমে পরিচালক হিসেবে হাজির হন। আবারও তিনি নিজের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে চলচ্চিত্র পরিচালনা করবেন। ঐতিহাসিক ড্রামা ধাঁচের এই সিনেমার নাম 'অপরাজিতা অযোধ্যা'।

কয়েক মাস আগেও কঙ্গনা রনৌত এই ছবি পরিচালনার জন্য হন্যে হয়ে প্রযোজক খুঁজছিলেন। জানিয়েছিলেন, তিনিই মূল চরিত্রে অভিনয় করবেন। প্রযোজনাও তিনিই করবেন। এখন জানা গেল, কেবল প্রযোজনা আর অভিনয় নয়, ছবিটি পরিচালনার দায়িত্বও নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। অযোধ্যার মন্দিরকে ঘিরে গড়ে ওঠা ছবির কাহিনি লিখেছেন কেভি বিজেন্দ্র প্রসাদ।

ভারতীয় গণমাধ্যম ই টাইমস—এ প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে একটা দৈনিককে কঙ্গনা জানান, তিনি তাঁর এই নতুন কাজে পুরোদমে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য খুবই উচ্ছ্বসিত। আর তর সইছে না। আর পরিচালনার বিষয়ে ভয় কেটে গেছে তাঁর। এবার তিনি পরিচালক হিসেবে আরও আত্মবিশ্বাসী বলেও যোগ করেন কঙ্গনা। লকডাউনে পরিবারের সঙ্গে হিমাচলে কাটছে কঙ্গনার দিন, কঙ্গনার রাত। সময়টা কাজে লাগিয়েছেন কঙ্গনা। কবিতা লিখেছেন, ভিডিও বানিয়েছেন, লেখালেখি করেছেন, পুরোনো ফটোশুটের ছবি পোস্ট করছেন, ব্যায়াম করছেন আর তাঁর নতুন প্রজেক্টকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। মোট কথা, বসে নেই কঙ্গনা। সর্বশেষ তিনি দেখা দিয়েছেন 'পাঙ্গা' ছবিতে। আর বরাবরের মতোই প্রশংসা কুড়িয়েছেন সমালোচকদের।

গায়ের রং বা পোশাক দিয়ে "মানুষকে বিচার করবেন না"

যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের ২৬ জানুয়ারি ছিল বিশ্বসংগীতের সবচেয়ে বড় রাত, ৬২তম গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডের রাত। মনোনয়নপ্রাপ্তদের ভেতর যিনি বয়সে সবচেয়ে ছোট, বারবার তিনিই হাসলেন শেষ হাসি। বিজয়ীর মঞ্চে একের পর এক, বারবার উচ্চারিত হলো সদ্য কৈশোর পেরোনো ১৮ বছর বয়সী বিলি আইলিশের নাম। সেরা চার ক্যাটাগরি, অর্থাৎ সেরা নতুন শিল্পী, সেরা গান, সেরা রেকর্ড আর সেরা অ্যালবামসবখানে তাঁর জয়জয়কার। এবার এই পপতারকা মুখ খুললেন বর্ণবৈষম্য ও মানুষকে তাঁর পোশাক দিয়ে বিচার করা নিয়ে।মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ র‍্যাপার টেইলর, দ্য ক্রিয়েটর বেস্ট র‍্যাপ অ্যালবামের গ্র্যামি হাতে তুলে বলেছিলেন, "যখন কেউ আমার গায়ের রং দেখে বলেন, আরে ও তো "র‍্যাপ" বা "আর্বান" মিউজিক করে, তখন সেটা আমার ভালো লাগে না। একজন কালো মানুষ মিউজিক করছেন, মানেই সেটা র‍্যাপ? আমার "আর্বান" শব্দটাও ভালো লাগে না। কবে আমরা মানুষকে গায়ের রং দিয়ে বিচার করা বন্ধ করব?" এই প্রশ্ন রেখে স্টেজ থেকে নেমেছিলেন টেইলর।

জর্জ ফ্লয়েড হত্যার প্রতিবাদে যখন দশম দিনের মতো আন্দোলন চলছে, তখন "ডোন্ট স্মাইল অ্যাট মি"খ্যাত বিলি আইলিশ টেইলারের সেই বক্তব্যের সমর্থন জানিয়ে নতুন করে বিবৃতি দিলেন। বললেন, "সেদিন গ্র্যামি হাতে মঞ্চে উঠে টেইলর যা বলেছিলেন, আমি তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। মানুষ যে কেন মানুষকে ক্যাটাগরিতে ফেলতে ভালোবাসে! একজন শিল্পী, কেবল শিল্পী নয়, একজন মানুষ কেমন, তা ওই মানুষের গায়ের রং বা পোশাক দিয়ে বিচার করা যায় না। লিজ্জো আর অ্যান্ড বি ক্যাটাগরিতে সেরা হলো। ও কিন্তু আমার চেয়ে বেশি পপ। আমার সাদা চামড়া আর আমি তরুণ, তাই আমি পপ গাইব, এমন কোনো কথা নেই। আমার গানের কোনো অংশ শুনে মনে হয়, পপ? বলুন, আমার পোশাক—আশাক দেখে মনে হয় পপ! হাস্যকর। আপনারা মানুষকে নানাবিধ বিচার—বিশ্লেষণ শেষে ছোট ছোট বক্সে ঢুকিয়ে ফেলা বন্ধ করুন। মানুষ কেবলই মানুষ। আর সেটাই

আন্দোলনে নিক ও প্রিয়াঙ্কার সমর্থন

পুলিশের নির্যাতনের শিকার হয়ে আফ্রিকান—আমেরিকান জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যু হয় ২৫ মে। এ ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যে করোনার লকডাউন অমান্য করে রাস্তায় রাস্তায় চলছে বিক্ষোভ, আন্দোলন। সেই আন্দোলন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ভেতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে। সেই আন্দোলনের সঙ্গে এবার একাত্মতা প্রকাশ করলেন বলিউড অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও মার্কিন সংগীতশিল্পী নিক জোনাস দম্পতি টুইটারে দুঃখিত, ক্ষুব্ধ নিক জোনাস তাঁদের দুজনের পক্ষ থেকে লিখেছেন, "প্রি (প্রিয়াঙ্কা চোপড়া) আর আমার হৃদয় ভেঙে গেছে। এই ঘটনা এই দেশ আর বিশ্বের মানুষের প্রকট বৈষম্য আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। বর্ণবৈষম্য আমাদের সিস্টেমের পরতে পরতে। এখন চুপ করে থাকা অপরাধ। এখন "আমি বর্ণবাদী নই" বলে নিজের দায়িত্বের গোড়ায় দাঁড়ি টানা অন্যায়। এটুকু বলে থেমে যাওয়ার দিন শেষ। যে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ চলছে, আমরা তার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করছি।"২৭ বছর বয়সী এই মার্কিন সংগীতশিল্পী আরও লেখেন, অনেক দেরি হয়ে গেছে। প্রতিবাদের সময় এখনই। এখন শুধু "বর্ণবাদী নই" বলে ক্ষান্ত থাকলে হবে না। বর্ণবাদী যে নই সেই প্রমাণ দিতে হবে। যতভাবে সম্ভব কৃষ্ণাঙ্গদের সব যৌক্তিক দাবির সঙ্গে থাকতে হবে। সবার সমান অধিকার ও সুযোগের জন্য লড়তে হবে। এই দম্পতি আরও জানান, তাঁরা সর্বোতভাবে এই আন্দোলনকে সমর্থন করছেন ও জর্জ ফ্লয়েডের নিষ্ঠুরতম মৃত্যুর সুষ্ঠু তদন্ত ও ন্যায়বিচারের দাবি জানাচ্ছেন।

টমি বললেন, টম প্রস্তুত

পুরোদমে চলছিল মিশন ইমপসিবল সেভেন ছবির শুটিং। কোথায়? ইতালিতে। তারপর শুরু হলো করোনা—মহামারি। কিছুদিনের ভেতরই ইতালিতে হু হু করে ছড়িয়ে পড়ল কোভিড—১৯—এর বিষবাষ্প। শুরু হলো লকডাউন। ফেব্রুয়ারিতে বন্ধ হলো টম ক্রুজের শুটিং। কিন্তু বন্ধ হয়েও বন্ধ হলো না। এরপর ইতালির শুটিং গুটিয়ে নিয়ে পুরো দল চলে গেল যুক্তরাজ্যে। সেখানে শুরু হলো চিত্রনাট্যের লন্ডন অংশের শুটিং। তারপর করোনা পৌঁছে গেল লন্ডনেও। সেখানেও শুরু হলো লকডাউন। মার্চে বন্ধ হয়ে গেল এই ছবির শুটিং।এই ছবির পরিচালক ক্রিস্টোফার ম্যাককুয়ারিনের প্রধান সহকারী পরিচালক টমি গর্মলে বিবিসি রেডিওকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানান, শুরু হবে মিশন ইমপসিবল সেভেন-এর থেমে থাকা যাত্রা। টমি বলেন, "চলতি বছরেই সেপ্টেম্বরের শুরুতে নতুন করে শুরু হবে আমাদের ছবির শুটিং। আর আমরা সারা বিশ্ব ঘুরে শুটিং করব। সবার আগে যুক্তরাজ্যের অংশের শুটিং শেষ হবে। ২০২১ সালের মে নাগাদ আমরা শুটিং শেষ করে ফেলতে পারব। সবকি সেভাবেই ঠিক করে আগানো হচ্ছে। হ্যাঁ, এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ।

বিএনপিও ইতিহাসকে অস্বীকার করলে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে: তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০৮।।যারা ইতিহাসকে অস্বীকার করে, তারা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয় উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, বিএনপিও ইতিহাসকে অস্বীকার করলে একদিন ইতিহাসের আস্তাকুঁড়েই নিক্ষিপ্ত হবে।

বাংলাদেশ সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় নিজ দপ্তরে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে) ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে) নেতাদের সাথে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে এসব কথা বলেন।বিএনপি কেন গত ৭ জুন ৬-দফা দিবস পালন করে না এমন এক প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড় হাছান।তিনি বলেন, ‘৭ জুন আমাদের ইতিহাসের অংশ, ৬-দফা আমাদের মুক্তির সনদ। এটি যারা পালন করে না, তারা প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসকে অস্বীকার করে। কারণ ৭ জুন পালন করলে তো যে সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, তাকে স্বীকার করা হয়। সেটিকে অস্বীকার করার জন্যই তারা সচেতনভাবে ৭ জুন পালন করে না। কারণ ইতিহাস বিকৃত করে তারা বলতে চায়, একজন শিঙ্গা ফুঁকেছিল, সেটি শুনে সবাই যুদ্ধে গিয়েছিল এবং বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। কিন্তু বিষয়টি তা নয়।’ ড় হাছান বলেন, ১৯৫১ সালে বঙ্গবন্ধু যখন জেলে ছিলেন, তখন কমরেড মনি সিংহকে চিঠি লিখেছিলেন যে, ‘আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরিকল্পনা করছি, আপনার এতে সমর্থন আছে কিনা?’ অর্থাৎ ১৯৫১ সালের আগে থেকেই বঙ্গবন্ধু মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরিকল্পনা করেছিলেন। এ ঐতিহাসিক সত্যগুলোকে বিএনপি পালন করে না ইতিহাসকে অস্বীকার করার জন্য।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘১৯৬৬ সালের ৭ জুন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ৬ দফা ঘোষণা করেছিলেন তা ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। তিনি স্বাধীনতার লক্ষ্যে বাঙালির মনন তৈরি করার জন্যই ৬ দফা ঘোষণা করেছিলেন। সেটির ভিত্তিতেই ১৯৭০ সালে নির্বাচন হয়েছিল এবং এই নির্বাচনে জাতির পিতার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল এবং তারই ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন।’

বর্তমান সরকারকে গণমাধ্যমবান্ধব সরকার উল্লেখ করে ড় হাছান জানান, প্রধানমন্ত্রী করোনা দুর্যোগের সময় বিপদগ্রস্ত সাংবাদিকদের সহায়তার ঘোষণা দিয়েছেন। সাংবাদিক সংগঠনগুলোর কাছ থেকে পাওয়া গেলে আগামী সপ্তাহে আমরা সহায়তা প্রদানের জন্য তালিকা চূড়ান্ত করতে পারবো বলে আশা করছি।মন্ত্রী এসময় করোনায় আক্রান্ত সাংবাদিকদের দ্রুত আরোগ্য এবং করোনা ও এর উপসর্গ নিয়ে মারা যাওয়া সাংবাদিকদের আত্মার শান্তি কামনা করেন।

গণমাধ্যমকর্মীদের চাকুরিচ্যুতি না করার অনুরোধ জানিয়ে সকল পত্র-পত্রিকা ও ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের মালিকদের উদ্দেশ্যে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘মহামারির এ পরিস্থিতিতে মানুষ অত্যন্ত অসহায়। যারা বিভিন্ন কাজ করছেন, চাকুরি করছেন তারাও অসহায়। আমি আগেও অনুরোধ জানিয়েছি, আবারও অনুরোধ জানাই, এ পরিস্থিতিতে কাউকে যেন চাকুরিচ্যুত না করা হয়।’

এসময় বিএফইউজে মহাসচিব শাবান মাহমুদ, ডিইউজে সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ আলম তপু ও উপস্থিত সীমিতসংখ্যক গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

চীনের করোনা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল ঢাকায়

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০৮।। মহামারি কারোনাভাইরাসে আক্রান্তদের চিকিৎসায় বাংলাদেশকে সহযোগিতা করার জন্য চীনের ১০ সদস্যের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল সোমবার ঢাকায় এসে পৌঁছেছে।

তারা আগামী ২২ জুন পর্যন্ত বাংলাদেশে থাকবেন।

চীনের চিকিৎসক দলকে স্বাগত জানিয়ে বিদেশমন্ত্রী ড় একে আবদুল মোমেন বলেন, এ চিকিৎসক দলের মাধ্যমে বাংলাদেশের চিকিৎসকরা উৎসাহ পাবেন। তাছাড়া এদেশের রোগীরাও সাহস পাবে। মন্ত্রী বলেন, পৃথিবীর সব দেশকে সম্মিলিতভাবে করোনা মহামারি মোকাবিলায় কাজ করতে হবে। করোনা বৈশ্বিক ইস্যু এবং এটা কোন একক দেশের পক্ষে ম্যানেজ করা সম্ভব নয়।’ করোনা পরবর্তী অর্থনৈতিক সমস্যা মোকবিলায়ও বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব প্রয়োজন, যোগ করেন বিদেশমন্ত্রী।

চীন বাংলাদেশের করোনা মোকাবিলায় সহযোগিতার পাশাপাশি রোহিঙ্গা বিষয়েও বিশেষ আগ্রহ নিয়ে কাজ করছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, ‘আশা করি রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানেও চীনের সহায়তা আমাদের অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। চীনের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরও গভীর হবে বলেও ড় মোমেন আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ড় মোমেন বলেন, দশ সদস্যের চীনের এ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল আমাদেও চিকিৎসকদের সাথে বৈঠক করবেন, বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা পরিদর্শন করবেন।

প্রয়োজনবোধে তারা এ দেশের করোনা চিকিৎসার বিষয়ে সুপারিশ করবেন। এতে আমাদের রোগীরা সাহস পাবেন।

চীন করোনা নিয়ন্ত্রণে সফল হয়েছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘করোনা রোগী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশও চীনকে অনুসরণ করছে। এমনকি সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখার বিষয়টিও চীন প্রথম আবিষ্কার করে।

এর আগে, চিকিৎসক দল পাঠানোর বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চীনের প্রেসিডেন্ট জি জিনপিং আশ্বস্ত করেছিলেন। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমেও চীনের চিকিৎসক দল বাংলাদেশের ডাক্তারদের পরামর্শ প্রদান করেছিল। ইতোপূর্বে চীন সরকার এবং চীনের বেসরকারি সংস্থা আলীবাবা ও জ্যাকমা পিপিই, মাস্ক, টেস্টিং কীট, থার্মোমিটারসহ বিভিন্ন চিকিৎসামগ্রী পাঠিয়েছে।

বাংলাদেশও চীনকে করোনা মোকাবিলায় চিকিৎসামগ্রী পাঠিয়েছিল।

চীনের এ বিশেষজ্ঞ দলকে আমন্ত্রন জানাতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ, বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং এবং বিদেশ মন্ত্রণালয়ের মহপিরিচালক এফ এম বোরহান উদ্দীন প্রমূখ ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন।

এবার করোনার হানা নির্বাচন কমিশনে

নয়াদিল্লি, ৮ জুন (হি.স.) : এবার করোনার হানা নির্বাচন কমিশনে। করোনায় আক্রান্ত নির্বাচন কমিশনের এক আধিকারিক। আধিকারিকের করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসায় নির্বাচন সদনের তিনতলায় স্যানিটাইজেশনের কাজ।

জানা গিয়েছে, নির্বাচন কমিশনের ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ডিভিশনের একজন আধিকারিকের করোনা পরীক্ষা হলে তাঁর রিপোর্ট পজিটিভ আসে ঊ নির্বাচন সদনের তিন তলায় ওই ব্যাক্তি বসেন এবং ইভিএম ডিভিশনে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার পদে নিযুক্ত রয়েছেন বলেই প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের সকল নিয়মাবলী মেনে চলা হচ্ছে। হচ্ছে স্যানিটাইজেশনের কাজ। তবে কমিশন কিভাবে বন্ধ রাখা হবে তা এখনও জানা যায়নি।

এদিকে জানা যায়, গতকাল পিআইবি প্রধান করোনা আক্রান্ত হয়ে এইমস হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। সূত্রের খবর, শুক্রবার সন্ধ্যায় জানা যায় ওই আধিকারিকের করোনা পরীক্ষায় রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ন্যাশনাল মিডিয়া সেন্টার।

করোনা হানা দিয়েছে শ্রমমন্ত্রকেও। করোনা আক্রান্ত শ্রমমন্ত্রকের ১১ জন আধিকারিক। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত শ্রম এবং নিযুক্তি মন্ত্রকের আধিকারিকদের করোনা পরীক্ষা করা হলে জানা যায় ১১ জন পজিটিভ হয়েছেন।

আনলক. ১ তৎপরতা শুরু হতেই বেলাগাম সংক্রমণ ভারতে। সোমবার সকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী দেশে নোভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ২ লক্ষ ৫৬ হাজার ৬১১। দেশে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৭ হাজার ১৩৫। একদিকে যেমন আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে উল্টোদিকে তেমনি সুস্থও হচ্ছেন অনেকে। সোমবার সকাল পর্যন্ত করোনামুক্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ২৪ হাজার ৯৫ জন।

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড মানকাচরের নিউমার্কেটে, ভস্ম দোকান

মানকাচর (অসম), ৮ জুন (হি.স.) : দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার মানকাচর থানা এলাকার নিউমার্কেটে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কয়েকটি দোকান পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে। আগুনে বহু লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছ বলে জানানো হয়েছে। তাছাড়া আগুন লাগার কারণ এখনও অস্পষ্ট।

আজ (সোমবার) ভোররাত প্রায় ৩.৩০ মিনিটে নাগাদ এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। আগুনের লেলিহান শিখায় নিউমার্কেটের পাঁচটি দোকান ছাই হয়ে গেছে। আগুন লাগার কারণ এখনও অস্পষ্ট হলেও, ধারণা করা হচ্ছে জনৈক রিফাজ উদ্দিনের চায়ের দোকান দোকান থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডে রিফাজ উদ্দিনের চায়ের দোকান, রশিদুল ইসলামের পানের দোকান, ফরসাদ আলির বেকারি বিস্কুটের দোকান, কিনু মিয়াঁর পান দোকান এবং রকিবুল ইসলামের বইয়ের দোকান সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। এ ঘটনায় প্রায় দশ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে।

এদিকে স্থানীয় জনতার সহযোগিতায় এবং মানকাচরের অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর কসরতে আগুন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় গোটা বাজার রক্ষা পেয়েছে।

নানা উপাচারে অসমের বিভিন্ন প্রান্তে চলছে ‘মা করোনা’র পূজার্চনা

গুয়াহাটি / পাথারকান্দি ৮ জুন (হি.স.) : ঝাড়খণ্ডের ঢেউ পড়েছে অসমে। অসমেও গত কয়েকদিন থেকে শুরু হয়েছে ‘মা করোনা’র পূজা-অর্চনা। কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে একাংশ নাগরিক অদৃশ্য ঘাতক করোনা ভাইরাসের পূজা-অর্চনা করা শুরু করেছেন।

এ ধরনের খবর আসছে করিমগঞ্জের পাথারকান্দি, বিশ্বনাথ চারিআলি, দরং, এমন-কি রাজধানী গুয়াহাটির বিভিন্ন এলাকা থেকে। ওই সব এলাকার কতিপয় পুরুষ মহিলা সংঘবদ্ধভাবে মন্দিরে, নদীর পারে অথবা বড় গাছ, তা যদি বটগাছ হয় তা হলে তো কথাই নেই, গাছের নীচে চলছে নানা উপাচারে ‘করোনা দেবী’ বা ‘করোনা মা’য়ের পুজো। তবে পুজাস্থল এমন জায়গা হতে হবে, যেখানে হাল ও কোদাল চালানো হয়নি। দেবী করোনা-কে সন্তুষ্ট করতে হলে পুজোর উপকরণ হতে হবে নয়টি ফল, আলাদাভাবে নয়টি কলা, নয়টি নাড়ু, নয়টি লং, নয়টি কলা, লাল ফুল, কলাপাতা ইত্যাদি।

পাথারকান্দির করোনা-ভক্ত জনৈক মহিলা বলেছেন, দেবীকে নিখুঁত একটি কলাপাতার ওপর অধিষ্ঠিত করে, ঊর্ধবাহু করজোড়ে সরল মনে এই সব উপাচার দিয়ে নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে আরাধনা করলে অবশ্যই ‘মা’ সন্তুষ্ট হবেন। রক্ষা করবেন গোটা দেশ ও বিশ্বকে। ‘করোনা মা’কে সন্তুষ্ট না করলে এই মারণ ভাইরাস ক্ষান্ত হবে না, হামলা চালিয়েই যাবে। অন্যদের মতো তাঁরও বিশ্বাস, কোভিড-১৯ অতিমারি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার এটাই একমাত্র উপায়।

এদিকে বিশ্বনাথ জেলায়-তো ‘মা করোনা’কে সন্তুষ্ট করতে একই উপাচারের সঙ্গে একাংশ মহিলা পুজোর দিন ভোর থেকে নির্জলা উপবাসও করছেন। তাঁদের বিশ্বাস, যদি তাঁদের পূজায় ‘করোনা দেবী’ সন্তুষ্ট হন, তা হলে কোভিড-১৯ বিদায় নেবে।

অন্যদিকে, এ ধরনের অন্ধবিশ্বাসকে নির্মূল করতে সজাগতা সৃষ্টি করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের জনৈক আধিকারিক মনে করেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত সপ্তাহে ঝাড়খণ্ড থেকেও ওই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অনুরূপ ‘করোনা মা’য়ের পুজোর্চনার খবর পাওয়া গিয়েছিল।

উত্তরাখণ্ডের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ভরারিসেন

দেহরাদুন, ৮ জুন (হি. স.): উত্তরাখণ্ডের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী হিসেবে ভরারিসেন (গ্যারিসন) নাম আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রশাসনের তরফ থেকে ঘোষণা করা হল। সোমবার বিবৃতি জারি করে গ্রীষ্মকালীন রাজধানী হিসেবে এই শহরের নাম ঘোষণা করে উত্তরাখণ্ড সরকার। এদিন রাজ্যপাল বেবি রানী মৌর্যর তরফ থেকে এই নামের স্বীকৃতি মেলে।

চামিলি জনপদের গ্যারিসন নগর পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত ভরারিসেন। এখানে উত্তরাখণ্ডের বিধানসভা ভবনও রয়েছে। রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পর থেকেই উত্তরাখণ্ডে দেহরাদুনের ভরারিসেনের (গ্যারিসন) দাবি তোলা হচ্ছিল।উত্তরাখান্ড ক্রান্তি দল নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠনের এটি প্রধান নির্বাচনী ইস্যু ছিল। বিজেপি এবং কংগ্রেস এই ইস্যুতে রাজনীতি করে গিয়েছে। যদিও কংগ্রেসের আমলে ভরারিসেনে নতুন বিধানসভা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। চলতি বছরের মার্চে এই নতুন বিধানসভা ভবনে অধিবেশনও হয়। সেই সময় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত ভরারিসেনকে সমকালীন রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন। সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, রাজধানী হিসেবে এই নতুন শহরের সামগ্রিক উন্নয়ন, পরিষেবা তৈরি করার কাজ, নতুন ভবন তৈরি করার কাজ দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন হবে। এদিন আনুষ্ঠানিক বিবৃতি ফলে গ্রীষ্মকালীন রাজধানী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল ভরারিসেন।

করোনা:৭৫ দিন পর হিলি বন্দর দিয়ে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে পণ্য আমদানি-রপ্তানি শুরু

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০৮।।করোনা পরিস্থিতির কারণে ৭৫ দিন বন্ধ থাকার পর দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে পণ্য আমদানি-রপ্তানি শুরু হয়েছে।সোমবার বেলা সাড়ে ১১টায় ভারত থেকে বিভিন্ন পণ্যবাহী ট্রাক বন্দরে প্রবেশ করে। বাংলাহিলি কাস্টমস সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কামাল হোসেন রাজ জানান, করোনার ভয়াবহতায় বাংলাদেশে সাধারণ ছুটি ও ভারতে লকডাউন শুরু হয়। এ অবস্থায় গত ২৬ মার্চ থেকে এই বন্দর দিয়ে সব ধরনের পণ্য আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ বন্দরের সকল কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে।এ বন্দর দিয়ে বাণিজ্য সচল রাখতে দুই দেশের ব্যবসায়ীদের কয়েকদফা উদ্যোগের প্রেক্ষিতে এবং সরকারের নির্দেশনা অনুসরণ ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে সোমবার থেকে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে বিভিন্ন পণ্য আমদানি শুরু হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকেও ভারতে রপ্তানি শুরু হয়েছে, বলেন তিনি।এদিন দুপুর থেকে বন্দর ব্যবহারকারীদের মধ্যেও কর্মচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে।

বেনাপোলের সীমান্তে বিজিবির ওপর হামলা, গুলিবিদ্ধ ১

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০৮।। বেনাপোলের দৌলতপুর সীমান্তের বালুর মাঠ এলাকায় সোমবার ভোরে ফেনসিডিলের চালান আটকের সময় মাদক ব্যবসায়ীরা হামলা চালিয়েছে বলে জানিয়েছে বিজিবি। এ সময় আত্মরক্ষার্তে ৩ রাউন্ড গুলি ছুড়লে এক মাদক ব্যবসায়ী গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন এবং ঘটনাস্থল থেকে ৯৭ বোতল ফেনসিডিল ও দেশীয় অস্ত্র উদ্ধারের দাবি করে বিজিবি।

আহত রহমত আলী (২৬) দৌলতপুর গ্রামের মফেজ আলীর ছেলে। আহত রহমতকে উদ্ধার করে প্রথমে শার্শা উপজেলা হেলত কমপ্লেক্সে পরে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে ৯৭ বোতল ফেনসিডিল ও একটি দেশীয় ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

২১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের দৌলতপুর ক্যাম্পের নায়েক সুবেদার সাইফুল ইসলাম ভাষ্য, আজ ভোরে মাদক চোরাকারবারিরা ভারত থেকে ফেনসিডিলের একটি বড় চালান নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় দৌলতপুর বালুর মাঠ এলাকায় বিজিবি তাদের ধাওয়া করলে চোরাচালানিরা বিজিবির ওপর হামলা করে। এ সময় আত্মরক্ষার্থে বিজিবি ৩ রাউন্ড গুলি ছুড়লে রহমত আলী নামে এক ফেনসিডিল ব্যবসায়ী গুলিবিদ্ধ হন এবং অন্যরা পালিয়ে যান।

কেজরিওয়ালের নির্দেশের উপর হস্তক্ষেপ উপ রাজ্যপালের

নয়াদিল্লি, ৮ জুন (হি. স.): ভিন রাজ্যের অধিবাসীরা দিল্লিতে এসে কেন্দ্রীয় হাসপাতাল ব্যতীত অন্যান্য হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা করাতে পারবেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। উপ-রাজ্যপাল অনিল বৈজাল এই নির্দেশিকা পরিবর্তন করে ভিন রাজ্যের মানুষদের উপর জারি করা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়েছে দিল্লি বিপর্যয় মোকাবিলা সংস্থা ডিডিএমএ - র চেয়ারপারসন হওয়ার সুবাদে উপ-রাজ্যপাল অনিল বৈজাল নিজের ক্ষমতাবলে রাজ্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন বাইরে থেকে চিকিৎসার জন্য আসা কোনও রোগীকে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না। তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।উল্লেখ করা যেতে পারে, মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল রবিবার মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন ভিন রাজ্য থেকে আসা অধিবাসীদের

ছয়ের পাতায়

বাংলাদেশে করোনায় মৃত্যু ৯০০ ছাড়ালো

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০৮।বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আরও ৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে করোনায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো ৯৩০ জনে। গত ২৪ ঘণ্টায় আরও দুই হাজার ৭৩৫ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত দেশে মোট করোনা শনাক্ত হয়েছেন ৬৮ হাজার ৫০৪ জন। ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৬৫৭ জন। এ নিয়ে মোট সুস্থ হলেন ১৪ হাজার ৫৬০ জন।

সোমবার বেলা আড়াইটায় কোভিড-১৯ সম্পর্কিত সার্বিক পরিস্থিতি জানাতে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিনের আয়োজন করা হয়। সেখানে এসব তথ্য জানান স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা। তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১৩ হাজার ৯৬১টি, পরীক্ষা করা হয়েছে ১২ হাজার ৯৪৪টি। এখন পর্যন্ত চার লাখ ১০ হাজার ৯৩১টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা পরীক্ষার তুলনায় শনাক্তের হার ২১ দশমিক ১৩ শতাংশ। শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ২১ দশমিক ২৫ শতাংশ এবং শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার এক দশমিক ৩৬ শতাংশ।

নাসিমা সুলতানা জানান, মৃত্যুবরণকারীদের বয়স বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৯১ থেকে ১০০ বছরের মধ্যে দুই জন, ৮১ থেকে ৯০ বছরের মধ্যে দুই জন, ৭১ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে চার জন, ৬১ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ১২ জন, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে সাত জন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ১০ জন, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে একজন, ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে তিন জন এবং ১১ থেকে ২০ বছরের মধ্যে একজন রয়েছেন। অঞ্চল বিবেচনায় এদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ২৫ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে আট জন, সিলেট বিভাগে একজন, রাজশাহী বিভাগে একজন, খুলনায় দুই জন, রংপুওে একজন, ময়মনসিংহে দুই জন এবং বরিশাল বিভাগে দুই জন রয়েছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় যে ৪২ জন মারা গেছেন, এর মধ্যে ৩৩ জন পুরুষ এবং ৯ জন নারী।

এখন পর্যন্ত মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে পুরুষ ৭৭ শতাংশ এবং নারী ২৩ শতাংশ। স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশনে রাখা হয়েছে ২৯৭ জনকে।

বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন সাত হাজার ৫৫২ জন। ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশন থেকে ছাড়া পেয়েছেন ১৪৪ জন, এখন পর্যন্ত ছাড়া পেয়েছেন চার হাজার ৩১৯ জন।

তিনি আরও জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় প্রাতিষ্ঠানিক ও হোম কোয়ারেন্টিন মিলে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে দুই হাজার ২২৮ জনকে। এখন পর্যন্ত তিন লাখ তিন হাজার ৪২৫ জনকে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে। কোয়ারেন্টিন থেকে গত ২৪ ঘণ্টায় ছাড়া পেয়েছেন এক হাজার ৮৫২ জন, এখন পর্যন্ত ছাড়া পেয়েছেন দুই লাখ ৪৭ হাজার ৩৫৩ জন। বর্তমানে মোট কোয়ারেন্টিনে আছেন ৫৬ হাজার ৭২ জন।

সংখ্যালঘুদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে, দাবি নাকভির

নয়াদিল্লি, ৮ জুন (হি. স.): দেশের সার্বিক উন্নয়ন এবং আত্মনির্ভরতার জন্য ক্রমাগত কাজ করে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর থেকে পাওয়া যাচ্ছে ইতিবাচক ফল।কিন্তু কিছু মানুষ রয়েছেন যারা সংখ্যালঘুদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও ভয় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু মন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নাকভী।

সোমবার উত্তরপ্রদেশে বিজিপির সংখ্যালঘু সেলের কার্য কর্তাদের সঙ্গে আলাপচারিতায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুক্তার আব্বাস নাকভি জানিয়েছেন, বিগত ছয় বছরে দলীয় রাজনীতি থেকে রাষ্ট্রনীতিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সমাজের সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন হয়েছে বিগত ছয় বছরে। দেশের সার্বিক উন্নয়নের সবার অংশীদারিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।দেশের দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের উন্নয়নের কথা বলতে গিয়ে মুক্তার আব্বাস নাকভি জানিয়েছেন, সকল মানুষের মধ্যে খুশি, দেশবাসীর সুখের জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়ে কাজ করে গিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।ফলে সমাজের সকল স্তরের মানুষের উন্নতি সাধন হয়েছে।কিন্তু আমাদের দেশে এমন কিছু সংগঠন সংগঠন ও ব্যক্তি রয়েছে যাদের মধ্যে নিচু মানসিকতা কাজ করে। তাই তারা বিরোধিতা করে চলেছে।

অন্যদিকে, দেশ রচনাত্মক বা সৃষ্টিশীল মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

করিমগঞ্জ জেলা মণ্ডল কানুনগো অ্যাসোসিয়েশনের দুই পদাধিকারীকে অপসারণের ডাক

করিমগঞ্জ (অসম), ৮ জুন (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলা মণ্ডল কানুনগো অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে সরব হলেন সদর সার্কলের কানুনগোরা। ‘অকর্মণ্য’ এই অ্যাসোসিয়েশনের পদাধিকারীদের অপসারণেরও দাবি তুলেছেন তাঁরা। জেলা মণ্ডল কানুনগো অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি ও সচিবের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রাকশ করেছেন সদর সার্কলের কানুনগো রঞ্জিত গোস্বামী।

কোন রাখডাক না করে সার্কল কার্যালচের সামনে সাংবাদিকদের ডেকে তিনি বলেন, করিমগঞ্জের মণ্ডল কানুনগো অ্যাসোসিয়েশন জেলার প্রতিটি সার্কলের আমিন কানুনগোদের সমস্যা নিরসনে একশো শতাংশ ব্যর্থ। আমিন কানুনগোদের সঠিক মর্যাদা দিতে পারেননি মণ্ডল কানুনগো অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অমিতাভ দে এবং সচিব পবিত্র পাল। ব্যর্থতার দায় স্বীকার করে এই দুজনকে সভাপতি ও সচিবের পদ থেকে তৎক্ষণাৎ পদত্যাগের দাবি জানান রঞ্জিত গোস্বামী। তিনি বলেন, বর্তমান এই কঠিন সময়ে স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারী, পুলিশ কর্মীরা জনগণের বাহবা কুড়াতে সক্ষম হলেও একইভাবে সার্কলের কর্মচারীরা নাওয়া খাওয়া বাদ দিয়ে দিবারাত্র একাকার করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন মারণ ভাইরাস কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে। এক্ষেত্রে জেলা মণ্ডল কানুনগো অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অমিতাভ দে ও সচিব পবিত্র পাল শুধু নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন না বরং দায়িত্বহীনতার নজির গড়েছেন তাঁরা।

এদের বরখাস্তের দাবিতে জেলার প্রতিটি সার্কলের কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান রঞ্জিত গোস্বামী। বলেন, কোনও সহযোগিতায় আসছে না মণ্ডল কানুনগো অ্যাসোসিয়েশন। সভাপতি অমিতাভ দে ও সচিব পবিত্র পাল সেই ১৯৯২ সাল থেকে অ্যাসোসিয়েশনের উঁচু পদ আঁকড়ে ধরে বসে আছেন। কিন্তু সার্কলের আমিন কানুনগোদের দুঃসময়ে তাঁদের পাশে পাওয়া যায় না। সুতারকান্দি জমি কেলেঙ্কারির তথ্য তুলে ধরে কানুনগো রঞ্জিত গোস্বামী বলেন, কানুনগো মিহির মালাকার ও আমিন প্রণিত নাথকে গুয়াহাটি উচ্চ আদালত নির্দোষ খালাস করেছে। কিন্তু এই দুই সার্কল কর্মচারী করিমগঞ্জের জেলে থাকা অবস্থায় একদিনও তাঁদের খোঁজখবর নেননি। অ্যাসোসিয়েশনের পদাধিকারী হিসেবে ন্যূনতম দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ অমিতাভ দে ও সচিব পবিত্র পাল। তাই তাদের মণ্ডল কানুনগো অ্যাসোসিয়েশনের পদে থাকার নৈতিক অধিকার নেই।

অ্যাসোসিয়েশনের আগামী সভায় এই দুজনের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব পাশ করে এঁদের দূরে সরিয়ে দেওয়া উচিত বলেও মন্তব্য করেন করিমগঞ্জ সদর সার্কলের কানুনগো রঞ্জীত গোস্বামী। করোনা প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি বলেন, বহির্রাজ্য থেকে আগত যাঁদের কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হচ্ছে, এঁদের নিয়ে সব থেকে বেশি ঝুঁকি থাকে সার্কলের কর্মচারীদের। পরে স্বাস্থ্য বিভাগ ও পুলিশ কর্মীরা। মাসের পর মাস লাগাতার আমিন কানুনগোরা ঘুম-নিদ্রা বাদ দিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে মণ্ডল কানুনগো অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সভাপতি ও সচিব এ সব ব্যাপারে কোনও খবরই রাখছেন না।

তাছাড়া সরকারের কাছে কোনও ধরনের দাবি দাওয়া তুলে ধরতেও অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অমিতাভ দে ও সচিব পবিত্র পাল বার বার ব্যর্থ হয়েছেন বলে দাবি করেছেন গোস্বামী। সরকারি কর্মচারীদের অন্যান্য অ্যাসোসিয়েশনের কথা উত্থাপন করে রঞ্জিত গোস্বামী বলেন, সব অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা নিজেদের কর্মচারী-সদস্যদের সমস্যা নিরসনে যেমন সচেষ্ট, তেমনি তাঁদের সঠিক মর্যাদা পাইয়ে দিতেও বদ্ধপরিকর। ব্যতিক্রম শুধু মণ্ডল কানুনগো অ্যাসোসিয়েশন। তাই এই দুই পদাধিকারীকে অনতিবিলম্বে পদ থেকে অপসারণ করতে জেলার সকল সার্কলের আমিন কানুনগোদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান রঞ্জিত গোস্বামী।

পেট্রোল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব চিদম্বরম

নয়াদিল্লি, ৮ জুন (হি. স.): পেট্রোল - ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম। দেশের সাধারণ মানুষ এবং মধ্যবিত্তের মধ্যে দারিদ্রতা খুঁজে পাচ্ছে না কেন্দ্র। শুধু তেল কোম্পানির চাহিদা পূরণ করে চলেছে কেন্দ্র। সরকারকে এটা বুঝতে হবে যে করোনা এবং লকডাউনের জেরে শুধুমাত্র তেল কোম্পানিগুলি নয় সাধারন মানুষও বিপর্যস্ত হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

চিদম্বরম নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, পেট্রোল-ডিজেলের দাম বিগত দুই দিনে দুইবার করে বেড়েছে। সম্প্রতি দুই সপ্তাহ আগেই কর বৃদ্ধি করা হয়েছে। সরকার এবং তেল কোম্পানিগুলি গরিব হয়ে পড়েছে। এই মনোবৃত্তি থেকেই এমন পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্র।এদের কাছে শ্রমজীবী এবং সাধারণ মানুষ গরীব নয়। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ জারি রেখে চিদম্বরম লিখেছেন, কোষাগার ভর্তি করার জন্য মানুষের ওপর কর চাপানো হচ্ছে।কেন্দ্রের বন্ধু কোম্পানিগুলিকে লাভবান করানোর জন্য এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সরকার সাধারণ মানুষের কথা কবে ভাববে। আর্থিক বিপর্যয় জেরবার সাধারণ মানুষও।

করোনায় বেড়েছে কুসংস্কার দাবি যুক্তিবাদীদের

কলকাতা, ৮ জুন (হি. স.): করোনা, আমফানের জেরে বিপর্যস্ত স্বাভাবিক জনজীবন। এরই মধ্যে অনেকে ২০২০ সালকে অভিশপ্ত হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। চলচ্চিত্র থেকে ছোটপর্দার শিল্পী সহ বহু শিক্ষিত ব্যক্তিত্ব কোনও যুক্তি ছাড়াই সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলাও ২০২০ সালকে অভিশপ্ত, অপয়া বলে চিহ্নিত করে ফেলেছেন। এই ধরণের প্রবণতাকে কুসংস্কার হিসেবে আখ্যা দিয়েছে রাজ্যের বিজ্ঞান সংগঠনগুলি। হতাশা থেকেই মানুষের মধ্যে এমন মানসিকতা তৈরি হয়েছে বলে মনে করেন তারা।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্য কমল নাথ জানিয়েছেন, করোনার ভয়াবহতা ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চিনের উহানে প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল। সেই সময় থেকেই বহু মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। গত শতাব্দীতে একাধিক মহামারীর নজির টেনে কমলবাবু জানিয়েছেন, ১৯১৭-১৮, ১৯৩০ সালো বিশ্ব মহামারি প্রত্যক্ষ করেছিল। এমনকি যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় কথা বলা হয়েছে তা আগেও ঘটেছে। বাঙালির মানসপটে থেকে এখনো ১৯৭৮ সালের বন্যার ভয়াবহতা মুছে যায়নি। এছাড়া ১৯৯৮, ২০০০, ২০০২ সাল বন্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল। প্রাকৃতিক নিয়মে এই ঘূর্ণিঝড় বা বন্যা হয়। তাই করোনা এবং আমফানের জন্য অযথা ২০২০ সালকে দোষারোপ করা হচ্ছে। এতে ২০০ শতাংশ কুসংস্কার কাজ করছে।

করোনার মারণ ক্ষমতা কম বলে অভিহিত করে অমলবাবু জানিয়েছেন, করোনা থেকে নিপাহ, ইবোলা মারণ ক্ষমতা অনেক বেশি। গোটা বিশ্বে প্রতিদিন যক্ষায় আক্রান্ত হয়ে ১৫০০০ মানুষ প্রাণ হারায়।

ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি কোষাধ্যক্ষ আশিষ সামন্ত জানিয়েছেন, হতাশা থেকে মানুষের মধ্যে এমন ভাবনা তৈরি হয়েছে। আর সেটাই কুসংস্কারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞান নিয়ে লেখাপড়া করলেই বিজ্ঞানভিত্তিক মানসিকতা তৈরি হয় না। গভীর ভাবনা চিন্তা করার অভ্যেস মানুষের মধ্যে নেই। কি কারণে এগুলো হচ্ছে সেই সম্বন্ধে জানার সদিচ্ছার অভাব। ফলে অজ্ঞানতা তৈরি হচ্ছে। আর তার থেকেই জন্ম নিয়েছে এই কুসংস্কার। এর আগে কোনরকম বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছাড়াই ২০১২ সালে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার গুজব রটেছিল। করোনা মোকাবিলায় সরকার কি পদক্ষেপ নিয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা এবং চিন্তা করা উচিত সাধারণ মানুষের।

মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক তথা বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ বিজ্ঞান বেরা জানিয়েছেন, মানুষের মধ্যে একটা মানসিক চাপ কাজ করছে। তাই এমন ধরণের কুসংস্কারের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এটা কোনো নতুন ব্যাপার নয়। এটা আগেও ছিল। ভারতে এমন বহু বিজ্ঞানী রয়েছেন যারা পরীক্ষাগারে ঢোকার আগে প্রণাম করে ঢোকেন। চলচ্চিত্র শিল্পীদের উচিত সোশ্যাল মিডিয়ায় ২০২০ সালকে অপয়া বলে প্রচার না করে প্রশাসনিক সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন তুলুক।কোনও রোগের ভাগ্য বলে কিছু হয় না।প্রতিদিন এক মিনিটে গোটা ভারতে একজন যক্ষায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। যেহেতু এই মৃত ব্যক্তিরা সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীর অধিবাসী তাই সংবাদ মাধ্যমে এদের নিয়ে মাথা ঘামায় না।কুসংস্কার প্রচারকারীদের বিরুদ্ধে ডা: বিজ্ঞান বেরার বার্তা পক্ষপাতিত্বমূলক মনোভাব ত্যাগ করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ভাবনা চিন্তা করা উচিত।

উল্লেখ করা যেতে পারে, সাম্প্রতিক সময়ে বিজ্ঞান সচেতন মানসিকতার অভাব বঙ্গ জীবনে ভয়ঙ্কর ভাবে ফুটে উঠেছে।১০১, ২০১ টাকায় ভাগ্য বদল এর বিজ্ঞাপন ট্রেনে বাসে বেড়ে গিয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে কুসংস্কার একটা অন্য মাত্রায় পৌঁছে গিয়েছে বলে মনে করছেন সমাজের বুদ্ধিজীবী মহল।

উপ রাজ্যপালের

পাচের পাতার পর

দিল্লিতে রাজ্য সরকারের হাসপাতলে চিকিৎসা করতে দেওয়া হবে না। দিল্লিতে করোনা র ভয়াবহতার উপর লক্ষ্য রেখেই তিনি এমন ঘোষণা করেছিলেন। এবার সেই নির্দেশিকায় পরিবর্তন করলেন উপ-রাজ্যপাল।

আক্রান্ত আরও ৫

তিনের পাতার পর

মোট সংক্রামিতের মধ্যে মোট ৬০জনের দ্বিতীয়বার লালারসের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। সংক্রামিত বাংলাদেশি একজন নাগরিক জেলায় আসার আগেই মারা গিয়েছেন। ফলে বর্তমানে জেলায় করোনা অ্যাক্টিভ কেসের সংখ্যা ১৪৩ জন।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সংক্রমণ এড়াতে জীবাণুমুক্তকরণ চলছে টালিগঞ্জ থানা

কলকাতা,৮ জুন (হি স):করোনা আতঙ্কে ত্রস্ত গোটা বিশ্ব। করোনা আতঙ্কে কপালে হাত শহরবাসীর। কিন্তু এই কঠিন সময়ে শহরবাসী সকল দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। কিন্তু ইতিমধ্যেই করোনা থাবা বসিয়েছে একাধিক থানাতেও। আর তাই সোমবার সংক্রমণ এড়াতে জীবাণুমুক্তকরণ চলছে টালিগঞ্জ থানা। সময়ের সাথে সাথে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। দমকা হাওয়ার মতো উড়ে এসে যেন শহরে রাজ করছে করোনা। এরই মাঝে ক্রমাগত করোনা হানা দিচ্ছে বিভিন্ন থানায়। ইতিমধ্যেই করোনা আক্রান্ত হয়েছেন কলকাতা একাধিক থানার পুলিশ আধিকারিকরা। গার্ডেনরিচ, প্রগতি ময়দান বউবাজার, জোড়া সাঁকো, একাধিক থানাতে থাবা বসিয়েছে করোনা। কিন্তু তবুও নিজের কাজে অবিচল কলকাতা পুলিশ। আর তাই সংক্রমণ রোধে জীবাণুমুক্ত করা হচ্ছে একাধিক থানা। আর তাই এদিন জীবাণুমুক্তকরণ করা চলছে টালিগঞ্জ থানা।

ওনার জানা নেই ফেসবুক-টুইটারে টাকা খরচ করতে হয় না, পাল্টা দিলীপ

কলকাতা, ৮ জুন (হি স): বিজেপি কোটি কোটি টাকা খরচ করে ব্যালি করছে। আমাদের এত টাকা কোথায়! সোমবার নবান্ন থেকে বৈঠকের পর এমনটাই বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরেই সাংবাদিক সম্মেলন করে ”ওনার জানা নেই ফেসবুক-টুইটারে টাকা খরচ করতে হয় না” পাল্টা জবাব রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের।

এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, ” মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ”ভার্চুয়াল ব্যালি” তে আমরা অনেক টাকা খরচা করছি।কিন্তু ওনার হয়তো জানা নেই যে ফেসবুক-টুইটারে টাকা খরচ করতে হয় না। সেইজন্যই বিজেপি এটা নিয়েছে। আগামীকালের ব্যালি এক রেকর্ড গড়বে। প্রধান বক্তা হিসেবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ উপস্থিত থাকবেন। এখান থেকে আমাদের কার্যকর্তা থাকবেন। যেহেতু সোশ্যাল ডিস্ট্যান্স মানতে হবে একসঙ্গে অনেক লোক আসতে পারবে না। তাই আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এটি করার চেষ্টা করছি।আমরা সকল পরিবারকে আহ্বান জানাচ্ছি। আসুন এসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য শুনুন। ধরব এই ব্যালি পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা করবে আমার বিশ্বাস”।

উল্লেখ্য,আগামী ৯ জুন থেকে শুরু হবে বিজেপির ”ভার্চুয়াল ব্যালি ” ।সকাল ১১ টায় শুরু হবে এই সভা। প্রথম দিনের সভা প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখবেন অমিত শাহ।

সুরক্ষা বিধি শিকেয় তুলে লঞ্চে উপচে পরা ভিড়

কলকাতা, ৮ জুন (হি স): লকডাউনের পঞ্চম দফায় চলছে আনলক ওয়ান। আর এই আনলক ওয়ানে সোমবার থেকে ৭০ শতাংশ কর্মী নিয়ে চালু হয়েছে একাধিক অফিস। খুলে গেছে শপিংমল, রেস্তোরাঁ। কিন্তু এরই মাঝে পথে বাস নামলেও বাড়ি ফিরতে চরম সমস্যায় পরতে হচ্ছে যাত্রীদের। আর যার জেরে বাড়ি ফেরার তাগিদেই সুরক্ষা বিধি শিকেয় তুলে উপচে পড়া ভিড় লঞ্চে।

ইতিমধ্যে যাত্রীদের সুবিধার্থে পথে নেমেছে সরকারি বাস। বহু টালবাহানার পর পথে নেমেছে বেসরকারি বাস। বাসে যতসংখ্যক সিট কত সংখ্যক যাত্রী নিয়ে চলতে বলা হয়েছে। ফলে যাত্রী হয়রানি অব্যাহত। কিন্তু অফিসে আসার মতোই বাড়ি ফেরার পথেও নাকাল হতে হচ্ছে নিত্যযাত্রীদের। বাসের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা মিলছে না বাস। আর যার জেরে লঞ্চেও প্রচুর মানুষের ভিড়। সুরক্ষার কথা ভুলে গিয়ে যাতায়াত চলছে লঞ্চে।

টাকাপয়সা নিয়ে লেনদেনের জেরে বৃদ্ধকে পিটিয়ে খুন মালদায়

মালদা, ৮ জুন (হি. স.) : সোমবার দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষের জেরে এক বৃদ্ধকে পিটিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠেছে কয়েকজনের বিরুদ্ধে। ঘটনার জেরে দুইজন গুরুতর ভাবে আহত হওয়ায় তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এদিন ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার ইংরেজবাজার মহকুমার বৈষ্ণবনগর থানার আজিমটোলা এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম আসিরউদ্দিন শেখ (৫০)। আহত ২ জন মুস্তাফা হোসেন ও আখতারুল আলম মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকায় ধর্মীয় স্থান খুলতেই সেই ধর্মীয়স্থানের টাকা লেনদেনের কারণে এলাকার বাসিন্দা মহিরউদ্দিন শেখ ও নজরুল ইসলাম মধ্যে ঝামেলা হয়। সেই ঝামেলা এদিন চরম আকার নেয়। সেই সময় এদিন রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলেন আসিরউদ্দিন শেখ সহ ও তাঁর দলবল। অভিযোগ, সেই সময় তাঁদের ওপর লাঠি ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হয়ে বেধড়ক মারধর করতে থাকে নজরুল ইসলামের সঙ্গে থাকা লোকজন। ঘটনায় তিনজন গুরুতর আহত হয়। তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে আসিরউদ্দিনকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

দু”জনের অবস্থা খারাপ থাকায় তাঁদেরকে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ঘিরে ফেলেছে এলাকা পুলিশ চলছে টহলদারি।

‘মৃত্তিকায় ঘ্রাণ’

দুইয়ের পাতার পর

একদম কিলবিল করছে, সেই সব প্রতিক্রিয়াশীল অংশের সঙ্গে মানসিক সাযুজ্য এখন আমার আপনার পাড়ার অনেকেই অনুভব করেন। এই লোকগুলিই কিন্তু আজ থেকে ১০-১১ বছর আগে, বাম জমানাতে সব সময়ে বামেদের সভাসমিতিতে না গেলেও বামেদের ঘৃণা তো দূরের কথা তাঁদের প্রতি একটা ভালোবাসা, বালো লাগার মানসিকতা নিয়ে চলতেন। একদিকে নানা কারণে বামেদের প্রতি বিমুখ হয়েই এঁরা কংগ্রেসের প্রতি সদয় হয়েছিলেন। আজ আবার মন্দিরের ঘূর্ণাবর্তকে তৃণমূল বিরাগের একটি রাস্তা দিয়েই এঁরা পৌঁছতে চান রাজনৈতিক হিন্দুদের অন্দরমহলে।

রাজনীতির কোলাহলে অনেক সময়েই স্পর্শ বাঁচায়ে পূর্ণ পথে হাঁটার রেওয়াজ আছে। সময়েরনিরিখে সেই বেরাদর এখন অনেক সময়েই আমাদের হাড়, মজ্জাতে বাসা বাঁধে। তাই ভোট রাজনীতির নিরিখে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সিপিএমের সাথে বসে চা পর্যন্ত না খাওয়ার ফতোয়া ক্রমশ আমাদের মনের কোমলবৃত্তিগুলিকে অন্ধকারে কালো গহ্বরে ঠেলে ফেলে দেয়। ভোট রাজনীতির একদিনের আবর্তে সেই গতিপ্রকৃতি শাসকেরলেজুড় ‘রাষ্ট্র’ নামক যন্ত্রটি শ্রেণিশোষণের নিত্য নতুন ফন্দিতে ভরপুর হয়ে উঠতে থাকে। ফন্দি যত টইটম্বুর হোক, তত বৃদ্ধি পায় দূরত্ব। এই দূরত্বকে করোনাক্রান্তিতে শাসক দেগে দেয় ‘সামাজিক দূরত্ব’ হিসেবে। অতিমারীর এই ভয়ঙ্কর ক্ষরণের ভিতরেও তাঁদের সামকি হেঁশেল দিয়ে সুদীপ, কৌস্তভ, সুব্রতেরমতো গুটি কয়েক সুদীর, কোস্তভ, সুব্রতেরা একটি দুটি ছোট জায়গায়ই সমাজের বুকে নিশচহ্ন করতে পেরেছেন ‘সামাদি দূরত্ব’ নামক অপবিজ্ঞানকে। সেই জায়গাতে তাঁরা অত্যন্ত সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন ‘শারীরিক দূরত্বের’ বিজ্ঞানকে। মোদি থেকে মমতা, কোভিড-১৯ জনিত সংকটের শুরু থেকে জপমন্ত্রের মতো ‘সামাজিক দূরত্ব’ শব্দটিকে ভারসবাসীর মনস্তত্বের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছেন তাঁদের সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির স্বার্থে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

আনলক

● প্রথম পাতার পর

প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যাবতীয় বিধিনিষেধ মান্য করে ভক্তদের মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, আনলক ১.০-এর শর্ত অনুযায়ী রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন শপিংমল এবং হোটেল-রেস্তোরাঁ খোলার অনুমতি দেওয়ার পর সেখানেও স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু হয়েছে। শপিংমল, হোটেল-রেস্তোরাঁ খোলা হলেও ক্রেতাদের ভিড় তেমন পরিলক্ষিত হচ্ছে না। সর্বত্রই এক আতঙ্কের পরিবেশ বিরাজ করছে।

কমিশন

● প্রথম পাতার পর

দৃঢ়তার সাথে বলেন তিনি।

তাঁর বক্তব্য, ওই যুবতীর কাউন্সেলিং করেছি। তাঁকে ভালো-মন্দ বুঝিয়েছি। সুমনের সাথে সংসার নিয়ে তিনি উভয়সংকটে পড়েছেন, সেই সমস্যা সমাধানেও সহায়তার আশ্বাস দিয়েছি। বর্ণালী গোস্বামী বলেন, যুবতীর দায়েরকৃত মামলা দ্রুত নিস্পত্তি হোক, সেই চেষ্টাও করব আমরা। তবে সবটাই নির্ভর করছে যুবতীর সিদ্ধান্তের উপর। তাছাড়া আইনি দিক দিয়ে সমস্ত সহায়তা দেব আমরা, প্রত্যয়ের সুরে বলেন তিনি।

নাগরাকাটায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত ৬

নাগরাকাটা, ৮ জুন (হি. স.) : নতুন করে করোনা আক্রান্তের হদিস মিলল জলপাইগুড়ি জেলায়। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় নাগরাকাটা থেকে আরও ৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণের হদিস মিলেছে।

আক্রান্তরা প্রত্যেকেই পরিযায়ী শ্রমিক। তাঁরা মহারাষ্ট্র থেকে ফিরেছেন। তাঁরা নাগরাকাটা ও আশেপাশের চা বাগান এলাকার বাসিন্দা। তাঁদের লালার নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হলে রবিবার রাতে সেই রিপোর্ট পজিটিভ আসে।

সোমবার এই বিষয়ে ব্লক প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, আক্রান্তরা প্রত্যেকেই কোয়ারান্টিন সেন্টারে ছিলেন। ওই ৬ জনকেই জলপাইগুড়ির কোভিড হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত নাগরাকাটা থেকে মোট ১৭ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলল। তাঁদের মধ্যে ১৪জনই ভিনরাজ্য ফেরৎ পরিযায়ী শ্রমিক। মোট আক্রান্তদের মধ্যে ৫জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে এসেছেন। অন্যদের শারীরিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় নাগরাকাটায় নতুন করে আর কোনও পরিযায়ী শ্রমিক আসেনি। তবে ব্লকের সবকটি কোয়ারান্টিন সেন্টার মিলিয়ে এই মূহুর্তে রয়েছেন মোট ২২৪ জন। ১৪ দিনের মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ায় এদিন ছুটি দেওয়া হয়েছে ৫ জনকে।

সরকারের দেওয়া তথ্য ভিত্তিহীন, মন্তব্য সুজনের

কলকাতা, ৮ জুন (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গে সরকারের দেওয়া তথ্য ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য করলেন বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী।

সুজনবাবু টুইটে লিখেছেন, “রাজ্যে তথ্যের কোন মা বাপ থাকছে না! পদে পদে মিথ্যা। সরকারি কোয়ারান্টাইনের খরচ দিনে নাকি ৩ কোটি টাকা। আছেন ২২ হাজার জন। সরকারেরই হিসাব। তাহলে মাথাপিছু দৈনিক খরচ ১৩ শত টাকা। কেউ বিশ্বাস করবেন? হোটেলের খরচকেও হার মানায় যে! এখানেও কাটমানি? কত? ৮০ শতাংশ?”

মমতা বন্দোপাধ্যায়ের কাছে এ ব্যাপারে টুইটে উত্তর চেয়েছেন সুজনবাবু।

দুর্গতদের পাশে বিএসএস স্পোর্টিং

কলকাতা, ৮ জুন (হি. স.) : ময়দানে ২৭৪টি ক্লাব রয়েছে। তার মধ্যে নজির গড়ল বিএসএস স্পোর্টিং ক্লাব। আমফানে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে এসে দাঁড়াল অনামী এই ক্লাব। ময়দানের বাকি ক্লাব যা করেনি, তাই করে দেখাল তারা। কলকাতা প্রিমিয়ার ডিভিশনে খেলে বিএসএস। রবিবার সকালে ম্যাটাডোর করে ত্রাণ দিয়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার উদ্দেশে রওনা দেয়। বিএসএস ক্লাবের কয়েজন প্রতিনিধিও হাজির হন। আইএফএ সচিব জয়দীপ মুখার্জি বলেন, ‘এই দুঃসময়ে বিএসএসের সামান্য প্রয়াস। এভাবেই এগিয়ে যেতে হবে। এখানে থেমে থাকলে হবে না।’

শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম নিমপীঠের মাধ্যমে ২০০ দুর্গত পরিবারকে ত্রাণ বিলি করল আইএফএ সচিব জয়দীপ মুখার্জির এই ক্লাব। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হাতে চাল, ডাল, চিনি, নুন, তেল, সাবান, ছাতু, বিস্কুট, দুধ, শাড়ি, মাস্ক, স্যানিটাইজার, ত্রিপল—সহ প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণ করা হয়। এই ক্লাব আগামী দিনেও মানুষের পাশে থাকার শপথ নিয়েছে। বিএসএস ক্লাব সচিব সন্দীপন ব্যানার্জি বলেন, ‘খেলাধুলোর পাশাপাশি সমাজসেবাতেও আমাদের ক্লাব রয়েছে। আগামী দিনে আমাদের দেখে ময়দানের অন্যান্য ক্লাবও এগিয়ে আসবে। কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি।’

চাকতেঁতুলে যুব একাডেমীর উদ্যোগে দুঃস্থ শ্রমিকদের কোয়ারেন্টাইন সেন্টার

দুর্গাপুর, ৮ জুন(হি.স.): উলটপুরান। রাজ্যজুড়ে করোনা আতঙ্কে গ্রামে ফেরা পরিযায়ী শ্রমিকদের গ্রামে থাকতে আপত্তি জানিয়ে বিক্ষোভের ঝড় উঠেছে। এমনকি গ্রামের রাস্তায় বাঁশ বেঁধে বিক্ষোভের ঘটনাও হয়েছে। এবার উল্টো ঘটনা ঘটল। গ্রামে ফেরা পরিযায়ী শ্রমিকদের স্কুলঘরে কোয়ারেন্টাইন করে তাদের সেবার হাত বাড়িয়ে দিল গ্রামের যুব একাডেমী। তাদের সাহায্যে এগিয়ে এল গোটা গ্রাম। নজিরবীহিন ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের বুদবুদের চাকতেঁতুলে। সোমবার কোয়ারেন্টাইনে থাকা শ্রমিকদের মাংসভাত খাওয়ানো হয়।

বুদবুদের চাকতেঁতুল গ্রাম। সম্প্রতি করোনা আবহে সারা বিশ্বের সঙ্গে আতঙ্কে সিটিয়ে গোটা গ্রাম। লকডাউন শিথীল হতেই গ্রামের বহু যুবক ভিন রাজ্যের কর্মস্থল থেকে ফিরেছে। সংখ্যাটা প্রায় ৬৩ জন। প্রশাসন হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলোয় না ওইসব পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারের। বেশীরভাগ পরিবারই দুঃস্থ। দিনমজুর পরিবার। আলাদ ঘরে রাখার ব্যাবস্থা নেই। পরিবারের সকলের সঙ্গেই থাকতে হবে। পরিস্থিতি দেখে এগিয়ে আসে চাকতেঁতুল যুব একাডেমী। সংগঠনের সদস্যরা নানান সেবাকাজে যুক্ত। উদ্যোগ নিয়ে গ্রামের হাইস্কুলে ওইসব শ্রমিকদের রাখার ব্যাবস্থা করে। এখানেই শেষ নয়। স্কুলে রেখে তাদের প্রতিদিন খাওয়ানের ব্যাবস্থা করে। সংগঠনের সম্পাদক দেবব্রত ঘোষ জানান,’বেশীরভাগই গরীব পরিবার। তাদের পক্ষে একেবারে আলাদা ঘরে রাখা সম্ভব নয়। তাই তাদের এক জায়গায় রেখে এই ক’টাদিন পাশে থেকে খাবারের ব্যাবস্থা। তবে সেবা কাজে গ্রামের অনেক শুভানুধ্যায়ী চাল, ডাল আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন। তাদের জন্য কৃতজ্ঞ। আজ কোয়ারেন্টাইনে থাকা সকলকে মাংসভাত খাওয়ানো হয়।’

গন্ডাছড়ায়

● প্রথম পাতার পর

গ্রহণ করছে না।

তিনি স্বাস্থ্য দপ্তরের সমালোচন করে বলেন দপ্তর মহকুমা এলাকার মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে ব্যর্থ। মাত্র চার জন চিকিৎসক দিয়ে মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক চলছে। যার ফলে দেখা যায় এক জন চিকিৎসক অন্ত বিভাগ, বহি বিভাগ সহ ডেলিভারি রোগীর চিকিৎসা করতে হচ্ছে। এমত অবস্থায় চিকিৎসক সল্পতার দরুন প্রত্যন্ত এলাকা গুলোতে ধারাবাহিক ভাবে স্বাস্থ্য শিবির করা যাচ্ছে না। এদিন যুব কংগ্রেসের সভাপতি সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানান সুস্থ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে কমপক্ষে পাঁচ জন চিকিৎসক নিয়োগ করা।

ব্যক্তি

● প্রথম পাতার পর

করেছেন ৩০৪ জন। এরমধ্যে ১৫৭ জন ট্রাক ড্রাইভার ও ১৪৭ জন সাধারণ নাগরিক রয়েছেন। এছাড়া আজ ৪২৫টি গাড়ি চুড়াইবাড়ি গেইট দিয়ে রাজ্যে প্রবেশ করেছে। এরমধ্যে ৩৩টি ট্রাক এসেছে হটস্পট এলাকা থেকে। তিনি জানান, বিএসএফ ধলাই বিওপি এবং বিএসএফ গণ্ডাছড়া বিওপি কনটেইনমেন্ট মুক্ত জোন হয়েছে। তিনি জানান, বাধারঘাট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ১৭০ শয্যা বিশিষ্ট কোভিড কেয়ার সেন্টার করা হবে। তিনি জানান, কনটেইনমেন্ট জোনে ২৮ দিন পর কোনও কোভিড আক্রান্ত রোগী না থাকলে জেলাশাসক একে কনটেইনমেন্ট মুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করতে পারেন। তবে উল্লিখিত ঐ ২৮দিন আশাকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে কারও সর্দি, কাঁশি, জর আছে কিনা সেদিকে নজর রাখবেন।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

একই সঙ্গে ক্ষুদ্র, ছোট এবং মাঝারি শিল্পগুলির (এমএসএমই) পরিচিতি পূর্বের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে রাজ্যে। যা আগে শুধুমাত্র বড় শহরগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ত্রিপুরায় শিল্পোন্নয়নে উৎসাহিত করতে উদ্যোগীদের ইনসেনটিভ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে তিনি পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানান, ২০১৭-১৮ সালে কেন্দ্র এবং রাজ্য যৌথভাবে শিল্পের প্রসারের জন্য ৮ কোটি টাকা ইনসেনটিভ দিয়েছিল। বর্তমান রাজ্য সরকার ক্ষমতাসীন হয়ে ২০১৮-১৯ সালে ১৮ কোটি টাকার ইনসেনটিভ দিয়েছে। সেই সঙ্গে ২০১৯-২০ সালে মোট ২৯.২৩ কোটি টাকার ইনসেনটিভ শিল্প উন্নয়নের জন্য দেওয়া হয়েছে।

তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা সহ ভারতের অর্থনীতিকে মজবুত করার জন্য যে লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছেন তা সফল হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, করোনা সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতেই শিল্প ও শ্রমক্ষেত্রে সংস্কার করা হয়েছে এমনটি নয়। প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতার ফলে করোনা উদ্ভূত পরিস্থিতির পূর্বেই দেশে বিদেশি বিনিয়োগ টানতে কর্পোরেট ট্যাক্স কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যার ফলস্বরূপ বিদেশি শিল্পপতিরা দেশে বিনিয়োগে আগ্রহী হয়েছেন।

এদিন তিনি বলেন, আত্মনির্ভর ভারত প্রকল্পে এমএসএমই এবং ব্যবসা ক্ষেত্রে ৩ লক্ষ কোটি টাকার বন্ধকহীন ঋণের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও ব্যাঙ্কে বকেয়া ঋণের উপরও ২০ শতাংশ ঋণ পাওয়ার সংস্থান রয়েছে এই প্রকল্পে। এক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলি যাতে ঋণ গ্যারান্টির জন্য এমএসএমই শিল্পোদ্যোগী বা ব্যবসায়ীদের বাধ্য না করেন তার জন্য তিনি ব্যাঙ্কগুলির পরিচালন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, বোধজংনগর শিল্প অঞ্চল তৈরি হওয়ার পর থেকে ১১৮টি শিল্প ইউনিট গড়ে তোলা হয়েছে। এর মধ্যে গত দু বছরে ৪৯টি শিল্প ইউনিট গড়ে উঠেছে। এই শিল্পোদ্যোগী এবং ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে প্রায় ৮২ হাজার লোকের রোজগারের ব্যবস্থা হয়েছে।

তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য নিয়মাবলীর সরলীকরণ করা হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের জন্য ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে ত্রিপুরা সরকার ১ লক্ষ ছোট দোকানিদের চিহ্নিত করেছে। দোকান ভিটার মালিক এবং ব্যবসায়ী, সকলের কথা বিবেচনা করে এই ব্যবস্থার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে বিমা সহ ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রেও সুবিধা পাবে ছোট ব্যবসায়ীগণ।

কিস্তি

● প্রথম পাতার পর

চরিলাম বনকুমারি সংলগ্ন প্রিয়তোষ সাহার বাড়িতে বন্ধন ব্যাংকের অফিসার ঊষা রঞ্জন সাহা কিস্তির টাকা নেওয়ার জন্য বসেন। গীতাঞ্জলি গ্রুপে প্রায় ৪৫ জন মহিলা রয়েছে। যারা ঋণ নিয়েছে। সোমবার সকালে ১৫ থেকে ১৬ জন মহিলা কিস্তির টাকা জমা দিয়েছেন। কিন্তু অত্যন্ত গরিব মহিলা মমতা দাস এবং রিঙ্কু দাস তারা কিস্তির টাকা জমা দিতে পারেনি। তাদের পরিবারের ভীষণ অভাব রয়েছে বলে তারা জানান অফিসারকে। কিন্তু বন্ধন ব্যাংকের অফিসার ঊষা রঞ্জন সাহা কোন কিছুই শুনতে নারাজ। অফিসার এর বক্তব্য হলো টাকা দিতেই হবে। কিন্তু মমতা দাস এবং রিঙ্কু দাসরা বলেন লকডাউন এর সময়ে কোন কাজকর্ম নেই টাকা রোজগার করতে পারিনি তাই দিতে পারব না। শেষ পর্যন্ত অফিসার ঊষা রঞ্জন সাহা - মমতা দাস এবং রিঙ্কু দাসকে বলেন চরিলাম বন্ধনের ডিএসসি ম্যানেজার উত্তম সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য।

জোরালোভাবে মহিলাদের চাপ দিতে থাকেন টাকা দিতেই হবে বলে। শেষপর্যন্ত গীতাঞ্জলি গ্রুপের মহিলারা প্রিয়তোষ সাহার বাড়িতে বন্ধন ব্যাংকের অফিসার ঊষা রঞ্জন সাহাকে আটক করে রাখে। খবর পেয়ে চরিলাম বন্ধনের ডিএসসি ম্যানেজার উত্তম সরকার প্রিয়তোষ সাহার বাড়িতে গিয়ে গীতাঞ্জলি গ্রুপের মহিলাদের বুঝিয়ে বলেন সাধ্যের মধ্যে যতটুকু পারা যায় তারা যেন ধীরে ধীরে কিস্তির টাকা পরিশোধ করেন। এই কথা বলে ম্যানেজার উত্তম সরকার ঊষা রঞ্জন দাসকে মহিলাদের কাছ থেকে মুক্ত করে চরিলাম বন্ধন অফিসে নিয়ে আসেন। এরপর পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আছে বলে জানা যায়। তবে বন্ধন ব্যাংকের মহিলাদের উপর এই চাপাচাপিতে ভীষণ ক্ষুব্ধ গীতাঞ্জলি গ্রুপের মহিলারা।

জেলা

● প্রথম পাতার পর

প্রতিটিতেই গড়ে কুড়ি জন করে রোগী সনাক্ত করা হয়েছে। দুই তিন জন বাদে বাকি সবাই বহিঃরাজ্য থেকে আসা শ্রমিক এবং রোগী কিংবা রোগীর সহযাত্রী। বহিঃরাজ্য থেকে আসা লোকদের আরও প্রায় সত্তর শতাংশ এখনো পরীক্ষার বাইরে রয়ে গেছে। পরিবারের লোকদের সঙ্গেও যোগাযোগ হয়েছে তাদের অনেকের। সবার পরীক্ষা নিরীক্ষা হলে সোনামুড়ায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা কোথায় গিয়ে ঠেকবে এনিয়ে জনমনে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রন করতে মেলাঘর সাগর মহলেও পঞ্চাশ শয্যার কোভিড কেয়ার সেন্টার খোলা হয়েছে।

মিজোরামে

● প্রথম পাতার পর

শীঘ্রই জারি করা হবে। বর্তমানে মিজোরামে ৪২ জন করোনা-য় আক্রান্ত হয়েছেন। আজ নতুন করে ৮ জন করোনা-য় সংক্রমিতের খবর মিলেছে। তাঁদের মধ্যে এখন পর্যন্ত ১ জন সুস্থ হয়েছেন।

আজ করোনা পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা পরামর্শমূলক বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে আজ মধ্যরাত থেকে দুই সপ্তাহের জন্য সারা রাজ্যে সম্পূর্ণ লকডাউন-এর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, একান্তবাসের সময়সীমা ১৪ দিন থেকে বাড়িয়ে ২১ দিন করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, বাড়িতে একান্তবাস কেবলমাত্র চরম অনিবার্য ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরমধ্যে বাংলা বিষয়ের জন্য ৪ জন, ইংরেজীর জন্য ১০ জন, এডুকেশন বিষয়ের জন্য ৫ জন, ইতিহাসের জন্য ৫ জন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জন্য ৪ জন, সংস্কৃত বিষয়ের জন্য ৪ জন, হিউম্যান ফিজিওলজির জন্য ৪ জন, জিওলজির জন্য ২ জন এবং বোটানির জন্য ২ জন সহকারি অধ্যাপক নিয়োগ করা হবে। টিপিএসসি’র মাধ্যমে তাদের নিয়োগ করা হবে বলে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান।

ক্রীড়াঙ্গন

এমন অবিশ্বাস্য "স্লেজিং"ও হতো ক্রিকেটে

স্লেজিং যেন আধুনিক ক্রিকেটের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কোনো ব্যাটসম্যান সেঞ্চুরির কাছাকাছি চলে গেলে তো কথাই নেই। নার্ভাস নাইনটিতে থাকা ওই ব্যাটসম্যানকে আরও কত নার্ভাস করা যায়, চারদিকের ফিল্ডাররা সেই চেষ্টাই করতে থাকেন। কিন্তু সুনিল গাভাস্কারের সঙ্গে তাঁর অভিষেক সিরিজে হয়েছে ঠিক এর উল্টোটা। সেঞ্চুরির কাছে পৌঁছানো গাভাস্কার তিন অংকে পৌঁছান, এটাই চেয়েছিলেন প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়েরা।এর জন্য গাভাস্কারকে সামলে খেলারও পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁর কাছাকাছি ফিল্ডিংয়ে দাঁড়ানো ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক ব্যাটসম্যান রোহান কানাই। নব্বইয়ের ঘরে থাকার সময় হঠাৎই মনোযোগ হারিয়ে ফেলেছিলেন গাভাস্কার। খেলে ফেলেছিলেন একটি বাজে শট। রোহান কানাই গাভাস্কারের কাছে এসেছিলেন সেই সময় আর বলেছিলেন, "মনোযোগ দাও, ১০০ করতে চাও না!"ঘটনা ১৯৭১ সালের। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে সেবার ৫টি টেস্ট খেলেছিল ভারত। পোর্ট অব স্পেনে দ্বিতীয় টেস্টে অভিষেক হয় গাভাস্কারের। সেই ম্যাচে দুই ইনিংসেই করেছিলেন ফিফটি। পরের ম্যাচেই পেয়েছেন সেঞ্চুরি। কিন্তু সেই সেঞ্চুরি পাওয়ার আগে মাঠে যা ঘটেছিল সেটা এখনো অবিশ্বাস্য লাগে ভারতীয় কিংবদন্তির কাছে!বাজে শটটি খেলার পর কানাই হেঁটে হেসে গাভাস্কার যা বলেছিলেন সেটা অবাকই হয়েছিলেন তিনি। ওই সিরিজে আরও দুটি সেঞ্চুরি পেয়েছিলেন গাভাস্কার। পোর্ট স্পেনে শেষ টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে করেছিলেন ক্যারিয়ারের প্রথম ডাবল সেঞ্চুরিও।

ভারত সিরিজটি জিতেছিল ১-০ ব্যবধানে। তবে ওই সিরিজে বারবারই কানাই গাভাস্কারকে একইভাবে সতর্ক করে গেছেন।২২ বছর আগের সেই ঘটনা এখনো ভুলতে পারেননি ভারতীয় ক্রিকেট কিংবদন্তি, "আমার অভিষেক সিরিজে আমি কোনো বাজে শট খেললেই সে এসে আমার কানের কাছে বলে যেত "মনোযোগ দাও! তুমি কি ১০০ করতে চাও না? হয়েছেটা কী তোমার?" সে আমার প্রতিপক্ষ ছিল। কিন্তু সে আমাকে স্লেজিং করেনি। সত্যিই সে চেয়েছিল আমি যেন সেঞ্চুরি পাই। অবিশ্বাস্য!"

দিল্লিতে যে "তুঘলকি কারবার" দেখছেন গম্ভীর

করোনাভাইরাসের এমন দুঃসময়ে চিকিৎসা সেবা পাওয়াই মুখ্য। কিন্তু দিল্লিতে সেই চিকিৎসা সেবা পেতে বেশ হিমশিম খেতে হচ্ছে ভারতীয় নাগরিকদের। বিশেষ করে অন্য প্রদেশের নাগরিকদের দিল্লির কোনো হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা দিতে রাজি নন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিনি জানিয়েছেন, সেখানকার সরকারি ও বেসরকারি সব হাসপাতালের করোনাশয্যা শুধু দিল্লিবাসীর জন্যই। কেজরিওয়ালের এমন সিদ্ধান্তে বেশ চটেছেন ভারতের সাবেক ওপেনার গৌতম গম্ভীর। যদিও এরই মধ্যে সেখানকার উপ-রাজ্যপাল অনিল বৈজাল এই সিদ্ধান্ত বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছেন।দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী আম আদমি পার্টির অরবিন্দ কেজরিওয়াল সম্প্রতি ঘোষণা দেন, " এখন থেকে এখানকার হাসপাতালগুলোতে করোনা রোগীদের জন্য দশ হাজার শয্যা থাকবে দিল্লিবাসীদের জন্য।" খেলা ছেড়ে রাজনীতিতে নাম লেখানো বিজেপির সাংসদ গৌতম গম্ভীর কেজরিওয়ালের এমন সিদ্ধান্তের চরম সমালোচনা করেছেন। জোর সমালোচনা চলছে বিজেপি, কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যেও। কেজরিওয়াল সরকারের এমন এক পেশে সিদ্ধান্তকে খুব বাজে বলে আখ্যা দিয়েছেন গৌতম গম্ভীর। অনিল বৈজাল অবশ্য পরে উপ রাজ্যপালের দপ্তর থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দেন, "কোনো বিভাজন ছাড়াই দিল্লির হাসপাতালে সবাই সমান সুবিধা পাবেন। দিল্লিবাসী নয় এমন যুক্তি দেখিয়ে কোনো রোগীকে ফেরানো যাবে না। " বৈজালের এমন সিদ্ধান্তের প্রশংসা করে গৌতম গম্ভীর বলেন, "ভারত এক দেশ এবং আমরা এক সঙ্গেই এই মহামারীর বিরুদ্ধে লড়ব।"

বিজেপি নেতা সাজিয়া ইলমি তো দিল্লির এক সময়ের সম্রাট মুহম্মদ বিন তুঘলকের সঙ্গে তুলনা করেছেন কেজরিওয়ালকে। তুঘলক কথায় কথায় ফতোয়া জারি করতেন।

সেই সম্রাটের সঙ্গে তুলনা করে সাজিয়া খোঁচা দিয়েছেন কেজরিওয়ালকে, "পাগল রাজা কেজরিওয়াল বিন তুঘলক! তাঁর হরিয়ানায় জন্ম। ঘাজিয়াবাদে বাস। কিন্তু দিল্লির নাগরিক না হয়েও দিল্লি শাসন করতে পারেন। অথচ দিল্লির বাইরের মানুষ চিকিৎসা নিতে পারবে না এখানে। এই উন্মাদ রাজা কেজরিওয়াল বিন তুঘলক দিল্লিকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।"

করোনার মন্দাকে পাত্তা দিচ্ছে না যারা

করোনা বিশ্ব অর্থনীতিতেই বিরাট প্রভাব ফেলছে। চারদিকে হাহাকার। অনেক ফুটবল পণ্ডিতই মনে করছেন, এর প্রভাব ফুটবলেও পড়বে। করোনার কারণে আর্থিক সংকটে পড়া ক্লাবগুলো চড়া দামে এবার আর খেলোয়াড় কিনতে পারবে না। দলবদলের বাজারে তাই মন্দাই থাকবে। কিন্তু নাপোলি এসবে থোরাই পাত্তা দিচ্ছে। তারা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে কোনো ফুটবলারের দাম এতটুকু কমাবে না! বিশেষ করে কালিদু কুলুবালির দাম তো নয়ই। সেনেগালিজ এ ডিফেন্ডারকে পেতে উন্মুখ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দুই ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও ম্যানচেস্টার সিটি। এ কারণেই হয়তো এ মাসেই ২৯ বছরে পা রাখতে যাওয়া কুলিবালিকে নিয়ে এমন কথা আগে থেকেই বলে রাখছে নাপোলি।

কুলিবালির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে নাপোলির ক্রীড়া পরিচালক ক্রিস্টিয়ানো জিউনতলি স্কাই স্পোর্ত ২৪কে বলেছেন, "সে অসাধারণ একজন ফুটবলার। আর তার যে মূল্য সেটা চাওয়ার অধিকার ক্লাবের আছে।" করোনার কারণে বদলে যাওয়া পরিস্থিতি নিয়ে জিউনতলি বলেছেন, "সবাই বলে (দলবদলের বাজারে) দরদাম বদলে যাবে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, করোনাভাইরাসের কারণে কুলিবালি বা অন্য কোনো শীর্ষ খেলোয়াড়ের দামই কমবে না।"

দলের কয়েকজন খেলোয়াড়ের সঙ্গে নতুন চুক্তির বিষয়েও কথা বলেছেন জিউনতলি, "লরেৎসো ইনসিনিয়ে নাপোলির প্রেমে পড়ে গেছে। তার চুক্তির মেয়াদ এখনো দুই বছর আছে। এখন আমাদের আসল লক্ষ্য হচ্ছে আরও শক্তিশালী হয়ে মাঠে ফেরা।"

করোনার থাবা এখনো বয়ে বেড়াচ্ছেন দিবালা

করোনাভাইরাস মহামারির বিরতি শেষে আবার মাঠে ফিরতে যাচ্ছে ইতালিয়ান সিরি "আ"। ফুটবল ফিরছেএ নিয়ে রোমাঞ্চের শেষ নেই ফুটবলারদের। পাওলো দিবালাও এর ব্যতিক্রম নন। তবে করোনার শিকার জুভেন্টাসের আর্জেন্টাইন এ তারকা এখনো পুরোপুরি সেরে উঠতে পারেননি। করোনার প্রভাব যে এখনো বয়ে বেড়াচ্ছেন শরীরে, সে কথা নিজেই জানিয়েছেন দিবালা। জুভেন্টাস ফরোয়ার্ড করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন গত মার্চে। দিবালার সঙ্গে আক্রান্ত হয়েছিলেন তাঁর প্রেমিকা অরিয়ানা সাবাতিনিও। সেই সময় ইতালিতে ফুটবলসহ সব ধরনের খেলাই ছিল স্থগিত। দিবালা আর তাঁর প্রেমিকা ছিলেন আর্জেন্টিনায়। সেখানেই চিকিৎসা নিয়েছেন। এক মাসেরও বেশি সময় আইসোলেশেন থাকার পর জুভেন্টাস গত মাসের ৬ তারিখে ঘোষণা দেয়করোনা পরীক্ষায় দুবার নেগেটিভ এসেছে দিবালার। যার মানে দিবালা করোনামুক্ত।

করোনামুক্ত হলেও তার প্রভাবটা এখনো যায়নি। কখনো কখনো দুর্বল লাগে তাঁর। সম্প্রতি ইনস্টাগ্রাম লাইভে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড বলেছেন, "আমার করোনাভাইরাস হয়েছিল। কিন্তু এখন অনেকটাই ভালো বোধ করছি। যদিও এখনো আমি শতভাগ ফিট নই।" শতভাগ ফিট না হলেও অনুশীলনটা ঠিকই চালিয়ে যেতে পারছেন দিবালা, "আমরা অনুশীলন শুরু করেছি। আবার মাঠে ফুটবল ফিরছে। তাই যেটা আমরা করতে ভালোবাসি শিগগিরই সে কাজে নামতে পারব।"

ফুটবল ফিরছে বলে রোমাঞ্চ ছুঁয়ে যাচ্ছে দিবালাকে, "আশা করছি বেশ ভালো লাগবে এবং মজা হবে। টানা অনেক ম্যাচ খেলতে হবে আমাদের।

নির্বাচনী লড়াইয়ে আগেই বাফুফের সাধারণ সম্পাদকের অপসারণ দাবি

করোনার মধ্যেই বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটির বহুল আলোচিত নির্বাচন নিয়ে তোড়জোড় চলছে। দ্রুতই সুবিধাজনক সময়ে নির্বাচন করতে চায় ফেডারেশন। তবে দেশের ফুটবলে নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে বাড়ছে উত্তাপ, উত্তেজনা, অভিযোগ। এবার তাতে যোগ হয়েছে নতুন মাত্রা। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সাধারণ সম্পাদক আবু নাইমের অপসারণ চেয়ে বাফুফে সভাপতি কাজী সালাউদ্দিনের কাছে চিঠি দিয়েছেন বাফুফেরই সহসভাপতি ও সাবেক ফুটবলার বাদল রায়।

দুই পৃষ্ঠার ওই চিঠিতে বাদল রায়ের অভিযোগ, বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বা ডিএফএ এবং ক্লাব সভাপতিসহ বিভিন্ন কর্মকর্তাদের নানা অজুহাতে বাফুফে কার্যালয়ে এনে নিয়ম বর্হিভূত কাজ করছেন সাধারণ সম্পাদক। বাফুফে কার্যালয় থেকে সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশে কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন ছাড়াই ভোটারদের কাছে "ডেলিগেট ফরম" পাঠানো হচ্ছে। বাফুফের গঠনতন্ত্রের তোয়াক্কা না করেই রেলিগেশনে পড়া ভোটারবিহীন ক্লাব এবং বাফুফের কংগ্রেসে অনুমোদনহীন ক্লাবকে ডেলিগেট ফরম বিতরণ ও জমা নেওয়া হচ্ছে।

অভিযোগে বলা হয়, ক্লাবের সাক্ষরিত ডেলিগেট ফরম না নিয়ে অবৈধভাবে অন্য ব্যক্তির সাক্ষরিত ফরম নেওয়া হচ্ছে।যেসব ক্লাব "ক্লাব লাইসেন্সিংয়ে" আওতাভূক্ত নয়, তাদেকে ক্লাব লাইসেন্সিংয়ের সব শর্ত পূরণে বাধ্য করা হচ্ছে। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট ক্লাবগুলো ভোটিং ক্ষমতা বাতিল করা হবে বলে বাফুফে কার্যালয় থেকে হুমকি দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বাফুফে কার্যালয় থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে ফোনালাপের সময় অর্থের প্রলোভন দেখানো হচ্ছে। যাতে করে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের পছন্দ মতো ব্যক্তিকে ভোটিং ডেলিগেট হিসাবে পাঠানো হয়। চিঠিতে করোনা শেষে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বাফুফের নির্বাচনের দাবি জানানো হয়। বাদল রায় বলেন, বাফুফে এখন সবাইকে অপ্রস্তুত রেখে নির্বাচন সেরে ফেরার চেষ্টা করছে।চিঠিতে শেষে বাদল রায় বলেন, "সাধারণ সম্পাদকের এসব অসঙ্গতিপূর্ণ কার্যকলাপ বন্ধ করা হবে আমি আশা করি।"

একই সঙ্গে সাধারণ সম্পাদককে অপসারণ করতে বাফুফে সভাপতির কাছে দাবিও জানান বাদল রায়। অন্যথায় বিষয়টা ফিফা-এএফসিকে জানানো হবে বলেও চিঠিতে হুমকি দেওয়া হয়েছে।এ ব্যাপারে সাধারণ সম্পাদক আজ প্রথম আলোকে বলেন, "এই চিঠিটি বাফুফের নির্বাচন সংক্রান্ত তিন সদস্যের কমিটির কাছে পাঠাতে বলেছেন সভাপতি। কমিটিতে আছেন আবদুস সালাম মুর্শেদী, আবদুর রহিম ও হারুনুর রশিদ। চিঠির অভিযোগ সত্য নয়। আমি এবং বাফুফের সচিবলায় পুরোপুরি গঠনতন্ত্র অনুসারেই কাজ করছে। কাজেই এখানে অনিয়মের কোনো সুযোগ নেই। আমরা বিভিন্ন ক্লাবের কাছে যেসব তথ্য চাইছি সেগুলো নির্বাচনের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। টাকা দেওয়ার প্রলোভন ঠিক নয়।"উল্লেখ্য, এর আগেও বাদল রায় অভিযোগ করেছিলেন, সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম তাঁকে ফেডারেশনে যেতে নিষেধ করছেন। তবে আবু নাইম সেই অভিযোগ অস্বীকার করেন।

কস্তার ৬ মাসের কারাদণ্ড

কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় দিয়েগো কস্তাকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে মাদ্রিদের আদালত। তবে জেলে যাওয়ার পরিবর্তে ৩৬ হাজার ইউরো জরিমানা দিয়ে পার পাচ্ছেন আতলেতিকো মাদ্রিদ ফরোয়ার্ড।

ব্রাজিলে জন্ম নেওয়া কস্তা জরিমানা দিতে রাজি হয়েছেন বলে জানিয়েছে স্প্যানিশ সংবাদ মাধ্যম এল মুন্দো।

স্পেনের আইন অনুযায়ী অহিংস অপরাধের কারণে দুই বছরের নিচে জেল হলে এর পরিবর্তে জরিমানা দিয়ে পার পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। সেই সুযোগ নিচ্ছেন কস্তা।

কারাদণ্ডের বদলে আগামী এক বছর দৈনিক ১০০ ইউরো করে জরিমানা দিতে হবে তাকে। এই হিসাবে বছরে কস্তাকে জরিমানা গুনতে হবে ৩৬ হাজার ইউরোর কিছু বেশি।

২০১৪ সালের গ্রীষ্মকালীন দল-বদলে চেলসিতে নাম লেখানোর সময় ৫১ লাখ ৫০ হাজার ইউরো আয় লুকিয়ে ১১ লাখ ইউরো কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে কস্তার বিরুদ্ধে।

ম্যাচ পাতিয়েছেন, মালিককে এটা বলা যাবে না!

রীতিমতো হুমকিই দিয়ে রাখলেন সেলিম মালিক। কেউ যদি তাঁকে ম্যাচ পাতানোর দায়ে অভিযুক্ত করে, তাহলে তাঁকে বা তাঁদের আচ্ছা করে দেখে নেবেন তিনি।প্রশ্নটা এখন উঠতেই পারে। ম্যাচ পাতানোর দায়ে আজীবন ক্রিকেট থেকে নিষিদ্ধ একজন ক্রিকেটার, এই হুমকি কীভাবে দিতে পারেন! খুব সহজ, মালিক নিজেই মনে করেন তিনি কোনো ম্যাচ ফিক্সার নন, কারণ, ২০০৮ সালে লাহোরের একটি আদালত তাঁকে সেই দায় থেকে মুক্তি দিয়েছে। ২০০০ সালে ম্যাচ পাতানোর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমাণ হওয়ায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) পাকিস্তান ক্রিকেট দলের সাবেক এই অধিনায়ককে আজীবন নিষিদ্ধ করেছিল।শি ও নব্বইয়ের দশকে পাকিস্তানের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যানই ছিলেন মালিক। কিন্তু ১৯৯৫ সালে অধিনায়ক থাকা অবস্থাতেই তাঁর বিরুদ্ধে ম্যাচ পাতানোর বিভিন্ন অভিযোগ ওঠে। অস্ট্রেলীয় তারকা শেন ওয়ার্ন ও মার্ক ওয়াহকে বাজে খেলার জন্য ঘুষের প্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগটিই ছিল সবচেয়ে আলোচিত। মালিক সে সময় এগুলো অস্বীকার করলেও ২০০০ সালে তিনি ধরা পড়ে যান।মালিক তাঁর নাম ম্যাচ পাতানোর সঙ্গে না জড়ানোর হুমকিটা দিয়েছেন বেশ জোরের সঙ্গেই, "যারা আমাকে ম্যাচ পাতানোর সঙ্গে জড়াতে চান, তাদের সাবধান করে দিচ্ছি, খবরদার, এ ব্যাপারে আমার নাম মুখেও নেবেন না। আমি আদালতের মাধ্যমে এ অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়েছি। যারা আমাকে ম্যাচ পাতানোর সঙ্গে জড়াবেন, তাদের আমি আদালতে নিয়ে ছাড়ব।"নব্বইয়ের দশকের শেষে বিচারপতি মালিক মোহাম্মদ কাইয়ুমের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করেছিল পাকিস্তান সরকার। এটি কাইয়ুম কমিশন নামে পরিচিত। এটি যাবতীয় ম্যাচ পাতানোর অভিযোগের তদন্ত করে। কাইয়ুম কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী ২০০০ সালে সেলিম মালিককে ক্রিকেট থেকে আজীবন নিষিদ্ধ করেছিল পিসিবি। পাকিস্তানের সাবেক এই ব্যাটসম্যান এখন ক্রিকেটের সঙ্গে নিজেকে আবার জড়াতে চান। হতে চান কোচ। নিজের অভিজ্ঞতা ছড়িয়ে দিতে চান নতুন প্রজন্মের মধ্যে। তবে পিসিবির মনোভাব বরাবরই এ ব্যাপারে নেতিবাচক। পাকিস্তানি ক্রিকেট প্রশাসন মনে করে মালিককে আগে বেশ কিছু ব্যাপারে সন্দেহ দূর করতে হবে, তবেই তিনি পিসিবির চাকরি পেতে পারেন। ২০১৩ সালে তাঁর প্রতি ইস্যু করা পিসিবির একটি নোটিশের জবাব তিনি কখনোই দেননি। মালিকের কথা, মোহাম্মদ আমির, সালমান বাটরা যদি ক্রিকেটে আবারও ফিরতে পারে, তাহলে তিনি কোচিং পেশার সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন না কেন। আদালত যেখানে তাঁকে অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে।

Ref. DNIT. No.F.3(20)-SF/SBM/TENDER/2020-21/24 2019 Dated, Satchand, the ----05/06/2020
PRESS NOTICE INVITING TENDER
Sealed tender is hereby invited by the undersigned during the FY 2020-21 on behalf of the Governor of Tripura from the bonafied Fish Seed Growers (Individual / Fishery Based SHGs / MSS ltd.) of Satchand R.D. Block & Sabroom Nagar Panchayet (SNP) areas under Sabroom Sub-Division producing available quantity of Major Carp fingerling in their own / leased out water bodies for Supply of Major Carp Fish Fingerlings (7 cm and above size) in different GP / VC areas under the aforesaid Block Block & Sabroom Nagar Panchayet (SNP) areas during the FY 2020-21. The dropping of tender will be eligible for the permanent residents within Sabroom R.D. Block & Sabroom Nagar Panchayet (SNP) areas only under Sabroom Sub-Division. The interested tenderer may contact with the office of the undersigned up to 3.00 PM of the date 17/06/2020 during office working period for collection of tender form and detail terms and condition. The last date of submission of the tender is 18/06/2020 during office working period up to 2.00 PM
ICA/C-513/2020-21
(Ajoy Das) T.F.F.S.,Gr-I
Superintendant of Fisheries Sabroom, South Tripura.

Reference:- No. F 3(23)-SF(TLM)DEV/2020-21/2013-05 Dated 05/06/2020
PRESS NOTICE INVITING TENDER
Sealed Tender here by invited by the undersigned on behalf of Governor of Tripura from bonafide fish seed growers (Individual/ Fishery Based SHGs/MSS Ltd) of Mungiakmai R.D Block under Teliamura Sub-Division producing available quantity fish fingerlings in there owned/leases out water bodies for supply of Indian Major Carp fingerlings in different GP/VC area under aforesaid block areas during the year 2020-21. The date of submission the tender 25/06/2020 upto 3.00 PM .The dropping of tender will be eligible for only within Mungiakmai R.D Block. The interested bidders may contact with the development section of the undersigned from 12/06/2020 to 20/06/2020 between 11.00 am to 4.00 PM for collection of tender form and details terms & conditions.
(BIBHAS BISWAS) SUPDT. OF
ICA/C-507/2020-21 FISHERIES TELIAMURA, KHOWAI DISTRICT

CORRIGENDUM
Due to unavoidable circumstances, the last date and time for document downloading and birlding & Time aid date of opening of the tender vide PNIe-T No :- 04/EE/WRD-II/2020-2021 dated 22-05-2020 which was irculated under this office Memo No TS-99/EE/WRD-II/459-80 Dated 22-05-2020 is here by extended as follows: 1. Last date & time for document downloading and bidding upto 3.P.M on 17-06-2020 2. Time and date of opening of the bid :- At 3.30 P.M on 17-06-2020. OAll other terms and condition will remain unchanged.
ICA/C-502/2020-21 (Er. K. C. Das),
Executive Engineer, Water Resource Division No-II, P.N. Complex, Gurkhabasti, Agartala
For and on behalf of the "Governor of Tripura"

সোমবার আগরতলায় আত্মনির্ভর ভারত অভিযান অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

মাস্ক পরার বিষয়ে উত্তর জেলায় পুলিশ সুপারের সচেতনতা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলায় জনগণকে সচেতন করতে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর সহ অন্যান্য স্থানে সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে শামিল হয়েছে আরক্ষা প্রশাসন। উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার ভানু প্রতাপ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে সোমবার ধর্মনগরের সেন্ট্রাল রোড, জেল রোড, রাজবাড়ী রোড, বটরসি সহ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। বিশেষ করে প্রত্যেককে মাস্ক ধরার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মাস্ক না পড়ে যারা রাস্তায় বেরিয়েছেন তাদের প্রত্যেকের হাতে পুলিশের পক্ষ থেকে মাস্ক তুলে দেওয়া হয়। অবশ্য সোমবার এ ব্যাপারে কাউকে জরিমানা করা হয়নি। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে জনগণকে সচেতন করতে এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান পুলিশ সুপার পদে চক্রবর্তী জানিয়েছেন। জনগণ সচেতন না হলে এবং পরবর্তীকালে মাস্ক না পরে বের হলে আর্থিক জরিমানা করা হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। জেলার অন্যান্য স্থানেও এ ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করা হবে বলে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য লবণের নিয়মকানুন শিথিল করার পর থেকে মানুষ কোন প্রয়োজন ছাড়াই বাড়ি থেকে বের হচ্ছেন। বাজার হাটে দোকানপাটে ব্যাপক সংখ্যায় জমাচ্ছেন। এ ধরনের প্রবণতা ভয়ংকর দিন ডেকে আনতে পারে। রাজ্য যেভাবে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বেড়ে চলেছে তাতে লকডাউন এর নিয়ম-কানুন আরো কঠোর করার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। অন্যথায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা কোনোভাবেই সম্ভব হবে না বলে বিভিন্ন মহলের অভিমত। অবশ্য রাজ্য সরকার বিষয়টি ভেবে দেখার উদ্যোগ নিচ্ছে বলে সরকারি একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়েছে।

সেনাবাহিনীর শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক রাজনাথের

নয়াদিল্লি, ৮ জুন (হি. স.): পূর্ব লাদাখে উত্তেজনা কমানোর জন্য চিন ও ভারতের সেনাবাহিনীর শীর্ষ পর্যায় বৈঠক হয়।এরপর সোমবার পূর্ব লাদাখ লাগোয়া মূল নিয়ন্ত্রণ রেখায় পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য সোমবার বৈঠকে বসেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

বৈঠকে আগামী দিনের রণনীতি ঠিক করার পাশাপাশি শনিবারের বৈঠক নিয়েও বিশদে আলোচনা হয়। প্রায় এক ঘন্টা ধরে রুদ্ধদ্বার এই বৈঠক হয়।বিপিন রাওয়াত প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে বিষয়টি নিয়ে অবগত করান। রবিবার বিদেশ মন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয় যে দুই দেশ এই স্ট্যান্ড অফের শান্তিপূর্ণ পরিণতি বের করতে সচেষ্ট। এমনকি এর আগে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পও দুই দেশের মধ্যে মধ্যস্থাকারী হিসেবে অবতীর্ণ হওয়ার কথা উত্থাপন করেছিলেন।

ভারতে করোনায় মৃত্যু ৭,১৩৫ সংক্রমিত ২,৫৬,৬১১ জন

নয়াদিল্লি, ৮ জুন (হি.স.)।। কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমণের নিরিখে ফের নতুন রেকর্ড গড়ল ভারত। এক ধাক্কায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৯,৯৮৩। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ২০৬ জন করোনা-সংক্রমিত রোগীর। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৭,১৩৫ এবং সংক্রমিত ২,৫৬,৬১১ জন। ইতিমধ্যেই ভারতে করোনাকে হারিয়ে সুস্থ হয়েছেন ১,২৪,০৯৫ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২,৫৬,৬১১ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ১,২৫,৩৮১)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৭,১৩৫। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১,২৪,০৯৫ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ৭,১৩৫ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে ৪ জনের, বিহারে ৩০ জনের, চন্ডীগড়ে ৫ জন, ছত্তিশগড়ে ৪ জন, দিল্লিতে ৭৬১ জনের, গুজরাটে ১২৪৯ জনের, হরিয়ানায় ২৮ জনের, হিমাচল প্রদেশে ৫ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৪১ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৭ জনের, কর্ণাটকে ৬১ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ১৫ জন, লাদাখে একজন, মধ্যপ্রদেশে ৪১২ জন, মহারাষ্ট্রে ৩,০৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওডিশায় ৯ জনের, পঞ্জাবে ৫১ জন, রাজস্থানে ২৪০ জনের, তামিলনাড়ুতে ২৬৯ জন, তেলেঙ্গানায় ১২৩ জন, উত্তরাখণ্ডে ১৩ জন, উত্তর প্রদেশে ২৭৫ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৩৯৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

দেশের সর্বত্র খুলল বড় ধর্মীয় স্থান, গোরক্ষনাথ মন্দিরে পুজো দিলেন যোগী

নয়াদিল্লি, ৮ জুন (হি.স.): ধর্মীয় স্থান আগেই খুলেছিল। লকডাউন শিথিল পর্বের দ্বিতীয় দফায়, সোমবার থেকে দেশের সর্বত্র খুলল বড় ধর্মীয় স্থান। সোমবার সকালেই দিল্লিতে খুলে দেওয়া হয় কালকা জি মন্দির, মন্দির খুলতেই সামাজিক দূরত্ববিধি মেনেই পূজার্চনা করেন ভক্তরা। মন্দিরে ঢোকার অনুমতি মিললেও, বিগ্রহ স্পর্শ করার, পবিত্র গ্রন্থ স্পর্শ করার অনুমতি আপাতত নেই। কালকা জি মন্দির ছাড়াও এদিন সকালেই খুলে দেওয়া হয় চাঁদনি চক এলাকায় অবস্থিত গৌরী শংকর মন্দির, ঝান্ডেওয়ালান মন্দির প্রভৃতি।

শুধু মন্দির নয়, এদিন থেকেই খুলে দেওয়া হয়েছে মসজিদ, গির্জা, গুরুদ্বারা। দিল্লিতে খুলে গিয়েছে শ্রী বাংলা সাহিব গুরুদ্বারা। দিল্লির পাশাপাশি উত্তর প্রদেশে সাতসকালেই খুলে দেওয়া হয় গোরক্ষনাথ মন্দির। সকাল সকাল গোরক্ষনাথ মন্দিরে পূজার্চনা করেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। উত্তর প্রদেশের সম্ভলে খুলে দেওয়া হয়েছে চামুন্ডা মন্দির। দেশজুড়ে করোনাভাইরাসের প্রকোপ ক্রমশই বাড়ছে, এমতাবস্থায় ধর্মীয় স্থান খুলে যাওয়ায় চিন্তা বাড়ছে।

পূণ্যার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হল শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি মন্দির

লখনউ, ৮ জুন (হি. স.): উত্তরপ্রদেশের মথুরায় অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি মন্দির প্রায় ৭৫ দিন বন্ধ থাকার পর সোমবার সকল দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হল। থার্মাল স্ক্যানিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা এবং হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধোয়ার পর এই পূণ্যার্থীদের মন্দিরে প্রবেশের ছাড়পত্র মিলছে। কিন্তু বৃন্দাবনের বাঁকেবিহারী সহ অন্যান্য প্রসিদ্ধ মন্দিরের জন্য এখনও পূণ্যার্থীদের কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে।

সোমবার সরকারের দিশা নির্দেশ মেনে শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি মন্দিরের দ্বার সাধারণ ভক্তদের জন্য খুলে দেওয়া হয়। এদিন সকাল ৬ টা ৪৫ মিনিট নাগাদ দ্বারোদঘাটন হয় মন্দিরের। পুলিশের তত্ত্বাবধানে মন্দিরের প্রবেশের আগে পুণ্যার্থীদের থার্মাল স্ক্যানিং করার পাশাপাশি হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে হাত ধোয়ানো হয়। শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান সমিতির সাধারণ সম্পাদক কপিল শর্মা জানিয়েছেন, সরকারের দিশা নির্দেশ মেনে এবং করোনা মোকাবিলায় যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে মন্দির খুলে দেওয়া হয়েছে। মন্দির চত্বরে মেনে চলা হচ্ছে সামাজিক দূরত্বের বিধি। এখন থেকে প্রতিদিন সাধারণ

শোপিয়ানে ফের গুলির লড়াই, এনকাউন্টারে নিকেশ ৪ জন হিজবুল জঙ্গি

শ্রীনগর, ৮ জুন (হি.স.): দক্ষিণ কাশ্মীরে জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে ৪ জন হিজবুল মুজাহিদিন সন্ত্রাসবাদী। শোপিয়ান জেলার পিঞ্জোরা এলাকার ঘটনা। জম্মু ও কাশ্মীরের ডিজিপি দিলবাগ সিং জানিয়েছেন, রবিবার এবং সোমবারের অভিযানে নিকেশ হয়েছে ৯ জন হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি। বিগত দু'সপ্তাহে, ৯টি বড় অভিযানে খতম হয়েছে ২২ জন জঙ্গি, ওই ২২ জন সন্ত্রাসীর মধ্যে ৬ জন শীর্ষ কমান্ডারও রয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শোপিয়ানের পিঞ্জোরা এলাকায় জঙ্গি গতিবিধির খবর পেয়ে, সোমবার ভোর থেকেই অভিযানে নামে সুরক্ষা বাহিনী। একটি বাড়িতে লুকিয়ে ছিল জঙ্গিরা। জঙ্গিদের আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়। কিন্তু জঙ্গিরা বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে শুরু করে। সুরক্ষা বাহিনী পাল্টা গুলি চালালে খতম হয় ৪ জন হিজবুল মুজাহিদিন সন্ত্রাসবাদী। নিহত সন্ত্রাসবাদীদের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। গুলির লড়াই শেষে ৪ জন সন্ত্রাসবাদীরা দেহ উদ্ধার করার পাশাপাশি আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে।

মহামারী আইন শিথিল করে পুজোর আগে পুরভোট করাতে চায় বঙ্গ নির্বাচন কমিশন

কলকাতা, ৮ জুন (হি. স.) : লকডাউন শিথিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের বকেয়া পুরো ভোট নিয়ে তৎপরতা শুরু করল রাজ্য নির্বাচন কমিশন।

করোনার রুখতে দেশজুড়ে জারি থাকা মহামারী আইন শিথিল করে ভোট করানো যায় কিনা সে বিষয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে চায় কমিশন। খুব তাড়াতাড়ি চিঠি দিয়ে এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের মতামত জানতে চাওয়া হবে বলে রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে। চলতি বছরের মার্চ মাসে স্বীকৃত সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের পর রাজ্য নির্বাচন কমিশনার সৌরভ দাস অনির্দিষ্ট কালের জন্য ভোট পিছিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। সবার সঙ্গে আলোচনার পর ঐক্যমত্যের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তারপর জনতা কার্ফুর মধ্যে দিয়ে দেশ জুড়ে শুরু হয় লক ডাউন পর্ব। ফলে পুর ভোট নিয়ে আর কোনও রকম অগ্রগতি হয়নি এই আড়াই মাস যাবত।

লকডাউনের মধ্যেই রাজ্য সরকারের তরফে ওই সব পুরসংস্থায় বসানো হয়েছে প্রশাসকমন্ডলী। তাঁরাই এখন ওই সব পুরসংস্থার কাজকর্ম পরিচালনা করছেন। কিন্তু এভাবে দীর্ঘদিন চলা সম্ভব নয়। তাই কমিশন চাইছে পুজোর আগে পরে প্রয়োজনে মহামারি আইন শিথিল করে কলকাতা পুরনিগম সহ রাজ্যের অনান্য পুরসংস্থাগুলিতেও নির্বাচন হয়ে যাক।

তাতে এই রকমের পরিস্থিতিতে ভোট করা যাবে কিনা সেটা যেমন দেখে নেওয়া যাবে তেমনি বিধানসভা নির্বাচনের আগে একটা নির্বাচনী লড়াইয়ের মাঠও তৈরি করে নেওয়া যাবে। কোথায় কী ধরনের খামতি থাকছে তা দেখে রাজ্য নির্বাচন কমিশন বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতিটা করে নিতে পারবে।

নতুন করে আক্রান্ত হয়নি, ১ বেড়ে মহারাষ্ট্রে মৃত্যু ৩৪ জন পুলিশ কর্মীর

মুম্বই, ৮ জুন (হি.স.): মহারাষ্ট্রে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হননি কোনও পুলিশ কর্মী। তবে, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ১ জন পুলিশ কর্মী। ফলে মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৩৪ জন পুলিশ কর্মীর।

সোমবার মহারাষ্ট্র পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হননি কোনও পুলিশ কর্মী, তবে ১ জন পুলিশ কর্মী প্রাণ হারিয়েছেন। ফলে মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মোট ৩৪ জন পুলিশ কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। মহারাষ্ট্রে মোট ২,৫৬২ জন পুলিশ কর্মী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।

শরীরে সামান্য জ্বর ও গলা ব্যথা, স্বেচ্ছা আইসোলেশনে অরবিন্দ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৮ জুন (হি.স.): অসুস্থ হয়ে পড়লেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (আপ)-র সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের শরীরে সামান্য জ্বর রয়েছে, এমনকি গলায় ব্যথা করছে তাঁর। তাই আপাতত প্রস্তাবিত সমস্ত বৈঠক বাতিল করেছেন কেজরিওয়াল। আপ সূত্রের খবর, মঙ্গলবার কোভিড-১৯ পরীক্ষা করাবেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

শরীরে সামান্য জ্বর ও গলা ব্যথা অনুভব করায়, রবিবার বিকেলের পর থেকেই কারও সঙ্গে দেখা করেননি আপ সুপ্রিমো। বাড়িতেই স্বেচ্ছা আইসোলেশনে রয়েছেন কেজরিওয়াল। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী করোনা-আক্রান্ত কি না, পরীক্ষার পরই তা জানা যাবে।

অসমে কোভিড-১৯ সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে ২৭৭৬, নতুন আক্রান্ত ৮৩, সুস্থ ৬৬৫ জন

গুয়াহাটি, ৮ জুন (হি.স.) : সোমবার সকালে অসমে নতুন আরও ১২ জনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছিল। এর পর সন্ধ্যায় আরও নতুন ৮৩ জনের কোভিড-১৯ পজিটিভ রেজাল্ট আসে। এ নিয়ে রাজ্যে কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭৭৬। আজ সন্ধ্যা ছয়টায় টুইট আপডেটে এই তথ্য জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এতে জানিয়েছেন, নতুন আক্রান্তদের মধ্যে ৩০ জন নগাঁও জেলা, ১৬ জন কামরূপ, ১০ জন দরং জেলা, ১০ জন কামরূপ গ্রামীণ জেলা, ৭ জন কাছাড় জেলা, ৬ জন লখিমপুর জেলা, ২ জন বিশ্বনাথ জেলা, ১ জন কামরূপ মেট্রো জেলা এবং ১ জন ধেম ধেমাজি জেলার বাসিন্দা। আজ এই খবর লেখা পর্যন্ত নয়া সংক্রমিত হয়েছেন ৯৫ জন।

এর মধ্যেও এদিন বিকেল ৩:৪৫ মিনিটে প্রসন্নচিত্তে মন্ত্রী জানিয়েছেন, আজ আরও ২৯ জন কোভিড-১৯ আক্রান্তকে পাঁচটি হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের গুয়াহাটির কালাপাহাড়ে টিভি হাসপাতালের কোভিড সেল থেকে ১৭ জন, শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতাল থেকে ৪ জন, গুয়াহাটির মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী হাসপাতাল থেকে ৪ জন, করিমগঞ্জ জেলা হাসপাতাল থেকে ৩ জন এবং ধেমাজি জেলা হাসপাতাল থেকে ১ জনকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। এনিয়ে রাজ্যের ৬৬৫ জন করোনা-মুক্ত হয়েছেন।

এদিকে আজ বেলা ১২:১০ মিনিটের টুইট আপডেটে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা ১২ জন আক্রান্ত হয়েছিলেন বলে জানিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৭ জন নগাঁও এবং ৫ জন বরপেটা জেলার বাসিন্দা ছিলেন। টুইটে মন্ত্রী জানান, রাজ্যে কোভিড-১৯ আক্রান্তদের মধ্যে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় মন্ত্রী জানান, নতুন আক্রান্তদের নিয়ে এখনও সক্রিয় রোগী ২১০৪ জন, রাজ্যের বিভিন্ন কোভিড হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

১০২ নম্বরে কল করে সুফল পেয়ে আপ্লুত গিরিবাসীরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৮ জুন।। রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে ১০২ এর এম্বুলেন্স পরিষেবা নয়া সংযেজন। এই পরিষেবা শহর-গ্রাম কিংবা প্রত্যন্ত জনপদেও প্রশংসার দাবি রাখছে। রবিবার সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছিল দফায় দফায়। দুপুর পৌণে তিনটা নাগাদ এক সন্তান সম্ভবা মায়ের প্রসব যন্ত্রণা মারাত্মক ভাবে বেড়ে যায়। যন্ত্রণায় কাতর ওই প্রসূতির পরিবারের লোকজন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের জরুরী পরিষেবার এম্বুলেন্স এর ১০২ নম্বরে কল করে সহায়তা চাওয়া হয়। তড়িঘড়ি টিআর-০১-এইচ-২৩৭৩ নম্বরের এম্বুলেন্স এর চালক পিন্টু সরকার ও স্বাস্থ্যকর্মী অমিত কুমার দেববর্মা গাড়ি নিয়ে পৌঁছে যান মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের ৩৭ মাইল এলাকায়।

কিন্তু, যেই পরিবার থেকে কল করা হয়েছিল সেই বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি এম্বুলেন্স। রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত করুণ। দেড় কিলোমিটার দূরে হেটে পৌঁছেন স্বাস্থ্যকর্মী এবং এম্বুলেন্স চালক। গিয়ে দেখেন প্রসূতির অবস্থা অতন্ত করুণ। দেড় কিলোমিটার পথ নিয়ে এসে এম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে পৌঁছানে কোনওভাবেই সম্ভব নয়। অবশেষে স্বাস্থ্যকর্মী অমিত কুমার দেববর্মার পর্য্যবেক্ষণে ওই প্রসূতির প্রসব করানো হয়। ওই প্রসূতি একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। প্রসবের পর শিশু ও মা দুজনকে কোনও রকমে এম্বুলেন্সে করে মুঙ্গিয়াকামী হাসপাতালে নিয়ে যান। তারপর শুরু হয় চিকিৎসা। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে মা ও শিশু দুজনেই সুস্থ আছে।

স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে এই এম্বুলেন্স পরিষেবা অনেকটাই প্রশংসা কুড়িয়ে ওই এলাকার জনগণের কাছে। খোয়াই জেলায় এই এম্বুলেন্স পরিষেবা পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারীক জানিয়েছেন, বিশেষ করে নবজাত শিশু, প্রসূতি ও জরুরী পরিষেবার ক্ষেত্রে বিনামূল্যে এই এম্বুলেন্স পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যে নতুন বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই এম্বুলেন্স পরিষেবা শুরু হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে ৫০টি এম্বুলেন্স পরিষেবা দিয়ে চলেছে। এর মধ্যে খোয়াই জেলায় রয়েছে পাঁচটি এম্বুলেন্স।

করোনায় মৃত্যু সিআরপিএফ কনস্টেবল ও নাগরিকের জম্মু-কাশ্মীরে মৃত বেড়ে ৪৩

শ্রীনগর, ৮ জুন (হি.স.): কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর একজন কনস্টেবল। গত ৫ জুন সিআরপিএফ-এর ওই কনস্টেবলের শরীরে মারণ করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছিল। তারপর থেকেই চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি, রবিবার রাতে ৪০ বছর বয়সী ওই সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায় মোতায়েন ছিলেন তিনি।

সোমবার সকালে সিআরপিএফ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গত ৫ জুন সিআরপিএফ-এর একজন কনস্টেবলের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সন্ধান মিলেছিল। ওই কনস্টেবলের মৃত্যু হয়েছে রবিবার রাতে, অনন্তনাগে মোতায়েন ছিলেন তিনি। এসকেআইএমএস মেডিক্যাল সুপার অধ্যাপক ফারুক জান জানিয়েছেন, গত ৫ জুন ৪০ বছর বয়সী সিআরপিএফ জওয়ানের লালারস পরীক্ষা করার পর জানা গিয়েছিল তিনি করোনা-আক্রান্ত, উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা ওই জওয়ান রবিবার রাতে মারা গিয়েছেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি অনন্তনাগ জেলার উরানহালে সিআরপিএফ-এর ৯০ ব্যাটেলিয়নের সদস্য ছিলেন।

অন্যদিকে, রবিবার রাতেই জম্মু ও কাশ্মীরে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৩৫ বছর বয়সী একজন সাধারণ নাগরিকের। তিনি মিসকেন বাগ খানিয়ারয়ের বাসিন্দা। রবিবার রাতে সিডি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। সবমিলিয়ে জম্মু-কাশ্মীরে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃত্যু হয়েছে ৪৩ জনের।

মাদুরাইয়ের হাসপাতালে দুষ্কৃতী-হামলা ! গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু চিকিৎসাধীন রোগীর

মাদুরাই, ৮ জুন (হি.স.): সাতসকালে দুষ্কৃতী-হামলা তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ের রাজাজি গভর্নমেন্ট হাসপাতালে। সোমবার সকালে মাদুরাইয়ের রাজাজি গভর্নমেন্ট হাসপাতালে ঢুকে পড়ে অজ্ঞাতপরিচয় ৪ জন সশস্ত্র দুষ্কৃতী। হাসপাতালে ঢুকে চিকিৎসাধীন একজন রোগীকে গুলি করে হত্যা করে দুষ্কৃতীরা। মামলা রুজু দুষ্কৃতী-হামলার তদন্ত শুরু করেছে মাথিচিয়াম পুলিশ।

পুলিশ সূত্রের খবর, সোমবার সকালে রাজাজি গভর্নমেন্ট হাসপাতালে ঢুকে পড়ে অজ্ঞাতপরিচয় ৪ জন সশস্ত্র দুষ্কৃতী। কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই চিকিৎসাধীন একজন রোগীকে গুলি করে হত্যা করার পর পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। মামলা রুজু করে এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দুষ্কৃতীদের খোঁজ চলছে।

কৃষি ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সংস্কার গুয়াহাটিতে ওয়েবিনারে আলোচনা

গুয়াহাটি, ৮ জুন।। কৃষি ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সংস্কার নিয়ে গৌহাটি স্থিত পিআইবির উদ্যোগে সাংবাদিক দের নিয়ে এক ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয়। ভারত সরকার সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য কে দেখা হবে ভিন্নভাবে যার মাধ্যমে কৃষকদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। ভারত সরকারের তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রধান এল আর বিশ্বনাথ আজ একথা জানান। গৌহাটির প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর উদ্যোগে আয়োজিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কৃষি কাজের সাথে যুক্ত রিসোর্স পারসন এবং সাংবাদিকদের নিয়ে আয়োজিত ওয়েবিনারের সূচনা পর্বে এ কথা জানান তিনি। এল আর বিশ্বনাথ আরও জানান সাম্প্রতিক কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি ক্ষেত্রে যে সংস্কার এনেছে তার মাধ্যমে

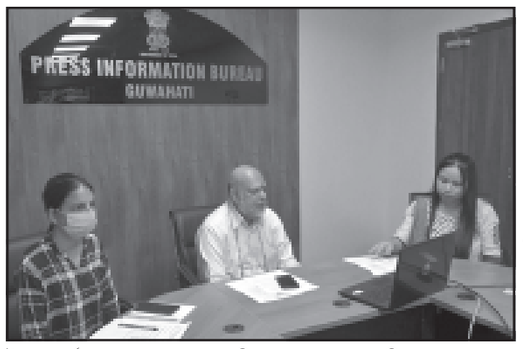

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ হতে সহায়ক ভুমিকা গ্রহণ করবে। গৌহাটিতে আয়োজিত এই ওয়েবিনারে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন সাংবাদিক এবং বিভিন্ন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞরা বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি ক্ষেত্রে যে সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আয়োজিত এ কর্মশালায় ২৬ জনের মত সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ডক্টর বি সি ডেকা ডিরেক্টর ,এগ্রিকালচার টেকনোলজি অ্যাপ্লিকেশন রিসার্চ ইনস্টিটিউট , আই সি এম আর , ওমিয়াম করুণা পরবর্তী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কৃষি ক্ষেত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন তিনি বলেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রো-একটিভ পলিসি নেওয়ার ফলে খুব শীঘ্রই এই অঞ্চলের কৃষি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য দেখা যাবে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।